পুরাণ কাগজ।

বা

নথীর নকল।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা।
২১।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীভূতনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, লিলি প্রেসে শ্রীরাম বিষ্ণু কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য বার আনা।

পুরাণ কাগজ।

বা

নথীর নকল।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা।
২১।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীভূতনাথ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, লিলি প্রেসে শ্রীরাম বিষ্ণু কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য বার আনা।

ভূমিকা।

এদেশে ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল, কেবলমাত্র ছন্দোবন্দে গ্রথিত কাব্য ভিন্ন ভাষায় আর কিছু ছিল না। নাটক নভেলের কথা দূরে থাকুক গদ্য কাব্যও খুজিয়া মিলিত না। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণে বাঙ্গালা ভাষার শ্রী ফিরিয়াছে, ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছে, গদ্যকাব্য, নাটক, নভেল প্রহসনাদিতে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি জন্মিয়াছে। নানারকমের ভালমন্দ অনেক জিনিষ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যাইতেছে। "পুরাণ কাগজ" তাহাদের একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করিল মাত্র। এ রকমের উপন্যাস রচনা এই সর্ব্ব প্রথম একথা বলিতে পারা যায়। পুরাণ কাগজকে উপন্যাস, এমন কি একটী গল্প বলিলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না। ইহা যে ভাবে রচিত তাহাতে গল্প রচনার প্রধান অঙ্গ ঘটনাবৈচিত্রও রক্ষা করা কঠিন। উপাখ্যান বর্ণিত নায়কনায়কাদি ব্যক্তিগণের চরিত্রগঠন ও তাহার পুর্ণতা-

সাধন দূরের কথা। তবে যথা-সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না।

নানাপ্রকারে গ্রন্থকারের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে তাহাতে পুরাণ কাগজ প্রকাশিত হওয়া স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তবে যে হইল সে কেবল যাঁহার ইচ্ছায় সাগর শুকাইতেছে, মহানগরী অরণ্যে পরিণত হইতেছে, অদ্রিশৃঙ্গ চূর্ণিত হইতেছে, তাঁহারই কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইল। ইহাতে যে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে তাহাও তাঁহার ইচ্ছায় বই আমার আর কিছু বলিবার নাই। সহৃদয় পাঠক ও সমালোচক মহাশয়েরা মার্জ্জনা করিবেন।

ভাঙ্গামোড়া——হুগলী।
১৫ই আষাঢ় ১৩০৬ সাল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	৩	যাবতীয় কলুষ	কলুষ
৩৬	১	সতীত্ব	সতীত্বে
ঐ	১৩	বইলেও	হইলেও
ঐ	১৭	ভব্যার	ভব্যতার
৪৭	১৩	ললাট লিপার	ললাট লিপির
৪৯	১২	অয্যবস্থিতি	অব্যবস্থিতি
৫৯	১৩	সাধারণে	সাধারণ্যে
৬০	৪	করিয়াছে	হইয়াছে
৬২	২১	পুরুষানুক্রমে	পুরুষানুক্রমে
৬৫	২১	তিন	তিনি
৬৬	২	রিষ্টাশঙ্কা	গুরুতর রিষ্টাশঙ্কা
ঐ	২১	উজস্বরাদি	উড়ুস্বরাদি
৭৯	১	ধাত্রিকেরা	ধাত্রিকের।
৮১	১।২	নিরুৎসাহ —	নিরুৎসাহ
ঐ	৯	আমাকে সুতিকা	সুতিকা
ঐ	১২	করিতেন	করিতেছেন
৮২	১৯	হঘ্র	হয়
ঐ	ঐ	পক্ষী	পাখী

ঐ	২১	শক্ত	সক্ত
৮৩	৬	কোনকালে	কোনকাজে
৮৫	১০	যাইবথ	যাইবার
৯০	২৪	তাহা	তাহা সে
১১৩	১১	থাকিবে	হইবে
১১৫	৬	’তথন	যথন
১২৫	৭	করিয়াছে	করিয়াছেন
ঐ	১৩	হইয়াছে	হইয়াছেন
১২৭	১৭	তুমি যুশ্রীক্ত	তুমি শ্রীযুক্ত
১৩৬	৪	হইয়া	হইয়া এবং
ঐ	৬	সাক্ষাৎ	তাঁহার সাক্ষাৎ
১৩৯	১৩	পদীক্ষা	পরীক্ষা
১৪৭	৮	করিয়া	দ্বারা
ঐ	৯	রাজ্যাপহরণের	রাজ্যাপহরণের চেষ্টার

পুরাণ কাগজ।
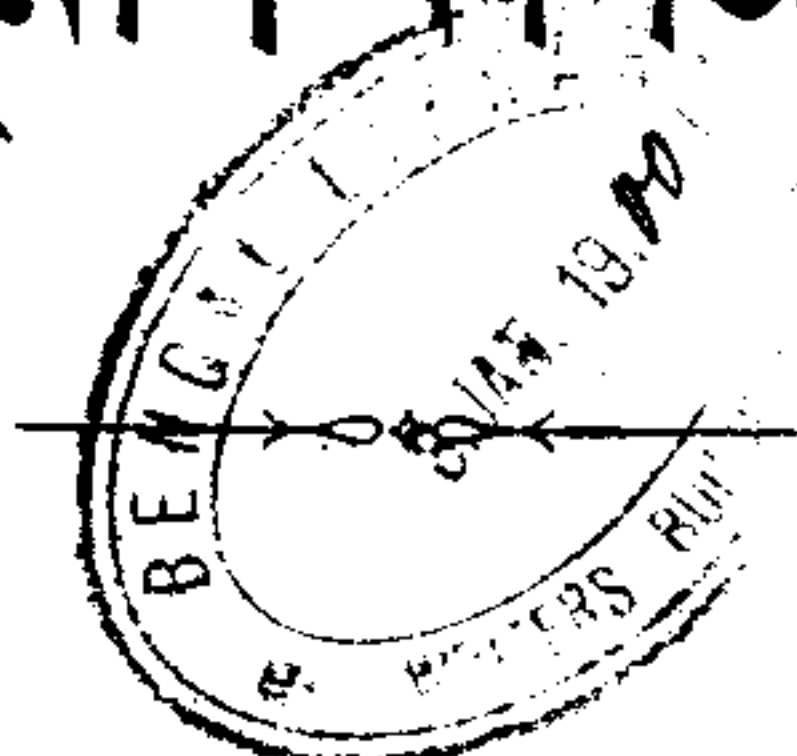
সূচনা।

আমার মাতামহ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে বৈদ্যতিলক উপাধিধারী কোন মহাত্মা এ দেশের তৎকালপ্রসিদ্ধ কোন হিন্দু রাজার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসাসূত্রে রাজবাড়ীতে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল; রাজান্তঃপুরমধ্যে তিনি তদুপলক্ষে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন; রাজ্ঞী, রাজকুমারী প্রভৃতি রাজান্তঃপুরচারিণী সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, অসঙ্কোচে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। বৈদ্যতিলক যেন তাঁহাদিগের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একজন হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে রাজপরিবারের সকলেরই বিলক্ষণ বিশ্বস্ত ছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

ঠিক বলিতে পারি না, তিনি মাতামহ মহাশয়ের কয় পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তবে কাগজপত্রে দেখা যায় যে, তিনি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহলোকে অবস্থিতি করিতেন। আর এক কথা এই যে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকালে আমাকে তাঁহার জলপিণ্ড যোগাইতে হয় না। অতএব তিনি যে আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহ মহাশয়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মাতামহ মহাশয়েরা পাঁচ সহোদর ছিলেন; সকলেই জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন আর কিছু করিতেন না। বলা বাহুল্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের অনেকেই পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়ীতে চাউলের পুটলি বাঁধিতে সাধ্যসত্বে সম্মত নহেন; বৈদ্য বটিকা পাকাইতে বিরক্ত, চাষা হালহেলের দিক্ দিয়া যাইতে চাহে না, কামার হাতুড়ী ধরিয়া লোহা পিটিতে রাজি নহে, কুমার চাক ঘুরাইতে চাহে না, মালাকর মালা গাঁথিতে, ফুল যোগাইতে প্রস্তুত নহে, ক্ষৌরকার ক্ষুর ধরিতে কাতর; এইরূপে সকলেই স্ব স্ব কৌলিক ব্যবসায়ে বিরত। অন্তকথা দূরে থাকুক, হাড়ি, ডোম, চণ্ডালেও তোমার আমার ব্যবসায় ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়এরূপ ছিল না।

পঞ্চভ্রাতার মধ্যে মাতামহ মহাশয় চতুর্থ। তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় প্রায় বাল্যকাল হইতেই কলিকাতার পরপারবর্ত্তী শিবপুরে বসতি বিস্তার করিয়া সেইখানে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন*। দ্বিতীয়† এবং তৃতীয় দুইজনে পৈতৃক ভিটায় সন্ধ্যা দিবার জন্য অন্যত্র গমন করেন নাই। মাতামহ মহাশয়

---

* তাঁহার বংশধর এখনও শিবপুর—ভড়পাড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দৌহিত্র কবি ৺সূর্য্যকুমার সেন গুপ্তের

ও সর্ব্বকনিষ্ঠ এই দুই জনই কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন, এবং বৎসরান্তে মহামায়ার পাদপদ্মে গঙ্গোদক ও বিল্বদল দিবার জন্য শরৎকালে বাড়ী আসিয়া দুই তিন মাসকাল অবস্থিতি করিতেন। মাতামহ মহাশয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়াগ্রজেরা বাড়ীতে থাকিতেন বটে, কিন্তু বিষয়-কাজ চক্ষে দেখিতেন না। পৈতৃক জমিজমা অনেক ছিল; চাকরে জমি চষিত, ধান বুনিত, ধান কাটিয়া মরাই বাঁধিত। যে সকল জমি প্রজাবিলি করা ছিল, তাহার খাজানা প্রজাদেরই কাছে থাকিত; পূজার সময় মাতামহ মহাশয় বাড়ী আসিয়া তাহা আদায় করিতেন, পূজার খরচপত্র চালাইতেন, হিসাবপত্রও রাখিতেন; অন্যান্য ভাইদের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁহারা দেশে থাকিতেন, চিকিৎসা করিতেন, আর প্রতিদিন তাস, পাশা ও দাবা খেলায় সূর্য্যদেবকে পাটে বসাইতেন। সুতরাং জমিজায়গার বিলিবন্দোবস্ত, দেখা শুনা যাহা কিছু সমস্তই আমার মাতামহ মহাশয়কেই করিতে হইত; পৈতৃক ভূসম্পত্তির দলিল দস্তাবেজ যাহা কিছু তাঁহারই হাতে থাকিত।

মাতামহ মহাশয়ের অপত্যের মধ্যে চারিটী পুত্র, একটী কন্যা কিন্তু পুত্রগণের দ্বারা তাঁহার জলপিণ্ডের সংস্থান নাই। পুত্রের

বংশধর বাবু হেমচন্দ্র গুপ্ত এম, ডি, এক্ষণে কাম্বেল মেডিকেল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক।

+ ইঁহারই পুত্র কলিকাতার প্রাচীন ভিষক ৺রামতারক রায় মহাশয়। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী মধ্যে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ইঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

কাজ কন্যার দ্বারাই রক্ষা পাইয়াছে। ভগবানের কৃপায় আমরা চারি সহোদর। আমাদিগের পুত্রকন্যাদিগের অন্নপ্রাশন বিবাহাদি উৎসবে স্বর্গগত মাতামহ মহাশয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের সংস্থান হয়। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে আমরাই যখন তাঁহার পিণ্ডদাতা তখন আমরাই তাঁহার ধনাধিকারী হইয়াছি। ধনাধিকারের সঙ্গে দলিল দস্তাবেজ নিদর্শন পত্রাদিও আমাদেরই হাতে আসিয়াছে। বহুকালের অবিবাদে ভোগদখলের সম্পত্তিতে কাহারও হস্তক্ষেপ চলে না, সুতরাং এ যাবৎ সেই সকল কাগজপত্রও দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে অবিবাদের কথা উঠিয়া গিয়াছে; কিছুদিন হইল গ্রাম্য জমিদার নিষ্করে করসংস্থাপনের প্রয়াসী হইয়া আমাদের দলিল দস্তাবেজ তলব করেন। অগত্যা আমাকে পুরাণ কাগজের দপ্তর খুলিতে হয়। জমীদারের আপত্তি খণ্ডনের কাগজপত্র খুঁজিয়া মিলিল; এবং তাহার অতিরিক্ত কতকগুলি কাগজপত্র পাইয়া সাগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যতই পড়ি, কাগজ ফুরায় না, কৌতূহলও মিটিয়া উঠে না। পড়িলাম একটী মকর্দ্দমার নথি—তাহারই সংস্রবে কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ, অনেকগুলি চিঠিপত্র, আর কয়েকখানি চিরকুট কাগজ। পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম,—আদ্যোপান্ত ভাবিয়া দেখিলাম,—একটী অপূর্ব্ব উপন্যাস। উপন্যাসটী বড়ই রহস্যপূর্ণ। বঙ্গীয় পাঠক! —এ পর্য্যন্ত নানা রকমের উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু আদালতের নথিতে উপন্যাস পাঠ করা দূরে থাকুক, বোধ হয়, কাহারও মুখে কখনও এরূপ কথা কর্ণগোচরও করেন নাই। তজ্জন্যই আমার মাতামহ মহাশয়ের পুরাণ কাগজগুলির ভাবা-

টীকে সময়োচিত মাত্র করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। পাঠকগণ ইহার নূতনত্বপ্রযুক্ত যদি কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব।

১। একখানি আবেদনপত্রের প্রতিলিপি।

মহামান্য শ্রীলশ্রীযুক্ত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি বাহাদুর প্রবল প্রতপেষু—

বাদী শ্রীযুক্ত ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র, সাং জনার্দ্দনগড়।

প্রতিবাদিনী ১। শ্রীমতী রাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী, সাং জনার্দ্দনগড়।
২। প্রতিবাদী শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রবিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র।

নিবেদন এই যে—বাদী উপরিউক্ত শ্রীযুক্ত ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র জনার্দ্দনগড়ের স্বর্গীয় অধিপতি ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ঔরস-পুত্র ও তদীয় ত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

২। উপরিউক্ত স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর আপন পিতা ৺চিত্রধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের স্বর্গধাম প্রাপ্তির পর আপন বাহুবলে পিতৃরাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন দ্বারা ভোগ দখল করতঃ অবিবাদে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ এবং রাজ্যসুখভোগে কালাতিপাত করিয়া সন ··সালের ··মাসের···তারিখে স্বর্গবাস করিয়াছেন।

৩। উপরিউক্ত স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের পট্টেশ্বরী মহারাণী ৺সাবিত্রী দেবী, তাঁহার স্বামী মহারাজ ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের জীবদ্দশাতে আপন গর্ভসম্ভূতা একমাত্র কন্যা কুমারী ৺কৃষ্ণভাবিনী দেবীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

৪। মহারাজাধিরাজ ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর আপন সহধর্ম্মিণী উপরিউক্তা ৺মহারাণী সাবিত্রী দেবীর লোকান্তরগমনের পর স্থবর্ণপুর রাজ্যের অধিপতি পরম প্রতিষ্ঠিত ৺বীরেন্দ্র সিংহ বাহুবলেন্দ্র বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীকে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরেই উপরিউক্তা মহারাণী ৺সাবিত্রী দেবীর গর্ভসম্ভবা কন্যা কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর শ্রীশ্রী৺প্রাপ্তি ঘটে।

৫। উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে উপরিউক্ত স্বর্গীয় মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের ঔরসে ও তদীয় সহধর্ম্মিণী উপরিউক্তা শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর গর্ভে বাদী শ্রীযুক্ত কুমার ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের জন্ম হয়।

৬। বাদীর পিতা মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর যথারীতি বাদীর জাতকর্ম্মাদি সমাপনান্তে তীর্থযাত্রা করেন। তৎকালে বাদীর শৈশবাবস্থাপ্রযুক্ত তদীয় জননী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীকে তিনি বাদীর তরফ অলিঅছি নিযুক্ত করিয়া আপন ভাগিনেয় ২ নং প্রতিবাদীর পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি দিয়া যান।

৭। শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবী আপন স্বামীর ভাগিনেয় বিধায় ২ নং প্রতিবাদীকে বাদীর পরম আত্মীয় ও হিতেচ্ছুবোধে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারই বন্দোবস্তমত জনার্দ্দনগড় রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। নাবালক বাদী আপন জননী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর সহিত কখন আপন রাজধানী জনার্দ্দনগড়ে, কখন বা মাতামহের রাজধানী গড়-সুবর্ণপুরে অবস্থিতি করিতেন। ২ নং প্রতিবাদী বাদীর ও তাঁহার জননীর যাবতীয় খরচপত্র জনার্দ্দনগড় রাজ্যের তহবিল হইতে সরবরাহ করিতেন এবং প্রতি বৎসর আখেরীর সময় নাবালক বাদীর অলিঅছি মাতা শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীকে সমজাইয়া সালতামামীর কাগজে তাঁহার মঞ্জুরীর নিশানা জন্য দস্তখৎ মোহর করাইয়া লইতেন।

৮। দুরদৃষ্টবশতঃ বাদীর পিতা উপরিউক্ত মহারাজা ৺যজ্ঞধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে দস্যুগণকর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ও নিহত হইলে, বাদীর পতিব্রতা জননী স্বামী-শোকে অধীরা হইয়া বিষয়কার্য্যের প্রতি পূর্ব্ববৎ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না; সর্ব্বদাই স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গল উদ্দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কালক্ষেপ করিতেন। সুতরাং জনার্দ্দনগড় রাজ্যের সমস্ত কার্য্যে ২ নং প্রতিবাদীই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; বাদীর গর্ভধারিণী কিছু দেখিতেন শুনিতেন না।

৯। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে বাদীর বয়ঃপ্রাপ্তির সময় নিকট দেখিয়া ২ নং প্রতিবাদী আপন স্বার্থ ও কর্তৃত্বলোপের আশঙ্কায়, ১ নং প্রতিবাদিনীকে বাদীর পিতা মহারাজাধিরাজ

৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাতুরের ঔরস-কন্যা কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর নামে পরিচিত করিয়া বাদীকে তাঁহার পৈতৃক রাজত্ব জনার্দ্দনগড় রাজ্যের অধিকার হইতে বে-দখল করিয়াছেন।

১০। ১ নং প্রতিবাদিনী অজ্ঞাতকুলশীলা,—কোন্ জাতীয়া,—কাহার কন্যা—এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা অবগত নহে। এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি বাদীর পিতা মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাতুরের অভীষ্টদেব শ্রীপাঠ পুরন্দরপুরনিবাসী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের পালিতা কন্যা, পূর্ব্বনাম হরসুন্দরী, আজি কালি কৃষ্ণভাবিনী নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থানুসারে অদ্যাপি তিনি বিবাহিতা নহেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ব্বতন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক অপহৃতা এবং যবনসহবাসে পতিতা, সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আত্মীয়স্বজনের ধনাধিকারের দাবী তাঁহার চলিতে পারে না।

১১। নাবালক বাদীর গর্ভধারিণী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী স্বামীবিয়োগের সময় হইতে মনোবৈকল্যপ্রযুক্ত দীর্ঘকাল একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। কখনও জনার্দ্দনগড়ে, কখনও বা গড়সুবর্ণপুরে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বাদী ও তাঁহার জননী জনার্দ্দনগড় হইতে অনুপস্থিত থাকিবার সুযোগে সন···সালের···মাসের ··তারিখে ২ নং প্রতিবাদী ১ নং প্রতিবাদিনীকে জনার্দ্দনগড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাদীকে বে-দখল করিয়াছেন।

১২। গত বৎসর বৈশাখ মাসের ৭ই তারিখে বাদী বয়ঃ-

প্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশে পৈতৃক রাজধানী জনার্দ্দনগড়ে উপস্থিত হইলে, ১ নং প্রতিবাদিনী ২ নং প্রতিবাদীর সহায়তায় বাদীকে বে-দখল করা প্রযুক্ত সন...সালের... মাসের ৭ই বৈশাখ তারিখে জনার্দ্দনগড় রাজধানীতে বাদীর পৈতৃকরাজ্যপ্রাপ্তি জন্য নালিশের হেতু হইয়াছে।

১৩। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার পৈতৃক রাজ্য স্বুবর্ণগড় রাজধানী সহ যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তিতে তাঁহাকে দখল দিবার আজ্ঞা হয়,আর বাদীর পিতা ৺মহারাজাধিরাজ রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের তীর্থযাত্রা উপলক্ষে রাজধানী পরিত্যাগ ও তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২নং প্রতিবাদীর নিকট রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় হিসাব পত্র বুঝিয়া পাইবার ও ওয়াসেলাত আদায় লইবার পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা করা হয়।

বাদীর পুরুষানুক্রমে জনার্দ্দনগড় রাজ্যের কোষাগার মধ্যে যে "লালমোহন", "সিতরশ্মি", "কমলকান্তি", "নীলকিরণ", "জ্যোৎস্নাজ্যোতিঃ", "নির্ম্মলা" ও "হয়গ্রীব" নামে সাতটী মহামূল্য রত্ন, পাঁচটী রামচন্দ্রী মোহর, দুইটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এবং আর আর যে সকল নামহীন হীরা ও মণিমাণিক্যাদি মজুত আছে, তদ্ব্যতীত বহুমূল্য অলঙ্কার ও স্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতুনির্ম্মিত পানভোজন পাত্র ও বহুমূল্য আসবাব ইত্যাদি ফর্দ্দানুযায়ী দ্রব্যাদির দখল দিবার পক্ষেও বাদী প্রার্থনা করেন। সমস্ত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য আশি লক্ষ টাকা।

১৪। বাদী এতদ্দারা ইহাও প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত আদালত হইতে উপযুক্ত

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া আদায়তহশীলের কার্য্য চলিতে থাকে। প্রতিবাদীগণের হস্তে রাজকার্য্যের ভার থাকিলে বাদীর প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাঁহাদিগের এরূপ যোত্র নাই, যদ্দারা স্বর্ণগড় রাজ্যের এক বৎসরের আয়ের টাকা আদায় হইতে পারে। ইতি সন ··সাল·· মাং···তাং···।

এই আর্জ্জিটী পাঠ করিয়া পাঠকগণ অবশ্যই প্রতিবাদীর তরফে মোকদ্দমার বর্ণনাপত্র দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিবেন। কেন না, আমিও যখন ইহা প্রথম পাঠ করি, তখন জবাবটী দেখিবার জন্য বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম। অনেক কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে তবে তাহা প্রাপ্ত হই। সেই কাগজখানিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার যতটা সময় লাগিয়াছিল, যতটা উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি হইয়াছিল, আপনারা অন্ততঃ তাহার কিছু সময় ধৈর্য্য ধারণ করুন, কৌতূহল মিটাইতে পারিবেন। যদি বলেন আর্জ্জির পর বর্ণনাপত্র পাঠ করিতে বড়ই ভাল লাগে, ব্যাপারটা একবারে বুঝিয়া লওয়া যায়, সেকথা সত্য বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন যে, এখন আদালতের বিচার চলিতেছে না, আমার উপন্যাস লেখা হইতেছে; সুতরাং আপনাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করাই আমার কাজ; অতএব মার্জ্জনা করিতে হইবে।

২। একখানি অর্পণ-নামা।

স্বস্তি সকল মঙ্গলায় শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রবিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র ওনদে ৺রাজেন্দ্রবিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র, হাল সাকিম জনার্দ্দনগড়, বাবাজীউ, নিরাপৎস্মু:—

লিখিতং শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র ওনদে ৺চিত্রধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র এবনে ৺হংসধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র কস্য অর্পণ-নামা পত্রমিদং— তুমি আমার পিতৃদৌহিত্র। আমার পিতৃদেব মহাশয় তোমাকে অত্র জনার্দ্দনগড় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার পরিবারপালনের জন্য যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, ভগবানের কৃপায় তোমার বংশবৃদ্ধিপ্রযুক্ত ভবিষ্যতে তাহাতে তোমার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না দেখা যাইতেছে। অতএব আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহার কর্ত্তব্যাবধারণ বিহিত বিবেচনায় এই অর্পণনামা দ্বারা বন্দোবস্ত করিতেছি যে, আমার জনার্দ্দনগড় রাজধানীর অনতিদূরে আমার প্রিয়তমা পত্নী স্বর্গবাসিনী মহারাণী ৺সাবিত্রী দেবীর নামানুসারে সেকেন্দরী গজের ৩৫০০ তিন হাজার পাঁচশত বিঘা পরিমিত জমি চতুর্দ্দিকে গড়বন্দীমতে সীমানা সরহদ্দ ঠিক করতঃ সবিত্রীপুর নামে একখানি মৌজা নূতন পত্তন করা হইয়াছে, ঐ গ্রামের মধ্যে দৈর্ঘে ১৯৫ বিঘা এবং প্রস্থে ১০১ বিঘা মাপ পাহাড়-সাবিত্রী-সরঃ নামে একটী দীর্ঘিকা খনন এবং তাহার তীরে আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী দেবীর স্মরণার্থ উপরিউক্ত

সাবিত্রী-সরঃ নামক দীর্ঘিকাতীরে "সাবিত্রী-মন্দির" মধ্যে সাবিত্রী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সাবিত্রীদেবীর সেবার জন্য সাবিত্রীপুর, পুরুষোত্তমবাটী, কাঞ্চননগর, রামদাসবাটী, তামলীপাড়া, কৃষ্ণপুর, কালীগঞ্জ, হৃদয়পুর ও সুন্দরনগর—সর্ব্ব সমেত আট মৌজা মোট বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা উপসত্বের সম্পত্তি অর্পণ করিলাম এবং তোমাকে পুরুষানুক্রমে উক্ত দেব-সেবা চালাইবার জন্য সেবাইত নিযুক্ত করিলাম। তোমাকে ও তোমার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে শাস্ত্রসঙ্গত উত্তরাধিকারীগণকে এই সকল সর্ত্তে আবদ্ধ থাকিতে হইবে যে,—উপরিউক্ত সাবিত্রীপুর গ্রামে নিম্নোক্ত প্রকারে সাবিত্রী দেবীর সেবাদি নির্ব্বাহ করিবে, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী করা চলিবে না। তুমি কিম্বা তোমার উত্তরাধিকারীগণের কেহ কখন তাহা করিলে তোমাদিগকে এই অর্পণ-নামার লিখিত সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তোমার বংশধর যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইবেন, তাঁহার দ্বারাই দেবসেবার কার্য্য নির্ব্বাহ হই-বেক। কেহ কখন কোন কারণে এই সকল সম্পত্তি দানবিক্রয়-দ্বারা হস্তান্তর বা বন্ধকাদিদ্বারা দায়যুক্ত কিম্বা উহাদের স্বত্ব সংকোচ করিতে পারিবেন না।

১। প্রতিদিন যথাসময়ে দেশকালানুসারে প্রাপ্তব্য প্রচুর উপকরণসহ পাঁচ সের আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য দ্বারা দেবীর পঞ্চোপচারে পূজা হইবে। পূজার নৈবেদ্য পূজক-ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইবেন এবং মধ্যাহ্নকালে অন্ততঃ পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে অর্দ্ধ মণ সূক্ষ্ম সুগন্ধযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন ও পাঁচ সের পরমান্নের ভোগ হইবে। ঐ সকল দ্রব্য নিবেদিত হইলে তদ্দ্বারা পূজক

ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে। অবশিষ্ট দেবালয়ের ভৃত্য ও অতিথি অভ্যাগতগণকে দেওয়া হইবে।

২। রাত্রিকালে সাত সের ময়দার লুচি ও ১৷৹ সাত পোয়া সন্দেশ দেবীকে নিবেদন করিয়া উপরিউক্ত প্রকারে পাচক-ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও অতিথি অভ্যাগতগণকে বিতরণ করা হইবে। অতিথি-অভ্যাগত কোনদিন অধিক হইলে দেশকালপাত্রভেদে তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কখন বৈমুখ হইবে না।

৩। আমার উপরিউক্তা সহধর্ম্মিণী মহারাণী ৺সাবিত্রী দেবীর জন্মতিথি সাবিত্রী চতুর্দ্দশী; ঐ তিথিতে শাস্ত্রানুগত ব্যবস্থানুসারে যোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিতে হইবে। অনাথ দীনদরিদ্র অতিথি অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ যে কেহ উপস্থিত হইবে, তাহাকেই অন্ন ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যথাবিহিত বস্ত্রালঙ্কারে একটী সধবাপূজার ব্যয় ২৫০৲ আড়াইশত টাকা ধার্য্য রহিল, তাহাও প্রতিবর্ষে নিয়মিতরূপে করিতে হইবে।

৪। প্রতিদিন প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে দেবালয়ে নহবৎ বাজিবে, তজ্জন্য চারিজন নহবৎওয়ালা নিযুক্ত থাকিবে। তাহারা প্রতিদিন ১।২ দফার ব্যবস্থানুসারে খাইতে পাইবে, এবং বেতনস্বরূপ প্রত্যেকে ছয় বিঘা হিসাবে ২৪ বিঘা জমি পাইবে।

৫। দুই জন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা দেবালয়ে উপস্থিত থাকিয়া দেবীর বেশভূষা ও পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ১।২ দফার ব্যবস্থানুসারে

আহার ব্যতীত তাঁহারা প্রত্যেকে ৩২ বিঘা হিসাবে ৬৪ বিঘা ভূমি পাইবেন। দেবীর নৈবেদ্য প্রস্তুত ও ভোগরন্ধনের জন্য আরও দুইজন ব্রাহ্মণ থাকিবেন। তাঁহারাও ১।২ দফার ব্যবস্থানুসারে আহারীয় ব্যতীত ১৬ বিঘা হিসাবে ৩২ বিঘা ভূমি ভোগ করিবেন।

৬। দেবালয়ের পরিচ্ছন্নতারক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য চারি জন ভৃত্য থাকিবে। তাহাদিগকে ১।২ দফার ব্যবস্থানুসারে আহার্য্য এবং প্রত্যেককে ৮ বিঘা হিসাবে ৩২ বিঘা ভূমি দিতে হইবে। তাহারা সকলেই সর্ব্বদা দেবালয়ে অবস্থিতি করিবে। দেবালয়ের সম্মুখে এবং সাবিত্রী-সরোবরের ঘাটের উভয়পার্শ্বে যে দুইটী ফুলের বাগিচা আছে, তাহাতে বৃক্ষরোপণ, জলসিঞ্চন ও আর আর কার্য্যনির্ব্বাহার্থ আরও দুইটী ভৃত্য রাখিতে হইবে। তাহারাও পূর্ব্ববৎ আহারীয় ও ভূমি পাইবে।

৭। ৪ হইতে ৬ দফায় পূজক-ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের ভৃত্যদিগের জন্য যে ভূমির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সাবিত্রীপুর গ্রামমধ্যে চিহ্নিতমতে উক্ত গ্রামের চিঠায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। পূজক-ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণ নিয়মিতরূপে দেবালয়ের ও দেব-সেবার কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া পুরুষানুক্রমে ঐ সকল ভূমি ভোগদখল করিবে। কিন্তু কখন দানবিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর বা বন্ধকাদিদ্বারা দায়সংযুক্ত করিতে পারিবে না। তবে কথা এই যে, অশুচি ও বিকৃতমনা ব্যক্তিরা দেবালয়ের কোন কার্য্যনির্ব্বাহ বা ঐ সকল ভূমিভোগের দাবী করিতে পারিবে না। পূজক ও পাচক-ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যগণের মধ্যে দেবালয়ের কাজে কেহ

কোন প্রকার ত্রুটী বা ক্ষতি করিলে মার্জ্জনাযোগ্য অপরাধ তিনবার পর্য্যন্ত মাপ পাইতে পারিবে; চতুর্থবারে কর্ম্মচ্যুত হইবে।

৮। দেবালয়ের বা সাবিত্রী-সরোবরের যখন কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহা করিতে হইবে।

৯। তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ঐ সকল মহলের মুনফা দেব-সেবার ব্যয়বাদে দেবালয়ের সংস্কারাদি বাবদ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা রাখিয়া উদ্বৃত্ত টাকা পারিশ্রমিকস্বরূপ আপন তছরুপাতে আনিতে পারিবে। তোমার অবর্ত্তমানে তোমার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যখন যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ থাকিবেন, তিনিই তখন দেবসেবাসম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। কিন্তু দেবসেবার ও দেবালয় সংস্কারের ব্যয়বাদে উদ্বৃত্ত টাকা সকলে সমানাংশে ভাগ করিয়া লইবেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ কখন হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করেন, তবে তাহাতে তাঁহার কোন দাবী দাওয়া চলিবে না। যে কোন কারণেই হউক, কেহ কখন উপরিউক্ত সর্ত্ত সমুদয়ের কোনটী ভঙ্গ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। শ্রীশ্রী৺ধর্ম্মসাক্ষী, কেহ কোন তফাৎ তঞ্চক করেন, তিনিই তাহার ফলভাগী হইবেন। ইতি সন…তারিখ…।

স্বাক্ষর, শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র।

৩। একখানি পত্র।

পরমারাধ্য পরাৎপর দুস্তর ভবাব্ধি ত্রাণকর্ত্তা পরম পূজ্যপাদ
শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অভীষ্ট দেব
মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

চলিতপত্র জনার্দ্দনগড় রাজধানী হইতে শ্রীপাঠ পুরন্দরপুর।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও ভক্তি-স্তুতি-প্রীতি-সহকারে সেবকানুসেবক শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র সিংহের নিবেদন এই—দেব! ভবদীয় শ্রীচরণানুগ্রহে এ দাসের প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল বিশেষ। পরন্তু পত্রবাহকের হস্তে যে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা শিরোধার্য্য করতঃ পাঠান্তে আজ্ঞা অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হইলাম।

রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী স্বত্বে তদীয় গর্ভধারিণীর পরলোকপ্রাপ্তিতে দারান্তর পরিগ্রহের ইচ্ছা ছিল না, তবে পুত্র মুখাবলোকনে পুন্নাম নরকনিষ্কৃতি এবং পিতৃলোকের জলপিণ্ডের সংস্থান জন্য পারিষদবর্গের ও আত্মীয় স্বজনগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা যে নির্ব্বাহ পাইয়াছে একথা ইতো পূর্ব্বেই আপনার সুগোচর হইয়াছে। যেমন কুসুম মাত্রেই রূপ রস গন্ধের

আধার নহে, খনিতে যে কিছু জিনিষ থাকে তাহাই মণি নহে, যাহাই ঔর্জ্জ্বল তাহাই কলধৌত নহে, শুক্তি মাত্রেই মুক্তার আধার নহে, জটাকমণ্ডলূধারী হইলেই সাধু হয় না, ছন্দ মিলিলেই যেমন কবিতা বলা যায় না, তেমনি রমণী মাত্রেই সংসারের শোভা নহে। গুরুদেব! আপনার এদাস দুস্তর ভবাব্ধির বিষয়াবর্ত্তে পতিত হইয়া নিমজ্জমান। ইহার পরিণাম কিরূপ বিভীষিকাময় তাহা অনুমানেও আসিতেছে না। এজন্য উপস্থিত বড়ই দুর্মনায়মান আছি।

রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীকে অন্তঃপুরে রাখিতে সাহস হইতেছে না। আপনি ভবাব্ধিতারণ; ইহলোকে, পরলোকে ভবদীয় শ্রীপদতরণীর একমাত্র ভরসা করি, তাহার আশ্রয় ব্যতিরেকে এ অধমের গতিমুক্তি নাই। আপনার নিকট কখন কোন বিষয় অপ্রকট রাখি নাই, রাখিবও না। রাজপুত-কুলে, বিশেষতঃ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পক্ষে স্ত্রীরত্ন দুর্লভ হয় না। এই জন্যই পূর্ব্বাপর দেখা যায় রাজ্যেশ্বর মাত্রেই বহুপত্নিক, কিন্তু তাহাতে আমার বাল্যাবধি দ্বেষ আছে। কৃষ্ণার গর্ভধারিণী রমণী-কুলের শিরোমণি ছিলেন। সুবিশাল জনার্দ্দনগড় রাজ্যের আবালবৃদ্ধ বনিতায় তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী। আপনি তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনিও আপনাকে পিতা অপেক্ষা ভক্তি করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার কিছুই অবিদিত নাই।

সাবিত্রী আমার সংসার-মরুর মরীচিকা ছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া রাজ্যভার-বহন-ক্লেশ বিস্মৃত হইতাম। তিনি

আমার সংসারসুখের প্রস্রবণ, জগতের প্রিয়বস্তুর সার। তাঁহার নয়নসুভগা মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে বিচরণ করিতেছে। পরিণয়কালে "যদেক হৃদয়ং তব, তদেক হৃদয়ং মম" বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বাক্য পাঠ করিয়া কে কোন্ দিন সে হৃদয় ভুলিতে পারে। সুতরাং তাঁহার স্মরণার্থ ও তাঁহার স্বর্গার্থ যে কোন অনুষ্ঠান করিয়াছি সে সকলই আমার বর্ত্তমান সহধর্ম্মিণীর সাপত্ন্য দ্বেষ উত্তেজিত করিতেছে। তাঁহার একদূর সন্দেহ যে রাজ্যটা যেন কৃষ্ণার বা তাহার বংশধরদিগেরই হস্তগত হইবে। তাঁহার এই সংস্কার কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছি না। সহস্র প্রকারে প্রবোধ দিয়াছি, সহস্র প্রকারে সান্ত্বনা করিয়াছি; তিনি অপ্রবুদ্ধই রহিয়াছেন, কোন সান্ত্বনাই গ্রহণ করিতেছেন না; উপায় কি,—শুনিলে আপনার শরীর রোমাঞ্চিত হইবে—দুইবার কৃষ্ণার প্রাণনাশের উদ্যোগ হইয়াছিল! কৃষ্ণার জীবন তাহার মাতামহালয়েও নিরাপদ নহে, কারণ আমার বর্ত্তমান শ্বশুর তত্রত্য রাজ্যেশ্বর।

কৃষ্ণা যে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা তাহা আপনি অবগত আছেন। প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিল এই জীবনের কথা বলা যায় না। ইহার অবসানে কৃষ্ণা নিরবলম্ব, কতদিন ইহলোকে অবস্থিতি করিতে পারে। আমি তাহার জন্য সাতিশয় উৎকলিকাকুল। পরিশেষে হিমাদ্রির দুরাক্রম্য গহ্বরের ন্যায় স্থান স্থির করিয়াছি—উহা আপনার পুরন্দর-পুরের পবিত্র আশ্রম। সেখানে আমার কৃষ্ণার কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। আপনার দেবালয়-সংলগ্ন যে বাড়ীটী আছে কৃষ্ণা তাহাতেই অবস্থিতি করিবে।

আমার জ্ঞাতি ভগ্নী শ্রীমতী নিত্যকুমারী দেবী তাহার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সঙ্গে থাকিবেন। তদ্ব্যতীত একটি পাচিকা, চারিটী পরিচারিকা এবং ষোল জন অস্ত্রধারী রক্ষী পুরুষকে পাঠাইলাম। শ্রীপাঠের নিকটবর্ত্তী লাট নিত্যানন্দপুরের উপস্বত্ব হইতে কৃষ্ণার অশনবসনাদি যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সরকার জ্ঞানবুদ্ধি ও বয়সে প্রবীণ। কৃষ্ণকান্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া আপনার উপদেশ মতে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। রাজবৈদ্য বৈদ্যতিলক রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান রামচন্দ্র বিশারদ শ্রীপাঠ পুরন্দরপুরে থাকিবেন। তাঁহার মাসিক বৃত্তি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম, তিনি প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়াহ্নে কৃষ্ণার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পীড়া হইলে চিকিৎসা করিবেন, রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া সন্দেহ হইলে অবিলম্বে রাজধানীতে সংবাদ পাঠাইবেন। প্রার্থনা এই যে এই সকলের উপর যেন আপনার কৃপাকটাক্ষ থাকে।

আপনি জীবন্মুক্ত, সংসারের মায়ামোহে আবদ্ধ নহেন। সাধারণ চক্ষে সকলে তাহা দেখিতে পায় না, বা সামান্য জ্ঞানে বুঝিতেও পারে না। পঙ্কগড়ের ন্যায় পঙ্ক- মধ্যে অবস্থিতি করিয়া আপনি সংসারপঙ্কে লিপ্ত নহেন। দেহীর সুখদুঃখ অবগত আছেন, কিন্তু কোনক্রমে তাহাদের বশীভূত নহেন। আপনার নিকট ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বিবিধ শক্তির প্রাধান্য নাই। এই জগৎসংসার জ্ঞানচক্ষে ব্রহ্মময় দেখিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দে বিভোর আছেন। মাদৃশ ব্যক্তি নিরন্তর ভাগবতী মায়ায় বিমুগ্ধ থাকিয়া অন্ধের ন্যায় সংসারপথে বিচরণ করি-

তেছে। সুতরাং অপত্য-স্নেহের নিতান্ত বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত কৃষ্ণার চিন্তায় আকুল হইতেছি। আপনি আমার অপার সংসার বারিধির একমাত্র সহায়।

যাহাতে কৃষ্ণার জ্ঞানশিক্ষা হয় তাহারও ব্যবস্থা করা আমার অভিপ্রেত। প্রশান্ত জ্ঞানাম্বুধিতীরবাসিনী হইয়া আমার কৃষ্ণা যে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন থাকিবে তাহা কোন মতে কল্পনাপথে আনয়ন করা অনুচিত। আমাদিগের কুলপ্রথা আপনার অবিদিত নাই, ত্রয়োদশ বর্ষের অনূর্দ্ধ বয়সে তাহার বিবাহ হইবে না। এযাবৎকাল কৃষ্ণা কেবল জ্ঞানচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

ইতিমধ্যে একবার সুরধুনী তীর্থস্নান উপলক্ষে কালীক্ষেত্র গমন করিয়াছিলাম। তথায় গোবিন্দপুর নামক পল্লীসমীপে কলিকাতা নামে এক নগর পত্তন হইয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র পার হইতে কতকগুলি শুক্লশরীর পুরুষ বাণিজ্যোপলক্ষে তথায় বসতি করিতেছেন; তাঁহারা স্থানে স্থানে সুধাধবলা অপূর্ব্ব সৌধমালা রচনা করিয়া জাহ্নবীর অসাধারণ সুষমাসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ সূচীকার্য্যসম্পন্ন বস্ত্রাবরণে আবৃত--দেখিলে মনে হয় অধ্যবসায়ের অবতার, শক্তির আশ্রয়, সাহসের ভাণ্ডার, বুদ্ধির বারিধি। এমন জাতি কেহ কখন দেখে নাই, শুনিলাম বাণিজ্যই তাঁহাদিগের জীবন; বাণিজ্যেই তাঁহারা শ্রীমন্ত হইয়াছেন; হিন্দু না হইলেও হিন্দুর শাস্ত্রানুশাসনকেই উন্নতির মূলমন্ত্র করিয়াছেন। হিন্দু তাহা বিস্মৃতি-বারিধির অতলস্পর্শে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ বসিয়া আছে।

এঅঞ্চলে একটা বড়ই জনরব উঠিয়াছে মুর্শিদাবাদের নূতন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই কমনীয়কান্তি বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রসন্ন নহেন, তিনি ইহাঁদিগের উচ্ছেদসাধনজন্য নানা আয়োজন করিতেছেন. কেহ বলিতেছে নবাবের কোপাগ্নিতে ইংরেজ বণিকেরা পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিবে—কোথায় চলিয়া যাইবে। নবাব সাহেব ইংরেজদিগের কুঠীকেল্লা সকলই তোপে উড়াইয়া দিবেন। কেহ বলিতেছেন, ইংরেজ সহজ জাতি নহে, দক্ষিণাপথের তুমুল যুদ্ধে জয়ী হইয়া তথায় অখণ্ড্য প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেখানকার নবাব সুবাদার সকলেই শিখীসমীপবর্ত্তী ভুজঙ্গের ন্যায় নতমস্তক। কলিকাতা ও বাঙ্গালা দেশের অনেক বড় লোকই নাকি ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন. তাঁহারা ইংরেজদিগকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সিরাজউদ্দৌলা বালক,—একে মুসলমানের বড় ঘরের ছেলে, তাহাতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারের আদরের দৌহিত্র,—মাতামহের আমলে যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে, মাতামহ তাহাতে কোন আপত্তিই করেন না, প্রশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা দ্বারা তাঁহাকে মানবাদৃষ্টের সুখের পৃষ্ঠাই দেখাইয়া গিয়াছেন, দুঃখের বার্ত্তা শুনিতে দেন নাই। সিরাজ যখন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখনও তিনি কিছু বলিলেন না, দৌহিত্র কত ভাল ভাল কর্ম্মচারীর সংহারসাধন করিয়াছেন, আলিবর্দ্দি কিছুতেই কিছু বলেন নাই, চিরদিনই তাঁহাকে সুখের সরোবরে সফরীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতে দিয়াছেন। বাল্যকালে সিরাজ শিক্ষার সম্পর্কে আইসেন নাই,—বিলাস

তাঁহার শিক্ষা, ব্যসনই তাঁহার দীক্ষা; সহবাস আবার ততোধিক। তিনি যাহা বলিতেন, পার্শ্বচরদিগের মুখে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতেন। সেই সকল ব্যক্তিই এখন রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা, অসৎপথের সহযাত্রী। তাঁহার নিকট ঔদ্ধত্যই বীরধর্ম্মের সার, বিরুদ্ধবাদীকে তিনি পরম শত্রু জ্ঞান করেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বে মঙ্গলের আশা কোথায়! আলিবর্দ্দিকে অনেকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া থাকেন—কিন্তু সিরাজকে দেখিলে কেহ তাহা স্বীকার করিবে না। দিল্লীর পাতশাহ হীনবল,—বাঙ্গালা রাজ্যে বণিকবেশধারী ইংরেজের লালসা সুগন্ধস্রাবী পক্ক অমৃত ফলের আঘ্রাণে রসনার লালাভিষেকের ন্যায়। এরূপ স্থলে বাঙ্গালা বিহারউড়িষ্যার ভাবী নবাবের শিক্ষা ও চরিত্রবলের দিকে তাঁহার কতদূর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল!

সিরাজের অন্তঃসারশূন্য বীরগর্ব্ব দর্শনে ইংরেজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন হাস্যমুখী বলিয়াই বোধ হইতেছে। উহার সহিত বঙ্গের অদৃষ্টপরিবর্ত্তন ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। রাজবিপ্লবে দেশের উপস্থিত ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী—তাহা কিছুতেই নিবৃত্তি পাইবার নহে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই কিছুকাল অরাজকতার অশান্তি, তাহার আনুসঙ্গিক নানা বিঘ্নবিপত্তি কিছুতেই খণ্ডিবার নহে। তৎসহ আমাদিগের আপনাপন রাজ্যেরও ভাবী অমঙ্গল অসম্ভাবনীয় নহে। আমাদের সে সকল বিষয় চিন্তা করিবার সময় এখন নহে।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সম্বন্ধে একটী কথা বলিবার আছে। শ্রীপাঠ পুরন্দরপুরে তাহার অবস্থিতি সাধারণের নিকট যত অপ্র-

কাশ থাকে ততই মঙ্গল, সে সম্বন্ধে অধিক লেখাই বাহুল্য শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

সেবকানুসেবক
শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র।

৪। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণভাজন
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাবাজীবন
পরম মঙ্গলাস্পদেষু—

চলিতপত্র গড় সুবর্ণপুর রাজধানী হইতে চাকলা বিহারী-পুরের কাছারী।

পরম শুভাশীর্ব্বাদরাসয়ঃসন্তু—বাবাজীবন! তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺স্থানে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ পরং। পরে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী জনার্দ্দনগড়-রাজমহিষী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী সসত্ত্বা বলিয়া প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু বলিতে পারা যায় না জামাতা শ্রীমান্ মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাবাজীবন কি উদ্দেশ্যে আপন রাজকবিরাজ বৈদ্যতিলক রায় মহাশয় দ্বারা উহা রোগবিশেষ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাহা প্রকৃত হইলে আমাদের প্রতিবাদ করা আবশ্যক। শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনীকে

জনার্দ্দনগড়ে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমার অভিপ্রেত নহে। তুমি আমার ভ্রাতুস্পুত্র হইলেও পুত্রবৎ প্রিয়তম, এবং উপযুক্ত মন্ত্রী। তুমি এসময় রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে আমি যৎপরোনাস্তি দুর্ম্মনায়মান থাকি। শুভ সংবাদে অশুভ ঘটনার নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, অতএব কালবিলম্ব করিবে না, পত্রপাঠ কাছারি পরিত্যাগ পুর্ব্বক রাজধানীতে উপস্থিত হইবে, তোমার সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে আমি কোন বিষয়েরই কর্ত্তব্যতাবধারণে সক্ষম নহি। একপত্র সহস্র জ্ঞান করিয়া বিশেষ তাগিদ জানিবে ইতি—

স্বাক্ষর শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ বাহুবলেন্দ্র।

৫। একখানি চিরকুট।

এ অঞ্চলের নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছি, চন্দ্রবংশীয় সৎকুলোদ্ভব সম্বত্তা স্ত্রীলোক মিলিতেছে না। যদিই মিলে পুত্রবিক্রয় কেহ স্বীকার পায় না, পোষ্যপুত্র দিতে রাজি হয়। সে পক্ষে যেরূপ আজ্ঞা হয়।

মন্তব্য—লেখাটী নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের হাতের লেখার মত।

লেখক।

৬। একখানি পত্র।

পরমারাধ্য পরাৎপর দুস্তর ভবাব্ধিত্রাণকর্ত্তা পরম পূজ্যপাদ
শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অভীষ্ট দেব মহাশয়
শ্রীচরণসরসিরুহরাজেষু—

চলিতপত্র বিজয়গড় রাজধানী হইতে শ্রীপাট পুরন্দরপুর।

সংখ্যাতীত প্রণতি ভক্তি-স্তুতি-নুতি-সহকারে সেবকানু-সেবকের কৃতাঞ্জলি নিবেদন, কিয়দ্দিন হইল শ্রীপাঠের কুশলবার্ত্তা অবগত না হইয়া অতল চিন্তাবারিধি-নিমগ্ন রহিয়াছি কৃপা-কণিকা বিতরণে তাহা হইতে উদ্ধার করিবার পক্ষে বিহিত আজ্ঞা হয়।

ভবদীয় শ্রীচরণানুগ্রহে নবাভিজাত রাজকুমার দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উপস্থিত সে, সময়ে সময়ে গৃহপ্রাঙ্গণে দাস-

দাসিগণের সমভিব্যাহারে রাজবাটীর বহির্দ্দেশে গতিবিধি করিয়া থাকে, কখন কখন আমাকেও দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু আপনার আদেশানুসারে আমি তাহাতে সাহসী নহি। অষ্টম বর্ষ* অতীত না হইলে শান্তি স্বস্ত্যয়নও হইতেছে না। আমাকে সর্ব্বদা বড়ই সতর্ক থাকিতে হইতেছে, কি জানি, কখন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তাহা হইলে প্রথম দর্শনজন্য দুরদৃষ্ট, দ্বিতীয় আপনার আজ্ঞাবহেলনজন্য প্রত্যবায়। এজন্য তাহাকে তিন চারি বৎসর কাল আপনার নিকট রাখাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া কয়েক জন রক্ষী পুরুষ, দাস-দাসী এবং

---

* দ্বিমাসস্যোত্তরাদোষঃ পুষ্যশ্চৈব ত্রিমাসিকঃ।
পূর্ব্বাষাঢ়াষ্টমে মাসি চিত্রা ষাণ্মাসিকং ফলং॥
নবমাসং তথাশ্লেষা মূলঞ্চাষ্টৌ সমাস্মৃতাঃ।
জ্যেষ্ঠা মাসে পঞ্চদশে পুত্রদর্শনবর্জ্জিতাঃ॥

প্রমিতাক্ষরায়াং।

উত্তরাত্রয়ে জন্ম হইলে, উত্তরা সংক্রান্ত দোষ দুই মাস কাল ব্যবহৃত হয়, এবং পুষ্যানক্ষত্রে তিন মাস, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে আট মাস, চিত্রা নক্ষত্রে ছয় মাস, অশ্লেষা নক্ষত্রে নয় মাস, মূলা নক্ষত্রে আট বৎসর এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পনর মাস দোষ থাকে। এই সকল নক্ষত্রে যদি কোন বালক জন্মগ্রহণ করে তবে এই সকল নক্ষত্রের দোষকাল পরিমিত সময়ে কদাচ বালককে দেখিবে না। দোষকাল অতীত হইলে শান্তি করিয়া বালককে দেখিবে।

লেখক।

তাহার ধাত্রী শ্রীমতী বিজনকুমারী দেবীকে সঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা যথাসময়ে আপনার নিকট পঁহুছিলে সংবাদ লিখিবার পক্ষে বিহিত আজ্ঞা প্রদান করেন এই প্রার্থনা জানাইতেছি। আর আমার একজন প্রধান আমলাকেও সঙ্গে পাঠাইলাম। সে কুমার প্রভৃতির তথায় থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া আসিবে। সে পক্ষে আপনাকে কোন প্রকার আয়াস সহ্য করিতে না হয়। কুমারের বিদ্যারম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ বিদ্যাশিক্ষার কোন অনুষ্ঠানই এপর্য্যন্ত করা হয় নাই। সে পক্ষে আর উপেক্ষা করা চলিতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে বর্ণজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষার পর ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমস্তই আপনার নিকট শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। ঐ সকল বিষয় শিক্ষা না হইলে কোন মতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত হইতে পারিবে না। পিতামাতাকে পুত্রের পরমায়ুর সহিত তুল্যরূপে বিদ্যার কামনা করিতে হয়। পণ্ডিত পুত্র যেরূপ প্রীতির আস্পদ, আবার অশিক্ষিত হইলে ততোধিক ভীতির আধার। শিক্ষাদোষে মুসলমান রাজবংশে পুত্রের হস্তে সম্রাটদিগের কতই নিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিতে শিক্ষিতের এবং অশিক্ষিতে অশিক্ষিতের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকে। অতএব গুরুদেব আপনি কালত্রয়দর্শী, বিদ্যা-বিভবে অগাধ জলনিধির ন্যায় এবং সুরগুরুর অবতার বলিয়া আপনাকে জানি। আমি শিষ্য বলিয়া নহি, ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলাম, তথায় নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর উপদেষ্টা বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনার শিষ্য পরিচয় দিয়া তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছি; তিনি নবাব সাহেবের নিকট আপনার

অশেষ সুখ্যাতি করিয়া আমাকে তাঁহার পরিচিত করাইয়া দেন। শাস্ত্রী মহাশয় নবাব সাহেবের নিকট আপনার যেরূপ দেবোপম চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন শাষণ্ড আমি চর্ম্মচক্ষে আপনার সেরূপ পবিত্র চিত্র কখন কল্পনাপথেও আনিতে পারি নাই, শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণনা দ্বারা আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আপনি জীবন্মুক্ত—কলিযুগে রাজর্ষি জনকের অবতার স্বরূপ; ইহলোকে বিরাজ করিয়া যে পৃথিবীর শ্রীসৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া রহিয়াছেন একথা সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই মুখে শুনিলাম। শুনিয়া আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল; আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি চিনিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম, কতই আত্মগ্লানি জন্মিল, এবং অজ্ঞানান্ধতা প্রসূত কত পাপই সঞ্চিত হইয়াছে, ভাবিয়া নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। কুমারকে পাঠাইলাম, তাহাই উপলক্ষ মাত্র করিয়া অতি সত্বরই শ্রীচরণ দর্শন দ্বারা ভববারিধি-উত্তরণের তরণী সংগ্রহ করিব।

মুর্শিদাবাদ যাত্রার উদ্দেশ্য এখনও শ্রীপদে নিবেদন করা হয় নাই—প্রায় শতাধিক বৎসর হইতে মধ্যভারতের মহারাষ্ট্র, সাধারণতঃ বর্গী নামে পরিচিত এক দুর্দ্দম জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহাদিগের উৎপাতে দীল্লির পাতশাহ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজস্বের চতুর্থাংশ তাহাদিগকে করস্বরূপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই করের নাম চৌথ। এই চৌথ আদায়ের জন্য তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় এতদঞ্চলে উপস্থিত হইয়া গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতেছে। তাহাদিগের সকলেই প্রায় অশ্বারোহী, যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, অসাধারণ শ্রমশীল, কষ্টসহ, খর্ব্বাকার, দেখিলে বোধ হয় যেন শক্তির সারভাগে

সর্ব্ব শরীর গঠিত; তাহারা শৈব। এরূপ বলশালী জাতি অধুনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহারা হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হয়,—গ্রাম পল্লী নগরাদি প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের ঘরদ্বার ভাঙ্গে,—ঘরের চালে, দেওয়ালে, মেজের মাটীতে যেখানে যে কিছু গুপ্তধন সঞ্চিত থাকে বাহির করে, গৃহস্থের সঞ্চিত শস্য তছরূপ করে, ঘোড়াকে খাওয়ায়, বড় বড় অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া ফেলে। গৃহস্থ ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া জনস্থান ত্যাগ করতঃ পলায়ন করে, কেহ পুষ্করিণী-জলে দাঁড়াইয়া হাঁড়ির নীচে মাথা লুকায়। দুর্ব্বৃত্তেরা বন্দুকের গুলিতে সেই সকল হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহাতেও বহুসংখ্যক লোকের প্রাণনষ্ট হয়। গ্রামে বর্গী প্রবেশ করিলে সকল গৃহই জনশূন্য হইয়া যায়, স্ত্রীপুরুষ পুত্রের স্নেহমমতা ছাড়িয়া পলায়ন করে, জননী বহুপুত্রী হইলে তাহার আর রক্ষা নাই—সকলকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি পর্য্যন্ত ধৃত হইয়া নানা প্রকারে নিগৃহীত হয়, বৃদ্ধ ও স্থবিরেরও নিষ্কৃতি নাই,—লুণ্ঠিত ধনরাশি বহন জন্য গ্রাম ও নগর-বাসিগণকে তাহারা পশুর ন্যায় ব্যবহার করে। অসমর্থতা দেখিলে কশাঘাতে পৃষ্ঠের চর্ম্ম রাখে না। অবস্থাবিশেষে গ্রাম পরিত্যাগ কালে তাহারা অগ্নিশিখায় তাহা ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া যায়। ধানের মরাই, কলাইয়ের গোলা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে—তখন বর্গীরা সে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তর গমন করে। এইরূপে দেশ দারিদ্র্য-দুঃখে দ্রবীভূত হইতেছে; প্রাণরক্ষা দায় হইয়া উঠিতেছে। দেখিলে শুনিলে লৌহের মনও কোমল হয়, মনুষ্যের চক্ষে জল আইসে। এই বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের উপযুক্ত উপায়াব-ধারণ জন্য বঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ রাজা, মহা-

রাজা ও বড়বড় জমিদারেরা মুর্শিদাবাদে সমবেত হইয়াছিলেন। নবাব পূর্ব্বে একবার তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাভূত ও দূরীকৃত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাহাতে নিরুদ্যম হইবার নহে, সুতরাং এইবার তাহাদিগকে কটক প্রদেশ অর্পণ ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা কর স্বীকার করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করাই স্থির হইয়াছে। প্রজাক্ষয় রাজ্যের অমঙ্গলের হেতুভূত বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ই এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদে আর একটী গুহ্যাদপিগুহ্য কথা শুনিয়া আসিলাম তাহা আপনার নিকট কখনই গোপন করিতে পারি না, শুনিলাম শাস্ত্রী মহাশয়ই নাকি বলিয়াছেন যে অচিরকাল মধ্যে বঙ্গদেশে অরাজকতা উপস্থিত হইবে। প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভিক্ষ, প্রজাক্ষয় ইত্যাদি নানা বিভীষিকা ঘটিবে। ইহাতে আমরা সকলেই শঙ্কিত হইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল বিষয়ে বাক্‌সিদ্ধ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে যখন যাহা বলিয়াছেন তাহাই নাকি হইয়াছে। বিধিকৃত নির্ব্বন্ধ কখনই খণ্ডিত হইবার নহে। যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। আমরা সামান্যবুদ্ধি, সহজেই সকল বিষয়ে ভয় পাইয়া থাকি। দৈবের উপর কাহার কর্ত্তৃত্ব নাই। ফলতঃ আপনার শ্রীচরণ-কৃপায় তাহা ভাবিয়া এরূপ দুর্মনায়মান নহি যে আপন কর্ত্তব্যপালনে কখন পরাঙ্মুখ, বা রাজ্যের সুখৈশ্বর্য্যসাধনে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম হইব। সংসারে কেহই নিষ্ফলারম্ভযত্ন হইতে চাহেনা, সকলেই প্রাণপণ করে। মনুষ্যজন্মে মৃত্যু অপরিহার্য্য সকলেই জানে, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ বা জন্মাবধি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহারই অপেক্ষায় থাকে। তবে স্বদেশের দুঃখদুর্গতির

কথায় মনটা স্বতঃই একটু ক্ষুব্ধ হয়। উপস্থিত তাহাই হইয়াছে মাত্র। তদতিরিক্ত কিছুই নহে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

সেবকানুসেবক

স্বাক্ষর—শ্রীসূর্য্যপ্রতাপ সিংহ ধবলদেও।

৭। একখানি পত্র।

মহামহিমান্বিত রাজশ্রীসম্পন্ন শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র মহাশয় বাহাদুর প্রবলপ্রতাপান্বিতেষু—

আজ্ঞাধীন প্রতিপাল্য শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার মোতাইন শ্রীপাঠ পুরন্দরপুর—অধীনের সবিনয় কৃতাঞ্জলি নিবেদন। গত আখেরীর হিসাবান্তে হুজুরাধীন এতদঞ্চলের মহল মজকুরের আদায় তহশিলের সনন্দ লাভের পর অদ্যাবধি হিসাব দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে শ্রীশ্রীমতী রাজকুমারী মাতার নিকট মোতাইনী জমাদার চোপদার প্রভৃতির বেতনাদি হরেক কসমের খরচ বাদে সন সন যে টাকা সদর কাছারীতে পাঠাইতে পারিতাম হাল সন তাহার কিছুই উদ্বৃত্ত হইবে না, বরং নগদ টাকা সদর হইতে

আনাইতে হইবে। শ্রীশ্রীমতী রাজ-কুমারী মাতা হাল সন দশটী কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে কম বেশী দুই হাজার টাকা এবং সাতটী ব্রাহ্মণের বিবাহেও প্রায় ঐ আন্দাজ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি নিজ খরচ কম করিয়া ঐ সকল খরচ সংকুলান করিবার আদেশ দিয়া হুজুরালির স্থগোচর করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু হুজুরালি তাঁহার খরচ সম্বন্ধে আমহুকুম দেওয়ায় অধীন কোন প্রকার ব্যয় সঙ্কোচে সাহসী না হইয়া যথারীতি সমস্তই সংকুলান করিয়াছি। প্রত্যেক খরচের ফর্দ্দে হুজুরের আদেশ মত যথারীতি শ্রীশ্রীপরাৎপর দেবের মঞ্জুরী সহী স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইয়াছে। আখেরীর পূর্ব্বে সেই সকল ফর্দ্দ আদেশ হইলে পাঠাইতে প্রস্তুত আছি। তদ্ব্যতীত বারব্রত ও অন্যান্য দানাদিতেও অনেক অধিক খরচ হইয়াছে। অতঃপর হাল সন যদি শ্রীশ্রীমতী মাতার ব্যয়বাহুল্য হয় সে পক্ষে কর্ত্তব্য কি ওয়াকিব হইবার কারণ হুজুরের স্থগোচর কারণ লিপি করিতেছি হুজুর মালিক নিবেদনমিতি—

আজ্ঞাধীন ভৃত্য

স্বাক্ষর—শ্রীকৃষ্ণকান্ত সরকার।

৮। একখানি পত্র।

ইজ্জতাছার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সরকার

স্নচরিতেষু—

চলিত পত্র জনার্দ্দনগড় হইতে শ্রীপাঠ পুরন্দরপুর মাল-কাছারী—

তোমার পত্র পাঠে সমস্ত অবগত হওয়া গেল। শ্রীমতী রাজকুমারীর খরচ পত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর যেরূপ আমহুকুম আছে তাহাই বলবৎ রহিল। সে সম্বন্ধে কোন মতে সঙ্কোচ করিবে না। কেবল তোমার নিজ সাফাই জন্য এই মাত্র আদেশ হইল যে শ্রীমতী রাজকুমারী যে সকল টাকা নিজ তছরুপাতে আনিবেন তাহার কোন একটা নিদর্শন মাত্র রাখিবে অন্যথা না হয় ইতি— সহী—

৯। একখানি পত্র।

পরমারাধ্য পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয়

শ্রীপাদপদ্মযুগলেষু—

চলিত মাল তহশিল ডিহি বর্দ্ধমান হইতে পুরন্দরপুর।

অসংখ্য প্রণামপুরঃসর নিবেদন—পরম সৌভাগ্য বশতঃ মহাশয়ের সহিত একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতেই কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বকীয় যাবতীয় কলুষরাশি প্লাবনবারিতে আবর্জ্জনার ন্যায় ধৌত হইয়া গিয়াছে। আপনি ইহলোক পবিত্র করিয়া আছেন। আপনার ন্যায় পবিত্র পুরুষ পৃথিবীর পুণ্যজনক। আপনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্—আপনার মন শরৎকালীন সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। যে কখন আপনার প্রসন্ন মূর্ত্তি একবার দর্শন করিয়াছে, তিলার্দ্ধ কাল আপনার সহিত আলাপ করিবার যাহার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সেই চিরকালের জন্য আপনার পদপঙ্কজে মত্ত মধুপের ন্যায় লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। ঐকান্তিকতা সহকারে প্রার্থনা—চিরদিন যেন অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকে। নিজে সংসার-মায়া-মুগ্ধ মানব বলিয়া এরূপ লিখিতেছি, সংসারের লোক আপনার মনরূপমানদণ্ড দ্বারা অন্যের মন মাপিয়া থাকে। সকলের প্রতিই আপনার সমান অনুগ্রহ। আপনার মন হিমাদ্রি সদৃশ উচ্চ, সুতরাং মাদৃশ জনের ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহার পরিমাণ করিতে কুলাইবে কেন।

অদ্য একটী অতি গোপনীয় সংবাদ আপনার নিকট পাঠাইতেছি,—শ্রীমন্মহারাজ রত্নধ্বজ আপনার প্রিয় শিষ্য, এবং আমার পরম বন্ধু। এতদিন আমি জানিতাম না, যেহেতু জানিবার প্রয়োজনও হয় না, যে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী আপনার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছেন। উক্ত মহারাজেরই কোন পরমাত্মীয় ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল-শ্রীযুক্ত নবাব বাহাদুরের নিকট উপরিউক্ত শ্রীমতী রাজকুমারীর

অসাধারণ রূপলাবণ্যের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং তিনি যে আপনার আশ্রমেই আছেন তাহারও সংবাদ দিয়াছেন। বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মুসলমানকুলনাশার্থ যে একটী মূষল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনার অগোচর নাই। সেই স্বকুলঘাতী দুষ্টমতি নবাবের স্ত্রীরত্নে যেরূপ লালসা তাহাও বোধ হয় অবগত আছেন। তাহার রাজ্যকাল এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে কত পতিপ্রাণা কামিনী রত্নশূন্যা শুক্তির ন্যায় প্রাণ হারাইয়াছেন। আলিবর্দ্দি জীবিত থাকিতে থাকিতেই ঈদৃশ অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, আমি শুনিয়াছি বিংশতি জন অশ্বারোহী পুরুষ আপনার আশ্রমে পাঠাইবার অনুমতি হইয়াছে। এখনও তাহারা মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে নাই। এই অবসরে আপনি তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীমন্মহারাজ রত্নধ্বজ মুর্শিদাবাদের অধীন নহেন সত্য, কিন্তু আজি কালি আমাদিগের হিন্দুরাজ্যগুলি যেরূপ বলহীন হইয়াছে তাহাতে মুসলমানেরপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাহস করিতে পারে না। সে যাহা হউক অন্তত: আপনি তাঁহাকে জনার্দ্দনগড়ে পাঠাইয়া দিতে পারিলেও যথেষ্ট হইবে। আপনার আশ্রমে থাকিতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে আমাদিগের সকলেরই বড় মনঃকষ্টের কারণ হইবে। এরূপ বিষয়ে আপনাকে যুক্তি দেওয়া মাদৃশজনের ধৃষ্টতা মাত্র, অতএব মার্জ্জনা করিবেন। দিল্লীর পাতসাহ পূর্ব্ববৎ বলবান্ থাকিলে এতদিন সিরাজ উদ্দৌলাকে কোনমতে বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যায় নবাবী করিতে হইত না। মুসলমান নবাবেরা প্রায় অনেকেই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বপ্রিয় বটে, কিন্তু সিরাজের ন্যায় এপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়;

সে যাহাকে সুন্দরী দেখিয়াছে, তাহারই সতীত্ব আঘাত করিয়াছে শুনা যাইতেছে অচিরে ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিবে, যদি ইতিমধ্যে তাহা ঘটে তবে সকল আপদ মিটিয়া যায়, মহারাজ রত্নধ্বজও যে সে ব্যক্তি নহেন, যাহার মুখে একথা শুনিবেন তাহারই প্রাণ লইবেন। ফলতঃ একটা বিষম হুলস্থূল ঘটিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। এসময় নবাবের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে বহুল প্রজাক্ষয়ের সম্ভাবনা, সৈন্যবল হীন থাকিলে তাহাতে অগ্রসর হওয়া বিধেয় নহে, কেননা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যুদ্ধে পরাভব রাজপুত রাজাদিগের কুলক্ষয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, পরাধীনতাস্বীকার করিয়া রাজপুতের আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই বাঁচিতে সুখী নহে। অতএব সকল দিক্ রক্ষা হয় এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা আপনার ন্যায় সুদূরদর্শী ব্যতীত আর কাহার সাধ্য নহে। অধিক আর কি লিখিব আমি তাঁহার বন্ধু হইলেও নবাবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। সময় থাকিতে এই সংবাদ পাইবার পক্ষে যদি মহারাজের বিন্দুমাত্র সুবিধাও হয় তাহা হইলে আপনি ধন্যজ্ঞান করিব। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল, আপনি সদা আনন্দময় জানিয়াও ভব্যার অনুরোধে মঙ্গলময় ধামের মঙ্গল জানিবার প্রার্থনা রাখি। ভরসা আছে তাহাতে বঞ্চিত হইব না, কিমধিকমিতি—

পদানত ভৃত্য

স্বাক্ষর—শ্রীগোবিন্দকিশোর রায়।

লা.খর ডিহি।

১০। একখানি পত্র।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কুমার আদিত্যপ্রতাপ সিংহ ধবলদেব

সুচরিতেষু—

আদিত্য !

আজি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পরাৎপর গুরুদেব মহাশয়ের শ্রীমুখে শুনিলাম তোমার পিতৃদেব মহাশয় তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। সাত আট বৎসরেরও অধিক কাল আপনার সকলকে ছাড়িয়া তোমার সঙ্গে একত্র ছিলাম, এইবার তোমাকেও ছাড়িতে হইবে, এই ভাবনা যতই ভাবিতেছি, ততই মন শূন্য দেখিতেছি। আর কাহার সঙ্গে সকালে বৈকালে বেড়াইব, ফুলের সময় ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া আর কাহাকে পরাইব, ভাল ভাল পাখীর গান শুনিয়া আর কাহাকে তাহা শুনাইবার জন্য বৃক্ষতলে লইয়া যাইব। আর কাহার গলার সঙ্গে গলা মিলাইয়া "বৌ কথা কও" পাখীর স্বরানুকরণ করিব। কাহার কোলে মাথা রাখিয়া উত্তরচরিতের "সীতার আলেখ্য দর্শন" পড়িব। তুমি আপন রাজ্যে যাইবে,—আত্মীয় স্বজনকে লইয়া

আমাকে ভুলিবে। আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ অভিভাবক বলিতে একমাত্র পিতা বই আর কেহ নাই। ভাই নাই, ভগ্নী নাই, তাহাদের সকলের জায়গায় তোমাকে রাখিয়া সকলের অভাব মিটাইতে পারিয়াছিলাম। কোন অভাবকে মনে আসিতে দিই নাই।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এই মহাবাক্য যাঁহার উক্তি তিনি অতি মহৎ, তিনিই দিব্য চক্ষে জননীর মধুর মূর্ত্তির প্রকৃত রূপ-লাবণ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। মা ছিলেন লোকমুখে শুনিয়াছি, চক্ষেও তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু স্মৃতি তাহা স্বীকার করে না। তাঁহার কৃষ্ণ শ্যাম সুন্দরাদি বর্ণ, শুষ্ক শীর্ণ, স্থূল খর্ব্ব, দীর্ঘ মধ্যম, বা সুঠাম কুঠামাদি গঠনকে মনে আনিতে পারি নাই; কেবল তাঁহার অপার করুণাকে শুভ্রস্বচ্ছ নির্ম্মলনিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি, অসীম স্নেহকে মৃগ, খঞ্জনাদি উপমালাঞ্ছিত নয়নযুগল, শৈশবের আশ্রয়কে মৃণাল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী বাহুদ্বয়, সহিষ্ণুতাকে সুপ্রশস্ত হৃদয়, নিঃস্বার্থতাকে রামরম্ভাগঞ্জিত তরু, এবং কন্যালাভে সুখানুভূতিকে বিকসিত পাদপদ্ম কল্পনা করিয়া আপন হৃদয়মন্দিরে এক অপূর্ব্ব দেবী-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া যথাকথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করি।

আদিত্যপ্রতাপ! আমি চিরদুঃখিনী, ইচ্ছাসত্ত্বে পিতাও আমার দর্শন সুখভোগে বঞ্চিত আমি এরূপ হতভাগিনী। তোমার কাছে থাকিতে পাইয়া আমি সকলই যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যে দুঃখ নিয়ত ভোগ হয়, ক্রমশঃ তাহার গুরুত্ব ঘুচিয়া যায়, কালক্ষয়ে এতদিন যে দুঃখ ভুলিয়াছিলাম, আজি তাহা সহস্র

গুণ বৃদ্ধি পাইতেছে, তোমার সুখসঙ্গ আমার অমৃতাভিষেক তুল্য

আমার পিতৃদেবও আমাকে এখানে রাখিতেছেন না, শুনিতেছি তিনি তীর্থযাত্রা করিবেন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহার পরে কোথায় থাকিব, কি হইব, তাহার কিছুই জানিতেছি না। সুতরাং তোমার পুরন্দরপুর পরিত্যাগই যে উপস্থিত দুঃখের কারণ তাহা নহে। দুদিন পরে আমারও পুরন্দরপুরের অন্নজল ফুরাইবে। আর কখন এ সুখের ভূমি, শান্তির আশ্রমে যে জুড়াইতে পারিব, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অদৃষ্টে কি আছে জানি না, এই পুরন্দরপুর পল্লী থাকিবে, এখানকার তরঙ্গায়িত বারিধিবক্ষবৎ উন্নতাবনত ভূধরমালা সকালেসন্ধ্যায় সুবর্ণময় সৌরকর অঙ্গে মাখিয়া কলকণ্ঠ বিহঙ্গমধ্বনিতে আমাদিগের মত কত লোকের চিত্তবিনোদ করিবে; সরোবরের সোপানশ্রেণীতে আমাদিগের মত কত লোক আসিয়া বসিবে, তাহারা সলিলকণবাহী প্রফুল্ল-কমলদল-সংসর্গ-সুরভি-বনবাত সেবনে শরীর ও মনের জ্বালা জুড়াইবে, সায়ংকালে শ্যামায়মান অরণ্যের স্থানে স্থানে পল্লবরাগ-তাম্র সৌরকর খণ্ডিতকল-ধৌতের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বনভ্রমণকারিগণের চিত্তপ্রসাদ জন্মাইবে। আবাস-বৃক্ষোন্মুখ বিহঙ্গমকুল এইরূপে অন্তরীক্ষপথে চিরদিন উড্ডীন হইবে। দিবাবসানোৎসুক-বাল-বৎসা-ধেনু গৃহস্থের গৃহাশ্রমাভিমুখে ধাবিত হইবে। পথিকেরা কত দিন নিস্তব্ধ নিশাকালে সরসী তটাহত বীচিরবে প্রেতাত্মার আবির্ভাব মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইবে। রজতনির্ম্মিলা তটিনীটীও শ্রুতিরঞ্জন কুলকুল শব্দে নিদ্রাভঙ্গ

পিপাস্থ পথিকের মনে ফলবতী আশার উদ্রেক করিবে—সাঁওতাল রমণীগণের কলসী ভাসাইয়া তাহাদের সহিত কৌতুক করিবে, তটলগ্ন মউল, মালতী, মাধবী প্রভৃতি তরুলতিকা স্বষ্ট কুসুমাঞ্জলি দ্বারা স্নাতকের অর্চ্চনা করিবে; নৈকটিনী বনস্থলীমধ্যে মৃগয়াশ্রম-কাতর রাজকুমারেরা তমালমূলে উপবেশন করিলে শিখীশিশুরা অপরিচিত রাজকুমারদিগের অঙ্গে উড়িয়া বসিবে; কুরঙ্গশিশুরা ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্রাম-প্রয়াসী পথিকের গাত্রে গাত্র ঘর্ষণ করিবে। প্রকৃতি সকলকেই আপনার সরলতাময়ী মূর্ত্তি দেখাইয়া নগরের শিল্পসঞ্জাত শোভার মনোহারিতায় ধিক্কার জন্মাইবে। কিন্তু তাহার এই মহামূল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ আমাদিগের অদৃষ্টে ফুরাইল, আমরা, আমাদিগেরই কেন বলি, তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে, মৃগয়া তোমার বিলাস, ইচ্ছা হইলেই বনভ্রমণের অমূল্য সুখভোগ করিবে, আমার একবারে ফুরাইল ;—তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার সুখের কথা শুনিলেও সুখী হইব, তাই বা কেন। হয়ত এমন সময় আসিতে পারে যখন আমরা এই স্থানে মিলিত হইব, তখন এই ভূধরমালা এই সরোবর, সকলই থাকিবে, এই সংসারে যে কোন ঐশ্বর্য্য সকলই মিলিতে পারিবে, কিন্তু এই তুমি ও এই আমি আর থাকিব না। যাহা যায়, তাহা আর আসে না, যাহা আসে তাহা আবার থাকে না। সংসার আসা যাওয়ার স্থান, থাকিবার স্থান নহে, এখানকার যাহা কিছু সমস্ত আসা যাওয়ারই জন্য,—সুতরাং আক্ষেপ আর্ত্তনাদ বিফল; এখানে সকলেই আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া আসিবামাত্রই যাওয়া অথবা আসার কাজ না করিয়াই যাইতে ইচ্ছা কে করে ?

কিন্তু যাহারা আসা যাওয়া করিতেছে—তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে তাহা হয় না—, যে সূত্র অবলম্বনে আসিতে হয়, সেই সূত্র অবলম্বনেই যাইতে হয়, সেইসূত্রের আদি অন্ত একই সময়ে কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, হইবারও নহে,—ভবিষ্যৎ ঘোরা তমস্বিনী অপেক্ষাও অন্ধকারাবৃত; অন্ধকারে কি আছে কে বলিতে পারে—, বর্ত্তমান আলোকময় চক্ষে দেখিতেছি, এখন আমাদের সেই বর্ত্তমান হাতে আছে, ভবিষ্যৎ আসিতেছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাই একবার ইচ্ছা করিতেছি তোমাকে ভাল করিয়া দেখিব, আর মনের সাধে কাঁদিব,—কিন্তু সে কান্নায় তুমি কাঁদিতে পাইবে না—কাঁদিলে, আমার কান্নার সাধ মিটিবে না। কাঁদিতে হয় পরে কাঁদিও,,—এখানে একবারও একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে পাইবে না। দেখো—এই পত্রের কথা যেন কেহ জানিতে না পারে—তুমি জানিলে আর আমি জানিলাম, অপরকে না জানাইবার জন্য আপনি আসিয়া তোমার শয়নকক্ষে পত্রখানি রাখিয়া চলিলাম।

তোমার অনুগৃহীতা।

স্বাক্ষর—শ্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী।

১১। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবী
চিরায়ুস্মতিষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন মিদং—কৃষ্ণা, আজি সাত আট বৎসর তোমাকে মুখে যেরূপে সম্বোধন করিয়া আসিতেছি, আজি লেখাতেও সেই রূপ সম্বোধন করিতেছি, বোধহয় ইহাতে তুমি কিছু মনে করিবে না। অষ্টম বর্ষকাল পর্য্যন্ত আমার মুখদর্শনে, পিতৃরিষ্ট ছিল বলিয়া পিতৃদেব আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বোধহয় তুমি আমার মুখে অনেকবার শুনিয়াছ। সেই আট বৎসরের উপরও প্রায় আট বৎসর যায় যায় হইয়াছে, তথাপি পিতাপুত্রে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই। তোমার মাতা না থাকায় তুমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, পিতাসত্ত্বেও আমি পিতৃসম্বোধনে বঞ্চিত। আমার আশা আছে, সান্ত্বনা আছে, তোমার তাহা নাই। পিতৃমাতৃস্নেহ স্বর্গীয় সামগ্রী। কিছুতেই এরূপ প্রীতি বা পবিত্রতা নাই, বিশেষতঃ বাল্যে। মাতৃহীনতা প্রযুক্ত তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা স্বাভাবিক। মাতৃস্নেহের ক্ষতি কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে, তবে তোমার পিতৃস্নেহের পরিসীমা নাই, ইহাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হইবে। ভগবান সকলকে

সকল রকমে সুখী করেন নাই,—সংসারের সর্ব্বত্রই ত্রুটী দেখিতে পাইবে। পূর্ণতা কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ ভিন্ন আর কিছুতেই নাই।

কৃষ্ণা, তুমি কি বুঝিতেছ না তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার কি কষ্ট হইতেছে! সংসারে সম-বয়সীর মধ্যে তোমারই সহিত প্রথম পরিচয়,—সমবয়সী বলিয়া আমি তোমাকে জানি, তুমি আমাকে জান। বাহিরের কাহার সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা নাই। সুতরাং মানব-মনে যেকোন্ ভাবের সত্তা আছে বা থাকিতে পারে, তাহা সমান ভাবে উভয়েরই মনে জন্মিয়াছে, উভয়েরই মনে সমান ভাবে পরিপোষিত হইয়াছে। তুমি যেদিন যখন যাহা দেখিয়া হাসিয়াছ, আমিও সেদিন তখন তাহা দেখিয়া হাসিয়াছি; যেদিন যখন যাহা দেখিয়া কাঁদিয়াছ তাহা দেখিয়া কাঁদিয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয় কাঁদিতে বড় হয় নাই, হাসিতেই আমাদের এই সুদীর্ঘকাল কাটিয়াছে। মনে কর দেখি প্রায় দশ বর্ষকাল! তাহাও আবার জীবনের প্রথম সময়ে—একত্র ভোজন, একত্র উপবেশনে, একত্র ভ্রমণ একত্র অধ্যয়নে, উভয়েরই এক ধ্যান, এই ধারণা। এই সকল অপেক্ষা একপ্রাণতা শিখাইবার জন্য সংসারে আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না—কতদিন, কতবার পরস্পরে পরীক্ষা করিয়াছি—কে কত কার মনের কথা বলিতে পারে—তাহাতে জিতিয়াছে কে? তুমি—না আমি? দুজনেই প্রায় সমান গিয়াছে। একবার কেবল আমি কি মনে করিয়াছিলাম বলিতে পার না। সে আর অপর কোন্ কথা? যখন তোমার তের বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়, সে সময় গুরুদেব একবার জনার্দ্দনগড় যান, আসিতে

দেরি হয়— আমি ভাবিতেছিলাম গুরুদেব এবার কৃষ্ণার বিবা-হের একটা পাকাপাকি না করিয়া আর আসিতেছেন না, তোমাকে জিজ্ঞাসিলাম "বল দেখি কৃষ্ণা! আমি কি ভাবিতেছি" তুমি বলিলে "কত দিনে তোমার বিবাহ হইবে এই ভাবিতেছ।" মনের কথা বলিবার জন্ত তুমি স্পর্দ্ধা করিতে, বাজি রাখিতে— বাজি রাখিয়া অনেকবারই জয়লাভ করিতে, আর আমি আপনার রাজ্যে গিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাইব, এই ধারণা করিয়াছ—ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য কি আছে! বুঝিতেছি ভাবী দুঃখের চিন্তা তোমার বিবেককে আচ্ছন্ন করি-য়াছে। তাহাতে তুমি আত্মহারা হইয়া যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়াছ। তোমাকে আমার ভুলিয়া যাওয়া কতদূর সম্ভব তাহা তুমিই স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে। সে জন্ত তোমাকে আর কত লিখিব,—এই বিশ্বজননী-মায়া যে দিন আপন প্রাধান্ত হারাইবে, সে দিন আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব, নতুবা নহে। আমার এই কথার সার্থকতা তুমি সত্ব-রেই বুঝিতে পারিবে। মনে করিবে আমি তোমার কাছেই আছি; যত ইহা মনে করিবে, ততই আমাকে কাছে দেখিতে পাইবে, আর যত ভাবিবে আমি দূরে আছি, দূর ভাবিতে ভাবিতে আমি ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকিব; কালক্রমে এতা-ধিক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িব যে পার্থিব যাবতীয় অত্যধিক দূরবর্ত্তী সামগ্রীর সহিত মিশাইয়া, তোমার স্মৃতির অতীত পথে চলিয়া যাইব। এইরূপ ধ্যান ও ধারণা থাকিলে সমস্তই বজায় থাকিবে —এই আমি এই তুমি যে কয় দিন আমরা আছি ভুলিব না। পুরন্দরপুরের তরুশিশু বড় হইয়া প্রকাণ্ড শাখা ধারণ করিবে—

বড়গাছ বুড়াইবে, বুড়া গাছ শুকাইবে, সরোবর বিলীনপদ্ম ও সান্দ্র-বিমর্দ্দ-কর্দ্দম হইবে, সোপান শ্রেণী ভগ্ন হইবে, কানন নগর হইতে পারিবে; ভূধর ভূতল-শায়ী হওয়াও অসম্ভব নহে; তথাপি এই তুমি—এই আমি ভুলিব না। কৃষ্ণা এ সংসার অপূর্ব্ব প্রহেলিকা পূর্ণ। এ ধাঁ ধাঁ জ্ঞানীর জ্ঞানচক্ষুকে ধাঁধিয়া দেয়। আমরা বিজ্ঞানবিমূঢ় আমাদেরত কথাই নাই। সংক্ষেপতঃ তুমি এই মনে রাখিও যেখানেই থাক, সময়ে সময়ে আমাকে দেখিতে পাইবে। ইহা প্রবোধ বাক্য নহে—প্রতিজ্ঞা বাক্য। আর অধিক কি লিখিব। তুমি প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় নও, তোমার শিক্ষা আছে, সহ-জেই সকল কথা বুঝিতে পার, তবুও তোমাকে উন্মত্তের অপলাপ বাক্যের স্তায় কতই লিখিলাম,—ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে তুমি সবই সহজে বুঝিতে পারিবে। কিমধিক মিতি।

একমাত্র তোমারই

স্বাক্ষর—শ্রীআদিত্য প্রতাপ সিংহ।

১২। একখানি পত্র।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় ভবাব্ধি ত্রাণকর্ত্তা
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী পরাৎপর অভীষ্টদেব
মহাশয় শ্রীপদ রাজীবেষু

চলিত পর জনার্দ্দনগড় রাজধানী হইতে শ্রীপাঠ পুরন্দরপুর।

যথাবিহিত ভক্তি প্রীতি ও প্রণতি সহকারে সেবকানুসেবকের নিবেদন—কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীপাঠের কুশল সংবাদ পাইয়া উদ্বেগপ্রবণ মনের অনেকটা শান্তি জন্মিয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সর্ব্ব মঙ্গলময় সমীপে অবস্থিতি করিয়া যে অসুখে থাকিবে ইহা কল্পনা পথে আনয়ন করাই মোহের কার্য্য। কি করি—অপ্রবুদ্ধ মন কিছুতেই তাহা বুঝেনা।

দেব, মানব মনের গতি বড়ই দুরভিগম্য—আপনার মন আপনিই অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না। নভো-মণ্ডলে তোয়োৎসর্গ-স্তনিত-মুখরা মেঘমালার ন্যায় ইহাতে নিয়তই বিপদের বিকট মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। জানি না অদৃষ্টে কখন কি ঘটিবে। মহিষীর পিতৃবন্ধুগণ তাঁহার পিতাকে লইয়া কতই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছেন। এরূপ করিবার কোন

কারণই উপলব্ধি হইতেছে না। সংসার অভাবনীয় রহস্যের লীলা-ক্ষেত্র। মনই সেই রহস্যের রচয়িতা, মন আপনাকে দেখিয়া পরকে চিনিতে চাহে, নিজ মূর্ত্তি দেখিয়া পরের মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে যায়। এ বড় বিষম কথা। দুর্ব্বল বলিয়া আপনা-কেই বিশ্বাস করিতে শিখে না, পরকে কিরূপে চিনিবে। যায়া মোহজীর্ণ মনের দুর্ব্বলতার কথায় কাজ কি—উহা আকাশে উদ্যান রচনা করে, তাহাতে কুসুম শোভা দর্শন করে। মদীয় পিতৃকুলে সকলকেই প্রায় সেইরূপ দেখিতেছি। ইহাতে যতটা বিস্ময় বৃদ্ধি পাইতেছে শঙ্কাও ততোধিক হইতেছে। কি জানি কোন্‌দিন রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আমার প্রাণ-নাশের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়েন। ললাটলিপি কাহারও জ্ঞান গোচর নহে। কেহ কেহ নিয়তি প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বলেন "ললাটলিপার কথা" নিশ্চেষ্ট কাপুরুষগণেরই কল্পনাপ্রসূত। উদ্যোগী পুরুষসিংহেরা উহার প্রাধান্য স্বীকারকে ভীরুতার পরিচায়ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। কিন্তু সামান্য বুদ্ধিতে এইমাত্র বুঝি যে উদ্যোগের প্রাধান্য বলবৎ হইলেও তাহার সহিত দৈবের কৃতিত্ব প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। নিয়তি সকল কার্য্যের নিয়োক্ত্রী পুরুষকার তাহার অনুবর্ত্তী। অগত্যা নিয়তির প্রাধান্য না স্বীকার করিলে চলেনা। নিয়তিই মনুষ্য-জীবনের গুপ্ত রহস্য। সে রহস্য কাহারও ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই। থাকিলে মনুষ্য জীবন এত দুখময় হইত না। সে দুঃখেকেহই অব্যাহত নহে।

যৌবনের বলবুদ্ধিভরসা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। জরা সম্মুখীন; সময়ে সকলেরই ক্ষয় ব্যয় ও লয় আছে—

যে কেহ জন্মিয়াছে তাহাকেই জরামরণাদির ও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ-ত্রয়ের অধীন হইতে হইয়াছে, শরীরীমাত্রেই শোকমোহাদির সন্তাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত, ইহলোকের সম্বন্ধসংস্রব সংস্রগুণে পরিত্যজ্য হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে অপাঙ্গে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। চক্ষু দেখে না, কর্ণ শোনেনা, চরণ চলেনা, দেহের মাংস গলিত, দন্ত পতিত, রসনা স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত, ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শশক্তি শিথিল, মনুষ্য জন্মের কোন সাধই মিটিতে বাকী নাই—সংসারে যে কিছু নূতন ছিল সকলই পুরাতন হইয়াছে। ইহাতে হাসিবার হাসাইবার, কাঁদিবার কাঁদাইবার যাহা কিছু ছিল সকলই ফুরাইয়াছে, হাসাইয়া কাঁদাইয়া হারি মানিয়াছে, শ্রবণের কোন স্বর শুনিতে বাকী নাই, চক্ষের সকল দৃশ্যই পুরাতন, রসনার কোন রসই অনাস্বাদিত নাই, কোন ঘ্রাণই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নূতন নহে, মন সুখের তরঙ্গে ভাসিয়াছে, দুঃখের আবর্ত্তে ডুবিয়াছে। তবু মরিবার নামে শরীর শিহরে। মরিলে ইহলোকের সম্বন্ধ ঘোচে—আমার আমিত্ব ইহলোক লইয়া—ইহলোকেই আমাকে আমি করিয়াছে তাই আমি আছি বা আমি হইয়াছি, যত দিন ইহলোকে আছি, তত দিন আমি আছি, তত দিনই এই সৌরকরোদ্ভাষিত কুসুম-কুন্তলা-বসুধার সুষমা-দর্শনে চক্ষু জুড়াইতে পাই, জ্যোৎস্না-দুকূলা-যামিনীতে বনস্থলীর বিহঙ্গরব শুনিয়া বিভোর হই, প্রকৃতির পালিত পুত্রের ন্যায় সকল সোহাগ ভোগ করিতে পাই, পুত্র কন্যা কলত্রাদি আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতায় গলিয়া যাই—অনন্ত-দুঃখের অতলস্পর্শে ডুবিয়াও আমার ভাবিয়া অধীর হই। এই আমি—এই আমার" এ সম্বন্ধ

কেবল ইহলোক লইয়া—ইহলোক ছাড়িলে ইহা থাকিবে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, শতাব্দির পর শতাব্দি, কোটী কল্পাব্দ চলিয়া যাইবে—আমি আর এখানে আসিব না, এ সম্বন্ধ আর ফিরিয়া পাইব না। এই জন্যই মরিবার নামে মনুষ্য ম্লান হয়। কোটীকোটী কুটীরবাসী, লক্ষ লক্ষ ছত্রধ্বজ ইহলোকে আসিয়াছে "আমি আমার" এই ভাবে বিভোর হইয়া বিষয় মৃগতৃষ্ণিকায় ভুলিয়াছে, অমর হইবার জন্য মথাগ্নিতে মস্তক আহুতি দিয়াছে—তথাপি তাহাদের অব্যাহতি হয় নাই। পান্থধর্ম্মী মানবের যখন ইহলোকে ইহাই নিয়তি, তখন তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই শ্রেয়ঃ। "আমি আমার" এই ভ্রমে ভুলিতে আর ইচ্ছা হয় না। জীবন সন্ধ্যার সূর্য্য অস্তাচলে যাইতেছে, সময় শেষ হইয়া আসিতেছে। চিত্তের অব্যবস্থিতি প্রযুক্ত কিসে শান্তি, কিসে অশান্তি স্থির করিতে না পারিয়া শাস্ত্রবাক্য মহাজনের পন্থাবলম্বনে ইচ্ছা হইতেছে, এ অবস্থায় তীর্থ বাস কর্ত্তব্য ভাবিয়া যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ইতিপূর্ব্বে আপনিও তীর্থদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতএব তাহা জানিতে ইচ্ছা করি,—আপনার গমন অবধারিত হইলে কৃষ্ণাকে কোথায় রাখিয়া যাইব, সঙ্গেই লইবার স্থির করিয়াছি।

অল্প দিন হইল সুবর্ণগড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে একটী নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তত্রত্য "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" মহাশয় বলিয়াছেন কিয়দ্দিনের জন্য, কুমারের পিতৃরিষ্ট আছে, সুতরাং আমার পুত্রদর্শনে বিশেষ আপত্তি উঠিয়াছে। বৈদ্যতিলক যে বৃথাগর্ভ বলিয়াছেন, গর্ভের কোন লক্ষণই যে প্রকাশ

পায় নাই, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই। বৈদ্য-তিলক ধন্বন্তরীকল্প চিকিৎসক। আয়ুর্ব্বেদের শারীর সূত্র ও বিমান স্থান সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে।

প্রণত ভৃত্য

স্বাক্ষর—শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ।

১৩। একখানি পত্র।

পরম মঙ্গলাস্পদ

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রত্নধ্বজ সিংহ

বীরনরেন্দ্র বাহাদুর কল্যাণাস্পদেষু

চলিত পত্র পুরন্দরপুর হইতে জনার্দ্দনগড় রাজধানী।

———]

পরমশুভাশীর্ব্বাদ রাসয়ঃ সন্তু

বৎস রত্নধ্বজ! তোমার মঙ্গল নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি,

তাহাতে অত্রানন্দ পরং। তোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। বুঝিলাম তোমার মন বড়ই বিচলিত হইয়াছে। সংসারচক্রের চঞ্চল পরিক্রমণে প্রাকৃত লোকেরই এরূপ হওয়া সঙ্গত, তোমার মত জ্ঞানবানের পক্ষে কখন শোভনীয় নহে। নৈদাঘ দিবার অবসানকালে যে বায়ুপ্রবাহ বৃক্ষলতাদির নব কিশলয় আন্দোলিত করিয়া থাকে, তাহাতে হিমাদ্রির শৃঙ্গ কখন কম্পিত হইতে পারে না। তুমি বুদ্ধিমান ও বিবেচক, সামান্য কারণে তোমার চিত্তবৈকল্য জন্মিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়, সিংহ কখন শৃগালভয়ে গিরিগুহা আশ্রয় করে না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, সহিষ্ণুতা বিপদবারিধি উত্তরণের এক মাত্র সহায়। যাহা লিখিতেছি তাহা পাঠ করিয়া ধীর চিত্তে তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ কর, ব্যাকুলতা পরিহার কর, কোনমতে আত্মহারা হইও না, সুবিজ্ঞ কর্ণধার হইয়া সামান্য ঝটিকাবর্ত্তে অস্থির হইও না, ধীরভাবে বহিত্র পরিচালনা কর, নিরাপদে তীর পাইবে, অস্থির হইলে, বুদ্ধি হারাইলে, বিপদ তোমাকে পরাভূত করিবে। যে যে বিষয় লিখিয়াছ সেই সেই বিষয়ের যথোচিত উত্তর প্রদত্ত হইতেছে প্রণিধান পূর্ব্বক মর্ম্মাবগত হইয়া কার্য্য করিবে।

মানবমন চিন্তার লীলাক্ষেত্র, কল্পনার বিলাসভূমি সত্য, সতত চঞ্চলও বটে, শাস্ত্রিক কথার উল্লেখ করিব না, কেবল মাত্র যুক্তি দ্বারাই তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব, কেন না শাস্ত্রানুশাসন এখন তোমার মনে যে প্রাধান্য লাভে সমর্থ হইবে না, স্পষ্ট তাহা বুঝিতে পারিতেছি। মানুষের মন অস্থির বলিয়া নানা সময় নানা ভাব ধারণ করে, একটির সহিত অন্যটীর সাম-

প্রশ্ন্য থাকে না। বনের পশু বনে থাকিলে যে রূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে থাকে, মনুষ্যের মনও ঠিক সেইরূপ। পশুদের কোনটী হিংস্র, কোনটী নিরীহ, কোনটী দুর্দ্দম, কোনটী ভীরু, কিন্তু কোনটীই উচ্ছৃঙ্খল বই সুশৃঙ্খল নহে। তাহার কারণ তাহাদের ব্যবহার যথেচ্ছ বলিয়া,—তাহারা শাসন মানিতে শিক্ষা করে না। যদি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সংযত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শোণিতপিপাসু সিংহশার্দ্দূলাদি শ্বাপদও হিংসা রোষ ও ভীষণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, সংযম-গুণে শোণিতস্বাদে প্রবৃত্তি থাকে না। তাহাদের পশু-ভাব দূরীভূত হয়। সেরূপ হইলে অনেক মানুষের মাথা হেঁট হয়। সংযমই মনের সুশিক্ষা, সংযমের মত শিক্ষা আর নাই। যে মন বিবেকের বশীভূত সে মনে অশান্তির আশঙ্কা কোথায়—তাহা সুখ ও শান্তির চির নিকেতন, দেবগণেরও বাঞ্ছনীয়; দুশ্চিন্তার পক্ষে তাহা দুর্ভেদ্য দুর্গ। কুসুম-কোমলা কবিতার লাবণ্য-ময়ী লীলা ব্যতীত তাহাতে বিলাসব্যসনা কল্পনার খেলা থাকে না। মনের মহৎ ভাব থাকিলে মানব মরজগতে দেবতা, আর অধিক কি বলিব। মনুষ্যের মন পললময়ী মৃত্তিকা অপেক্ষাও উর্ব্বর, কৃষিকৌশলের অভাবে উহাতে ফলপুষ্পহীন লতাগুল্মের সমাবেশ,—আর কৃষির গুণে উহা সুবর্ণপ্রসূ। তুমি চির-দিন বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াও উপস্থিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, মন সংযত কর। কুচিন্তাপ্রসবিনী ভ্রান্তির ক্রীড়নক হইয়া সু-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছ না; বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার ময় বারিধিবক্ষে কর্ণধারগণ ধ্রুবতারা দর্শনে যেমন দিঙনির্ণয় করিয়া আপন গন্তব্য পথে পোত চালনা করেন, মনুষ্যের বুদ্ধি

কলুষিত হইলে তদ্রূপ বিবেকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে কোন বিপত্তির শঙ্কা থাকে না।

অদৃষ্টবাদের উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছ তাহাই ঠিক; অদৃষ্ট ব্যতীত পুরুষকারে প্রবৃত্তি জন্মে না। অদৃষ্টবাদে যখন বিশ্বাস আছে, তখন জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া থাকিতে পার না। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলই ইহ-জন্মের অদৃষ্ট। সংসারে সমস্তই অকিঞ্চিৎকর ও অবাস্তব তুমি আমি কেহই নহে, কিছুই নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া চেষ্টা ও কর্ম্ম শূন্য হইবে না—কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য—অতএব তাহা করিতেই হইবে, তাহার ফল চিন্তায় বিরত হইবে। সংসারে কর্ম্মফল যদি মানবের জ্ঞানগোচর হইত তাহা হইলে সংসার যে কতদূর বিশৃঙ্খল হইত বলা যায় না। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের গুপ্ত রহস্য। যদি ইহা মনুষ্যের জানিবার উপায় থাকিত তাহা হইলে মায়ার প্রাধান্যলোপ হইত। মায়াই উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া মানব তাহা দেখিতে পায় না, সুচতুর বিশ্বস্রষ্টার ইহাই অপূর্ব্ব কৌশল ইহা সামান্য জ্ঞানের গোচর হইলে, তাঁহার সকল কৌশলই ব্যর্থ হইত।

মানব বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া জীবনকে নশ্বর জানিয়াও জরা-জীর্ণ দেহভারবহনে কাতর নহে, সংসারের সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া, দুঃখের আবর্ত্তে নিমজ্জমান হইয়া, সকল রকম অবস্থার স্বাদ গ্রহণ করিয়াও যে অধিকতর দীর্ঘ জীবনের কামনা করে, জীবনে কিছু নূতন না থাকিলে সংসারচক্রের নিয়ত পরিক্রমণ সুখদুঃখের পর্য্যায়ভোগ বই আর কিছুই নহে। এতদু-ভয়ের প্রকারান্তর ভোগ পুরাতন হইলেও যে তাহাতে বিতৃষ্ণ না হইয়া বরং সমধিক তৃষ্ণার্ত্ত হয়, আশার আশ্বাসে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত

হইলেও যে তাহাতে ক্ষান্ত নহে; জীবন চিরস্থায়ী নহে, মৃত্যু অপরিহার্য্য, অন্তিম উপস্থিত দেখিয়াও যে জীবনের মমতা ত্যাগ করে না সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মাতৃগর্ভবিনিঃসৃত হইয়া মানবের যে দিন হইতে "আমি আমার," এই জ্ঞানের উন্মেষ হয়, সেই দিন হইতেই সে তাহা ভুলিতে না পারিয়া বৃথা মায়ায় বদ্ধ হইয়া সংসারকে "আমার আমার" করিয়া অস্থির হয়, কিন্তু সংসার কাহার নহে। "আমি আমার" এই জ্ঞান জীবনের সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহাই বিশ্ববিমোহিনী মায়ার শক্তি—এই শক্তির প্রাধান্য কাহার লোপ করিবার ক্ষমতা নাই। মানব সংসারে আসিয়া যাহা কিছু করে, পার্থিব বিষয়বিভব থাকিলে তো কথাই নাই, না থাকিলেও পুত্রকন্যা আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি আসক্তি যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই তাহার বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না। সংসারে যাহা কিছু পুরাতন তাহাই জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যজ্য, কিন্তু মানবের সংসারাসক্তি তাহার বিপরীত, সংসার যতই পুরাতন হইতে থাকে, তাহাতে আসক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। পুরাতন হইলে সকলই ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, হয় না কেবল জীবন। সে যে কিছু সকলেরই পক্ষে তাহা নহে, অনেকেরই পক্ষে বটে—নয় কেবল অল্পের পক্ষে। যাঁহার বিশ্বাস আছে যে এই জীবনের সহিত ইহলোকের সমস্ত সংস্রব ঘুচিলেও আমার অস্তিত্ব ফুরায় না, তাঁহারই কেবল মৃত্যুকে ভয় থাকে না।

তুমি একস্থলে এরূপভাবে লিখিয়াছ যে ইহলোকান্তে কি হইব, কোথা যাইব, যখন তাহার কিছুই স্থির নাই, তখন ইহলোকে যতদিন থাকি ততই মঙ্গল। জন্মান্তর সম্বন্ধে নিশ্চয় নাই।

তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস বিস্ময়কর। কখন দেখিতেছ একই মাতাপিতার গর্ভৌরস সম্ভূত পুত্রের কেহ সৌধ-শিখরবাসী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আবার কখন দেখিতেছ কেহ পর্ণাচ্ছাদিতকুটীরবাসী—উদরান্নের জন্য লালায়িত। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মসূত্রই বল, অনুকূল ঘটনা প্রাধান্যই স্বীকার কর, বা তাহাকে অদৃষ্ট বলিয়াই মানিয়া লও, সে যাহাই কিছু হউক তাহারই প্রাধান্যে কেহ মণ্ডলেশ্বর অবার কেহ বা ভিক্ষোপজীবী। ইহাতে পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মেরই পূর্ণ প্রাধান্য জানিবে। ইহজন্মের কর্ম্ম পর জন্মের অনুবর্ত্তী বলিয়াই কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারেরা তজ্জন্যই তাহা করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

তোমার বয়স অধিক হইয়াছে। সময়ে পুত্র জন্মিলে আর মহা-রাণী জীবিত থাকিলে, তোমার বাণপ্রস্থ অবলম্বনের সময়। তাহা না হইলেও এ অবস্থায় তোমার কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাতে ক্ষান্ত থাকা ভাল হইতেছে না। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে প্রয়াগে কল্পবাসের যে কামনা করিয়াছ তাহা অতি প্রশস্ত, ও অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব বৃথা কালক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। গয়ায় পিতৃপিণ্ডদান এবং বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদর্শনে কলিকলুষ নাশ বাঞ্ছনীয়। তোমার জন্মপত্রী নিকটে না থাকায় বর্ত্তমান বর্ষের ফলাফল গণনা করিতে পারি নাই। ফলতঃ এ বৎসর তোমার পক্ষে বড় ভাল নহে, গত বর্ষে দেখিয়াছিলাম বর্ত্তমান বর্ষ তোমার ত্রিপাপের বৎসর। এই বর্ষে গ্রহগণ ভাল থাকেন ভালই, নতুবা জীবন নষ্ট হইবার অনেকটা সম্ভাবনা। রাজ্যের এরূপ বন্দোবস্ত করিবে যেন তোমার অবর্ত্তমানে কোন বিশৃঙ্খলা না হয়। তোমার শ্বশুর মহাশয় ও জ্যোতির্ব্বিদাভুরূপ

প্রবর যাহাই বলুন বর্ত্তমান বর্ষে তোমার পুত্রলাভ আকাশ-কুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব। বৈদ্যতিলক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ আমারও তাহাই বিশ্বাস। সে পক্ষে জ্ঞানবান মাত্রেই আমার সহিত একমত হইবেন। যেদিন রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা করিবে, সেদিন আমিও কৃষ্ণাকে লইয়া যাহাতে সুবিধা মত তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল ইতি তাং সন—

স্বাক্ষর—শ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

১৪। বন্দোবস্ত নামা।

লিখিতং শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র কস্য বন্দোবস্ত নামা পত্র মিদং। মানব জীবন নলিনী-দল-গত-জলবৎ তরল, ইহার স্থায়িত্বে সর্ব্বদাই সন্দেহ। আমার বয়সও পঞ্চাশের অতিরিক্ত হইয়াছে। এতাবৎ সাংসারিক কার্য্যেই সময়ক্ষেপ করিয়াছি। হিন্দুর অনুষ্ঠেয় নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কাজ করিবার তাদৃশ সময় ও সুবিধা ঘটে নাই। এমন কি পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য গয়া-তীর্থে পিতৃপিণ্ড দিবারও অবকাশ ঘটে নাই; এজন্য আমার তীর্থযাত্রা

অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে উপেক্ষা করিয়া পশুবৎ কালক্ষেপ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি না। একারণ আমার অনুপস্থিতি কালে, এমন কি, আমার এই তীর্থযাত্রাতেই যদি পরলোকযাত্রা ঘটে, তাহা হইলে আমার রাজ্য ধন স্থাবর অস্থাবর যেখানে যাহা আছে তৎসম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্তের কথা লিখিত করিতেছি তাহাই বলবৎ হইবে। তাহার বিরুদ্ধে কোন কাজ হইতে পারিবে না।

২। আমি যতদিন তীর্থপথে বা তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিতি করিব ততদিন আবশ্যক মত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি মাসের প্রথম তারিখে আমার নিকট পাঁচ সহস্র মুদ্রা রাজকোষ হইতে পাঠাইতে হইবে। আমার সঙ্গে যে ২৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও অনুচরাদিতে প্রায় ৫০ জন লোক-যাইতেছে তাহাদের পরিজনবর্গকে প্রতিমাসে বেতন দিতে হইবে।

৩। রাজ-সংসারের, দেবসেবার, ভৃত্যগণের বেতনাদি নির্দ্দিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহার হিসাব নিকাশ মিলাইয়া রাজকোষে সঞ্চিত রাখিতে হইবে।

৪। প্রতি মাসের প্রথমে, মধ্যভাগে ও শেষে দুই দুই জন করিয়া অশ্বারোহী রাজ্যের শুভাশুভ সংবাদ লইয়া আমার নিকট যাইবে। সে পক্ষে কোনমতে ত্রুটী না হয়।

৫। যত দিন আমি তীর্থভ্রমণ করিব ততদিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাগিনেয় পরম প্রতিষ্ঠিত শ্রীমান্ দেবেন্দ্রবিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র, আমার দেওয়ান শ্রীযুক্ত রাজ রাজেন্দ্র সিংহ, সদর নায়েব শ্রীযুক্ত বসন্ত বিহারী মিত্রজ এই তিন জনে যুক্তি পরামর্শ মতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তন্মধ্যে শ্রীমান

দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ বাবাজীবনের মত সমধিক বলবান জ্ঞান করিতে হইবে।

৬। জীবনের কথা বলা যায় না, যদি তীর্থযাত্রাতেই আমার ইহলোক যাত্রার পরিসমাপ্তি হয়, তাহা হইলে আমার একমাত্র ঔরস কন্যা শ্রীমতী কুমারী কৃঞ্চভাবিনী দেবী আমার ত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে জনার্দ্দনগড় রাজ্যের অবিসম্বাদিত স্বত্ব লাভ করিবে। তাহাতে কাহার কোন আপত্তি চলিবে না।

৭। আমার দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী যদি জনার্দ্দনগড়ে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে তিনি বাস করিবার জন্য "আনন্দধাম" নামে প্রাসাদ এবং সর্ব্ব রকমে মাসিক পাঁচ হাজার টাকার হিসাবে মাসহারা পাইবেন, আর বার ব্রত ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা পাইবেন। যদি তিনি অন্যত্র অবস্থিতি করেন তাহা হইলে কেবলমাত্র মাসিক দুই হাজার টাকা ব্যতীত আর কিছু পাইবেন না। প্রকাশ থাকে যে যদি তাঁহার সচ্চরিত্রতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও জনার্দ্দনগড় রাজবংশের প্রচলিত নিয়মাদি প্রতিপালন পক্ষে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে তিনি মাসিক দুইশত টাকার অধিক আর কিছু পাইবেন না।

৮। আমার ঔরস কন্যা শ্রীমতী কুমারী কৃঞ্চভাবিনী দেবী আমার পৈতৃক ও স্বপ্রতিষ্ঠিত দেবসেবা এবং নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ যাহা প্রচলিত আছে সে সমস্তই যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিবেন, এবং আমার কুলাচার মান্য করিয়া চলিবেন, কোনমতে কেহ কখন কোন ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না।

৯। উপরিউক্তা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী আমার পূর্ব্ব পুরুষের ও আমার দত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ ভূমিতে কখন কোন কারণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

১০। যে সকল ব্যক্তি আমার রাজসংসার হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে তাহাতে কেহ কখন কোন কারণে বঞ্চিত হইবে না।

১১। আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবী সংপ্রতি তাঁহার পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সেখান হইতে আমার একটী পুত্র হইবার সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অমূলক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি; অতএব সে সম্বন্ধে আমি কোন ব্যবস্থাই করিতে প্রস্তুত নহি।

১২। শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর বিবাহ সম্বন্ধে সাধারণে কিছু প্রকাশ নাই, তাহার সমস্তই পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় অবগত আছেন। এজন্য আমি এস্থলে তাহার কোন উল্লেখ করিতেছি না।

১৩। আমার মৃত্যুর পর শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবী, আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপাদি নির্ব্বাহ করিবে, অন্যে করিতে পারিবেন না। আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তির নিব্যূঢ় স্বত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিলাম। তিনি তাহার যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন, কাহার কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ চলিবে না।

স্বাক্ষর—শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র।

১৫। আর একখানি বন্দোবস্ত পত্র।

লিখিতং শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র ওলদে ৺চিত্রধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র এবনে ৺হংসধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র রাজ্যেশ্বর জনার্দ্দন-গড়-রাজ—কস্য বন্দোবস্ত-নামা পত্রমিদং আমার বয়সকাল পঞ্চাশ অতীত; এক্ষণে জরা আরম্ভ করিয়াছে, এ অবস্থায় আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি—পথশ্রমে শারীরিক অসচ্ছন্দতা ও তৎ-প্রযুক্ত মৃত্যু ঘটনাও বিচিত্র নহে। এক্ষণে আমার একমাত্র ঔরস পুত্র ও ভাবী রাজ্যাধিকারী শ্রীমান ময়ূরধ্বজ সিংহ বীর-নরেন্দ্র অচিরজাত—অতএব নাবালগ বিধায় আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে নিম্নোক্ত প্রকারে আমার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইবার বন্দো-বস্ত করিতেছি। শ্রীশ্রী৺ করুন আমি সুস্থ শরীরে তীর্থপর্য্যটনান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া আমার নাবালগ পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকি এবং রাজকুমার উপরি উক্ত শ্রীমান ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্রের সুশিক্ষাদান দ্বারা তাঁহকে রাজকার্য্য ক্ষম ও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সুনিয়মে প্রজাপালন করিতে দেখি। বিধিনির্ব্বন্ধ-প্রযুক্ত যদি তীর্থক্ষেত্রে অথবা পথিমধ্যে আমার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলেও যেরূপে উপরি-উক্ত রাজকুমার শ্রীমান ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষা ও তাহার নাবালগ অবস্থায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে

তাহারও বন্দোবস্ত করিতেছি,—তাহাই বলবৎ থাকিবে ও চূড়ান্ত জ্ঞান করিতে হইবে।

১। তীর্থস্থানে ও পথিমধ্যে অবস্থিতিকালে আমার ভাগিনেয় শ্রীমান দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহকালে তিনি যাহা করিবেন, তাহাই বলবৎ থাকিবে ও চূড়ান্ত জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু মামুলী খরচপত্র সমস্তই পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে। আমি স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য কেবলমাত্র তিনিই দায়ী থাকিবেন।

২। নাবালগ রাজকুমার শ্রীমান ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবী যখন তাঁহার পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিবেন তখন তিনি তাঁহার ও উপরি-উক্ত রাজকুমারের যাবতীয় খরচপত্র রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত হইবেন। সে পক্ষে কাহার কোন ওজর আপত্তি চলিবে না; তবে তাহার নিদর্শন স্বরূপ রাজমহিষীর সহীযুক্ত আজ্ঞাপত্র রাখিতে হইবে।

৩। দৈবের কথা বলা যায় না তীর্থস্থানে অথবা পথিমধ্যে যদি আমার দেহান্তর ঘটে তাহা হইলে আমার একমাত্র ঔরস পুত্র ও শাস্ত্রসম্মত উত্তরাধিকারী উপরি-উক্ত শ্রীমান কুমার ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র আমার রাজ্যের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইবেন তাহাতে আর কাহার কোন স্বত্বসংস্রব থাকিবে না।

৪। উপরি উক্ত শ্রীমান্ কুমার ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্রের

নাবালগ অবস্থায় আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিণী দেবী তাঁহার অলি অছি হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এবং তাঁহার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণকাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময় মধ্যে আমার উপরি উক্ত ভাগিনেয় শ্রীমান দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্রের কৃত কার্য্যের হিসাব নিকাশ আমি প্রত্যাগত হইলে যেরূপ লইতাম তিনিও তদ্রূপ লইবেন। তাহার পর আমার উপরি-উক্ত ভাগিনেয় আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীমান কুমার ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্রের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এযাবৎকাল তিনি বেতন স্বরূপ মাসিক এক হাজার টাকা মাত্র গ্রহণ করিবেন। প্রতি বৎসর আখেরীর শেষে রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য তিনি শ্রীমতী মহারানী অনঙ্গ মোহিনী দেবীর নিকট দায়ী থাকিবেন।

৫। শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবী, শ্রীমান কুমার দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র অথবা শ্রীযুক্ত কুমার ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেও কস্মিনকালে কেহ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ও আমার দত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহোত্রাণ ভূমিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষগণের দেবসেবা ও অন্যান্য কীর্ত্তি-কলাপ পুরুষানুক্রমে সমভাবে চলিবে, কাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

৬। যদি কখন প্রকাশ পায় যে আমার ভাগিনেয় উপরি-উক্ত শ্রীমান কুমার দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ দেবনরেন্দ্র কোন বহিঃ-

শত্রু বা বিদ্রোহী প্রজা কিম্বা অধীন জমিদারগণের কাহার সহিত কখন মিলিত হইয়া কোন প্রকার অশান্তির কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। রাজসংসারের সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে কোন প্রকার স্বত্ব সংস্রব থাকিবে না; রাজ্যত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র বসবাস করিতে হইবে।

৭। আমার উপরি-উক্ত ঔরস পুত্র শ্রীমান কুমার ময়ুর-ধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্রের যুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজবায়ায় যুদ্ধপারদর্শী সদ্বংশসম্ভূত কোন রাজপুতকে ও অন্যান্য বিদ্যা শিখাইবার জন্য সৎকুলসম্ভব সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী কোন গৃহী ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদিগের ব্যয়ের অতিরিক্ত যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষাদাতাকে মাসিক আড়াই শত ও অধ্যাপক ব্রাহ্মণকে একশত টাকা দিতে হইবে।

৮। যোধপুর নিবাসী মিশ্র কুলোদ্ভব সারস্বত শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ ৺রামাধীন মিশ্র মহাশয়ের বংশোদ্ভব যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইবেন উপরি-উক্ত রাজকুমার শ্রীমান ময়ুরধ্বজ সিংহ বীর-নরেন্দ্রকে তাঁহারই নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিতে হইবে, কোনমতে কোন সংসারাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইতে পারিবেন না। আর উক্ত কুমারকে চিরদিন আমার যাবতীয় কুলাচার মান্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহা কুলাচার্য্যগণের কুলাচার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উপরি-উক্ত সর্ত্ত গুলির কোনটী ভঙ্গ করিলে তাঁহাকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইতে হইবে ইতি—

তাং—সন

স্বাক্ষর—শ্রীরত্নধ্বজ সিংহ।

উপরি-উক্ত বন্দোবস্ত-নামা-খানি বাদীর তরফে আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।

লেখক।

১৬। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান মহারাজাধিরাজ রত্নধ্বজ সিংহ

বীরনরেন্দ্র মার্কণ্ডেয় সম দীর্ঘজীবিতেষু।—

চলিতপত্র পুরন্দরপুর হইতে জনার্দ্দনপুর রাজধানী।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ রাসয়ঃসন্তু—

বৎস রত্নধ্বজ! তোমার পত্রিকাখানি পত্রবাহক হস্তে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলাম। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ দেবদ্বিজে বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন। তুমি তাঁহাদিগের উপযুক্ত বংশ-

ধর। তোমার দ্বারা তোমার পিতৃপুরুষগণের কুল উজ্জ্বল হইয়াছে। তুমি জনার্দ্দনপুর রাজবংশের তিলক। দেবগণ তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন, তুমি স্বয়ং সুকৃতী পুরুষ। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে তোমার রাজ্য আসমুদ্র বিস্তৃত। তোমার সুবিশাল রাজ্যমধ্যে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রুত হইয়া কালযাপন করিতেছেন, কাহার কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা সকলেই অভীষ্টদেবের উপাসনান্তে ত্রিসন্ধ্যা তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। এজন্য তোমার বংশলোপ কেহ কস্মিন্‌কালেও কল্পনাপথে আনিতে পারেন নাই। তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মে আর কাহার আস্থা থাকিত না, দেবদ্বিজেও কেহ ভক্তি করিত না, শাস্ত্রবাক্যে কেহ বিশ্বাস করিত না। যদিও কলিযুগ উপস্থিত, তথাপি এখনও পতিতপাবনী সুরধুনীর মাহাত্ম্যলোপ ঘটে নাই, ব্রাহ্মণে বেদ-বিক্রয় ও ত্রিসন্ধ্যাত্যাগ করেন নাই। অতএব তোমার বংশরক্ষা যে হইবেই ইহা বহুদিন হইতে আমার বিশ্বাস। তবে সকলই সময় সাপেক্ষ, তাই কাল বিলম্ব হইয়াছে। আর বিলম্বই বা কি--শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মাতারও পুত্রোৎপাদনকাল বহির্ভূত বলিয়া বোধ হয় নাই। তোমার বয়োবৃদ্ধি হইলেও উপযুক্ত সময়েই তোমার পুন্নাম নরকনিষ্কৃতির উপায় হইয়াছে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি নবকুমার শশীকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সকলের নয়নমনের সার্থকতা সাধন করুন। তিনরূপে মকরকেতু, বিদ্যায় বৃহস্পতি, পরমায়ুতে মার্কণ্ডেয়, বীর্য্যে পার্থ, ও বিক্রমে বৃকোদর সদৃশ হউন।

তুমি তাঁহার যে জন্ম সময় লিখিয়া পাঠাইয়াছ, তদবলম্বনে আমি যে জন্ম পত্রিকা খানি প্রস্তুত করিয়াছি তাহা পত্রবাহক

হস্তে পাঠাইলাম। আয়ুর্গণনা এক্ষণে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত না হওয়ায় সে পক্ষে নিরস্ত রহিলাম। অন্য কোন রিষ্টাশঙ্কা নাই, কেবলমাত্র যে সামান্য রিষ্ট আছে তাহাতে উপস্থিত তোমার পুত্রমুখ দর্শন নিষেধ। বর্ষাকাল অতীত হইলে সর্ব্বৌষধি জলে পিতা পুত্রে স্নান ও কিঞ্চিৎ স্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু উৎসর্গ করিয়া শুভক্ষণে পুত্রমুখ দর্শন করিবে। পিতা পুত্রের জন্মবার্ত্তা কর্ণে শ্রবণমাত্র তাঁহার পুন্নাম নরকনিষ্কৃতি ঘটিয়া থাকে ইহা শাস্ত্র বাক্য। সে পক্ষে সন্দেহ করিবে না।

নবকুমারের জাতকর্ম্মাদি সমাপনান্তে তীর্থযাত্রা করিবে। তোমার রাজসভাস্থ জ্যোতিস্তত্বনিধি মহাশয়কে দিয়া সুবিধামত তীর্থযাত্রার দিন অবধারিত করিয়া আমাকে সংবাদ করিলেই আমি তোমার সহিত মিলিত হইব।

অত্র স্থলের সমস্ত কুশল, তথাকার কুশল সর্ব্বদা লিখিতে ক্রটী করিবে না। কিমধিক মিতি তাং——সন——

স্বাক্ষর—শ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।

শুভমস্তু শক নরপতেরতীতাব্দা। সৌরমাসে শুভ সম্বৎ।

সম্বদায়ঃ * । * । * । * । *

আদিত্যাদি গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চরাশয়ঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ প্রকুর্বন্তু যস্যেয়ং জন্মপত্রিকা॥

জাতাহ			পরাহ		
১	৬	২২	২	৭	২৩
২০	৫	৪৩	২১	৮	৪২
২৮	৪৬	৪৩	৩০	১৯	১৭
৫৪	৪	২৫	৩১	৬	২৬

দিনং ৩২।৩০ দিনং ৩২।৩৩

বাদীর পক্ষে দাখিল।

১৭। একখানি পত্র।

সোদরপ্রতিম

শ্রীযুক্ত কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহ ধবল দেব

—শ্রীকরকমলেষু—

চলিত পত্র পুরন্দরপুর হইতে বিজয়গড় রাজধানী।

ভাই আদিত্য প্রতাপ—বহুদিন তোমায় আমায় গুরুগৃহে একত্র ছিলাম। উভয়ে একত্র খাইতাম, একত্র বসিতাম, দিবরাত্র একত্র ক্ষেপণ করিতাম। এক গুরুর প্রতিপালন ও শিক্ষার অধীন ছিলাম; উভয়ের চিন্তা এক, চেষ্টাও এক ছিল। রেখা গণিতে লীলা বলিয়াছেন, যাহাদিগকে একাধিক বিন্দুতে সংলগ্ন করিতে গেলেই মিলিয়া যায় তাহারা সরল রেখা, সুতরাং সরল ভাবে সরল রেখার ন্যায় আমাদের অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। উভয়ে দীর্ঘকাল একত্র বাসে জন্মিয়াছিল একটী অভ্যাস, সে অভ্যাস মনের—শাস্ত্রকারেরা বলেন অভ্যাস বড়ই বলবান! তুমি ছিলে নিকটে, এখন গিয়াছ দূরে, অভ্যাস দোষে চক্ষু চায়

তোমাকে দেখিতে, কর্ণ চায় তোমার স্বর শুনিতে, কিন্তু চাহিলে কি হয় পায় না, চক্ষুকর্ণের চাওয়া মনের জন্য। যাহার যে ধর্ম্ম সে তাহা ছাড়ে না, মনের ধর্ম্ম—মন যাহা চায় তাহা না পাইলেই অস্থির হয়, অস্থিরতায় উৎকণ্ঠা আনে, উৎকণ্ঠার সঙ্গে অশুভ শঙ্কা থাকে। কে জানে অভ্যাসের সঙ্গে চুম্বকের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। যদি থাকে, তবে চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে, লৌহও চুম্বককে আকর্ষণ করে এই ভাবিয়া আমি অধিক্ষামা। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় আসিত যাইত, দেখি দেখি করিয়া দেখার মত দেখিতেও পাইতাম না চলিয়া যাইত। এখন তাহাদের গতি হইয়াছে পঙ্গুর ন্যায়। শুনিতে পাই হায়নান্তর একদিন দিবারাত্রি সমান হয়, তোমার গমনাবধি কোন দিনকেই কমিতে দেখি নাই, তুমি থাকিতে তাহার কিছুই উপলব্ধি ছিল না।

যে সৌধ সুখের আবাস ছিল তাহা কারাগারের ন্যায় অসুখের আশ্রয় হইয়াছে। সখীগণের প্রিয় সম্ভাষণ আর শ্রোত্রমনোহর নহে। পুষ্পবিথীকা শ্রীহীন দেখাইতেছে। প্রৌঢ় পুষ্পাপাদপসমূহ ভ্রমরমুখর হইলেও নেত্রোৎসব নহে। মলয়ানিল পূর্ব্বের ন্যায় এখনও বহিতেছে, তাহার স্পর্শসুখ নাই। বিদ্রুমরাগতাম্র অশোক শাখায় পিকদম্পতির লোধতাম্র নয়নযুগল দেখিলে মূর্চ্ছা আইসে। পুস্তকে পড়িয়াছিলাম চন্দ্রমা কলানিধি—এতদিন তাহা উপলব্ধি করি নাই, এখন মনে হইতেছে তাঁহার অভ্যুদয়ে জগতে আমার ন্যায় অনেকের উপকার হইত, কৌমুদীবসনা পৌর্ণমাসী অপেক্ষা অমাবস্যার তামসী নিশা অনেকাংশে সুখময়ী।

সেই সৌধ, সেই সহচরী, সেই গৃহসজ্জা, সেই নিত্যপুষ্প তরুরাজিসমন্বিত উদ্যান, সেই কমলামোদ-মৈত্রী-কষায় বায়ু, সেই সরলতা-সুখী কুরঙ্গ-শিশু, বাহ্য জগতের সে সমস্তই আছে, কিন্তু এ আমি যেন সে আমি নহি—সেই হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সেই চক্ষু কর্ণ নাসা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও আছে, ধমনি মধ্যে সেই শোণিত স্রোত প্রবাহিত—এই সমস্ত সত্বেও আমার যেন কি ছিল, তাহা এখন নাই, থাকিলে আবার সকলই সেরূপ হয়, হইতেছে না কেবল তাহারই অভাবে। সে অভাব কিসে পূরিবে—যতদিন তুমি না মিলিবে। তোমার অভাবে আমি যেন আপন অস্তিত্ব ভুলিয়াছি, আপন সত্বা অনুভবে অসমর্থ। জানিনা কতকাল এ অবস্থায় কাটাইতে হইবে। নিয়তির নিয়োগকর্ত্তাই তাহা বলিতে পারেন। মানব আপন মনে চিন্তা করে একরূপ, তিনি ব্যবস্থা করেন অন্য রূপ। সংসারের সকল কাজেই তাঁহার হস্ত আমাদের অলক্ষিতভাবে আধিপত্য করিতেছে অনুভব করি। এই যে ষড়ঋতুবিলাসিনী ধরিত্রী; শীত গ্রীষ্ম শরদ্বর্ষাদি ঋতুপরিবর্ত্তনে কত রূপ ধরিতেছে তাহাতে মানব মনে নানা ভাবের আবির্ভাব করিতেছে। কুসুমাধিবাসিত বসন্তে, প্রচণ্ড সৌরকরার্দ্দিত নিদাঘে, অবিরলধারাবর্ষী প্রাবৃটে, অপক্কশালিরুচির শরতে; প্রফুল্ল-লোধ্র হেমন্তে এবং শিশিরমথিত-পদ্ম শীতে সকল সময়ে, প্রকৃতির সকল অবস্থাতেই সেই সুচতুর বিশ্বশিল্পির করকৌশল দেদীপ্যমান দেখিয়া মন পুলকে পরিপূর্ণ হয়। তখন আত্মদুঃখ বিস্মৃত হই। তাঁহারই তত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করি। তখন আবার ভাবি—কে আমি, কোথা হইতে আসি-

লাম। এই জগৎ কি—ইহার সহিত আমার সম্বন্ধই বা কি—কেন এখানে আসিলাম, কেই বা আনিল—কে যেন আমার এই শুভাশুভ, কর্ম্মের নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারই নিয়োগমত ঘটনা পরম্পরা ইন্দ্রজালের মত অভাবনীব ও অপরিকল্পিতরূপে একটীর পর অন্তটী উপস্থিত হইতেছে।

এখন মন যেন নানাবিষয়িণী চিন্তার একটী মহতী মেলার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে, অথবা বারিধিবক্ষে তরঙ্গ মালার ন্যায় কখন মনের মধ্যে তাহারা আসা যাওয়া করিতেছে। সকল সময় নয়, কখন মনে হয় গুরুদেব তোমার সমক্ষে আমার—আবার আমার সমক্ষে তোমারও বিবাহ দিলেন,—তুমি তোমার পত্নী চিনিলে না, আমিও আমার পতি চিনিলাম না, চিনা দূরে থাকুক পাপ চক্ষে দেখিতেও পাইলাম না। আপনারা আপনাদের ধন না চিনিলাম, না দেখিলাম—আমিই বা কই তোমার পত্নীকে দেখিলাম তুমিই বা কই আমার পতিকে দেখিলে। তাহা হইলেও অনেকটা সান্ত্বনা থাকিত। গুরুদেব যাহা করিয়াছেন অবশ্য, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য—সেপক্ষে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু ইহাকে যেন একটী ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হই তেছে। পুরন্দরপুরে মহা সমারোহও হইল, বিবাহোৎসবের সকল অনুষ্ঠানই হইল, কিছুরই ক্রটী রহিল না—দিবসত্রয় নৃত্য-গীত বাদ্যাদিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, পুষ্পপত্র ধ্বজপতাকায় গ্রাম খানি উৎসবের হাসি হাসিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অর্থ লাভ করিলেন, অগণ্য দীনদরিদ্র অন্নবস্ত্রও পাইল, ভুরি ভোজন করিল। সকলেরই সব হইল। তোমার আমার কি হইল!

যখনই এ রহস্যের চিন্তা করি, তখনই মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারি না।

দুরাত্মা সিরাজের সৈন্যাগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া গুরুদেব আজি আমাকে কেদারনাথের গিরিগুহায় পাঠাইয়া দিবেন। শুনিতেছি পাপিষ্ঠ আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কি লজ্জার কথা! রাজপুতকন্যার যবন পতিত্ব! হবির সার্থকতা হবিষাশীর ভক্ষণে, অথবা যজ্ঞের আহুতিতে—তাহা না হইয়া যজ্ঞের হবি কুকুরের ভক্ষ্য হইবে—রাজপুতকন্যাগণ সতীত্বের জন্য আত্মহত্যায় কাতর নহে। পরিশেষে অদৃষ্টে তাহাই বা আছে। কৃষ্ণা তাহাও কামনা করে। উপস্থিত অপর সমস্ত মঙ্গল ইতি— তাং মন

স্বাক্ষর—শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী

১৮। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী

চিরায়ুস্মতিষু

চলিত পত্র হিরণ্যপুর সরাই হইতে—পুরন্দরপুর।

কৃষ্ণা, আমি পথিমধ্যে তোমার একখানি পত্র পাইলাম, যদিও আমি পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি এখনও রাজধানীতে পৌঁছি নাই, পথেই আছি। মনে করিয়াছিলাম, রাজধানীতে গিয়াই একবারে সমস্ত কথা লিখিব, কিন্তু তাহাতে মন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না, এজন্য আজি রাত্রিকালে যেখানে শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেইখান হইতেই তোমার পত্রের উত্তর দিতেছি।

তুমি একাকিনী পুরন্দরপুরে অবস্থিতি করিতেছ, যাহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিয়া সুখী হইতে তাহাকে না পাইয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছ। তোমার যে চিত্তবৈকল্য জন্মিয়াছে, তাহা

ভালবাসার পরিণাম, ভালবাসা মনের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। এই শক্তি জড়জগতে অসাধারণ প্রাধান্য করিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতেছে, বালারুণ কিরণে পাখী গাইতেছে, বায়ু বহিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, সৌরভ ছুটিতেছে, রাত্রি আসিতেছে, চন্দ্র উঠিতেছে, বসন্তের বসুমতী পত্রপুষ্পমুকুলে হাসিতেছে, আকাশে মেঘ সঞ্চারিতেছে, বারি বর্ষিতেছে, দামিনী হাসিতেছে, আবার ঝঞ্ঝাবাতে মেদিনী কাঁপিতেছে। সকলই সেই এক মহিয়সী শক্তিতে সম্পন্ন হইতেছে। বালুকাকণা হইতে মহীধর পর্য্যন্ত চন্দ্রসূর্য্যনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক সমস্তই ইহার অধীন। জীবদেহের শোণিতকণিকাও ইহার প্রাধান্যবর্জ্জিত নহে। অবস্থাভেদে সংসক্তি, কৈশিকাদি ইহার অনেক নাম আছে। অন্তর্জ্জগতেও উহার অনুরূপ একটী আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া মানব এই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। যোগীর মন ঈশ্বরে আকৃষ্ট, গৃহীর মন গৃহকর্ম্মে আবিষ্ট, পিতার মন অপত্যে ধাবিত, প্রণয়ীর মন প্রণয়িনীতে নিবিষ্ট, বিষয়ীর মন বিষয়ে নিরত, দরিদ্রের মন ধনচিন্তায় নিযুক্ত। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যমাত্রেরই মন চৌম্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত। তাহার এক একটী কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের দিকে তাহা নিয়ত আকৃষ্ট। এখন আমাদের উভয়ের মন উভয়ের দিকে আকৃষ্ট। এই আকর্ষণী শক্তির আধিক্যেই তোমাকে অধীর করিয়াছে। সংসারের অপর সকলের আকর্ষণী-শক্তি তোমার উপর আধিপত্য করিতে পারিতেছে না। যেমন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সকল বস্তুই তদভিমুখে আকৃষ্ট, অন্যান্য বস্তুর আকর্ষণীশক্তি কার্য্যকরী হইতে পারে না, তেমনই

আমাতে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা তোমার উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইতেছে না। ইহার প্রাধান্যলোপ তোমার আয়ত্তাধীন নহে—তাহাও বুঝিতেছি। সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া তাহার প্রতিকারে তোমার বা আমার কোনই কর্তৃত্ব নাই। বহুচিন্তাতেও উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া আমিও যারপর নাই ক্ষিদ্যমান।

পরিণয় যে মনুষ্যজীবনের অবস্থান্তর উপস্থিত করে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। পরিণয় সুখের বই দুঃখের নয়। প্রথমতঃ দেখ মনুষ্য যতদিন অপরিণীত থাকে ততদিন সংসারী কি সন্ন্যাসী—কিছুই স্থির হয় না, পরিণয় দ্বারা তাহার অবধারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যাঁহার সহিত পরিণয় হয়, তিনি সাধু অসাধু, ধনী নির্ধন, সুখী অসুখী, যে অবস্থার অধীন—যিনি পরিণীত তাঁহাকেও অধিকাংশস্থলে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীই হইতে হয়, অতএব অন্য সমাজে যেরূপই হউক, হিন্দুসমাজে পরিণয়ের প্রাধান্য বড়ই প্রবল, বিশেষতঃ নারীজীবনে! কেননা ইহাতে স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। হিন্দু ললনা স্বামীর সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মতঃ তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। এইজন্য হিন্দুর মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধিলিপির অধীন বলিয়া স্বীকৃত। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে পতিপত্নিত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় একথাও অনেকের অনুমোদিত। বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্যই যে এরূপ ব্যবস্থা সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক—হিন্দুনারীর ভাবী জীবনের সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য সকলই পরিণয় সাপেক্ষ। সে হিসাবে তোমার ভবিষ্যৎ ঘোরতর অন্ধ-

কারে আছেন। সত্য বটে, গুরুদেব তোমার অহিতকামী নহেন, সর্ব্বতোভাবে হিতেচ্ছু বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিয়াছি তোমার জন্মলগ্নের এরূপ ফল যে বিবাহ নিশায় পতিপত্নীতে শুভদৃষ্টি হইবে না, হইলে ত্রিরাত্রমধ্যে বৈধব্য ঘটিবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র বিচার করিয়া তিনি শুভদর্শনের দিনও নাকি অবধারিত করিয়া গিয়াছেন। আমারও ঐরূপ একটী ঋষ্ট আছে, আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎমাত্রই আমার আপনার মৃত্যু সম্ভব। জ্যোতিষশাস্ত্রে গুরুদেবের বড়ই ফলজ্ঞান আছে। তিনি যে দিন যাহা ঘটিবে সকলই বলিতে পারেন। তাঁহাকে অনেকেই কালত্রয়দর্শী বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভবিষ্যতে সুফলের আশা থাকিলেও উপস্থিত সন্দেহ সন্তাড়ন সহ্য হইতেছে না, কিন্তু তাহার কোন উপায়ই নাই। তোমার ভাবী জীবনের সুখদুঃখের কথা জানিতে না পারিয়া আমাকে সাতিশয় দুর্ম্মনায়মান থাকিতে হইয়াছে। যিনি যত বড়ই হউন নিয়তির নিকট কাহার নিষ্কৃতি নাই।

মনকে আপন আয়ত্তাধীন রাখিবে—ঘটনা পরম্পরা যেরূপ প্রতিকূল দেখিতেছি তাহাতে স্বাধীনতা পাইলেই উহা এরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে যে তোমাকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিবে। অতএব আমার কথা রাখ, ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, মনকে সংযত কর। জানিবে দুর্দ্দিন দীর্ঘকাল থাকে না—ঝঞ্ঝাবাত নিবৃত্তি পাইলেই প্রকৃতি প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। তোমার বিপদের বহুলতা দেখিয়া মনে হয় অচিরে সুখের দিন আসিবে।

কেদারনাথ গিরিগুহায় যাইবার কথা লিখিয়াছিলে তাহার

কি হইল লিখিবে। এক্ষণে কোথায়, কিরূপে অবস্থিতি করিতেছ বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা হয়। সত্বরেই তোমার পিরাজভীতি দূর হইবে, ভয় নাই—ভগবান আছেন। তাঁহারই উপর সমস্ত নির্ভর কর, তাহা হইলে সুখদুঃখে সমান থাকিবে। আপনার কোন কথাই লেখা হইল না। তোমার পত্র পাইলে লিখিব। আমি শারীরিক সুস্থস্বচ্ছন্দ থাকিলেও তোমার ভাবনায় বড়ই উন্মনা আছি ইতি———তাং———সন

তোমারই

স্বাক্ষর———শ্রীআদিত্য প্রতাপ সিংহ।

১৯। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী

চিরায়ুষ্মতিষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমিদং।

কৃষ্ণা—তোমার নিকট বিদায় লইয়া পথিমধ্যে একরাত্রি

অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, পরদিন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে রাজ-ধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। গুরুগৃহ হইতে আমার প্রত্যাগমন উপলক্ষে রাজধানীতে একটী মহান্ উৎসব হইয়াছিল—সে উৎসবের আড়ম্বর বর্ণনা লেখনীর সাধ্য নহে, না হইলেও ক্ষান্ত হইতে পারি না। প্রথমতঃ নগরের বহির্দ্দেশের কথা বলিব। স্বর্ণগড় রাজধানী স্বভাবতঃই যেন রক্ষঃপতি দশাস্যের স্বর্ণ-পুরী—দূর হইতে দেখিতে যেন তুলিকাঙ্কিত একখানি সুদৃশ্য চিত্রপট—গিরিগাত্রে শ্রেণীবদ্ধ সৌধশিখর গুলি নিবিড় নীরদ তলে বলা হকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নগরবেষ্টক উচ্চ প্রাকার—মধ্য-স্থলে একটী সিংহদ্বার নানাজাতীয় পত্রপুষ্পে সুসজ্জীভূত হইয়া যেন আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার উপরিভাগের উভয় পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় নহবৎ বাজিতেছিল। প্রধান মন্ত্রী-মহাশয় অশ্ব পৃষ্ঠে সেনাপতির সহিত আমার প্রত্যুদ্গমনার্থ উপস্থিত ছিলেন। আমার শিবিকা তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহারা বিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক শিবিকার পার্শ্বভাগ রক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে এক সম্প্রদায় অশ্বারোহী সৈন্য—একদল বাদ্যকর আমাদের সঙ্গে রণবাদ্য করিতে করিতে যাইতে লাগিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সজ্জিত সৈনিক শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। সৈনিকশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে অশ্বত্থবট-অশোক আম্র উডুম্বরাদি মাঙ্গলিক তরুর পত্রপুষ্পপল্লবরচিত কৃত্রিম স্তম্ভ শ্রেণী—স্থানে স্থানে রম্ভাতরুতলে বারিপূর্ণ সুবর্ণময় কলস—কোথাও সবৎসা ধেনু, কোথাও বৃষ, হয় গজাদি পশু, দক্ষিণাবর্ত্ত বহ্নি, পূর্ণকুম্ভ কক্ষে পুরাঙ্গনাগণ মঙ্গলগাথা গান করিতে ছিলেন।

কোন স্থানে ধাত্বিকেরা বেদমন্ত্র পাঠে আমার মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন; ঘৃতদধিমধুপূর্ণ কুম্ভ, হেম ও রজতস্তূপ শুক্ল ধ্যাণ্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শন করিতে করিতে রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, পথিপার্শ্বে পুরবাসিনিগণ দণ্ডায়মান ছিলেন. আমি তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা সকলে ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প চন্দন বর্ষণ করিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইলে রাজপুরাঙ্গনাগণ ঘন ঘন শঙ্খ ও উৎসবের হুলুধ্বনিতে দিক্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। আমার শিবিকা রাজবাটীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে পিতৃদেব অনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবে অভিভূত হইলেন। আমি শিবিকা হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক যখন তাঁহার পদপঙ্কজে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলাম তখন আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনিও আমার শিরো-ঘ্রাণ ও আপন বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করি-লেন—তখন যেন সর্ব্ব শরীর অমৃতাভিষিক্ত হইল। সুখস্পর্শ মলয়ানিল সেবন করিয়াছি, নিদাঘ কালীন প্রদোষের পূর্ণ সুধা-করের সিত রশ্মিতে শরীর জুড়াইয়াছি, কিন্তু কিছুই তাহার তুল্য নহে।

তাহার পর আমরা পিতাপুত্রে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিয়া যজ্ঞসমীপে উপনীত হইলাম শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আমাদের উভয়কে লইয়া দেবার্চ্চনা ও হোমাদি সমাপনান্তে যজ্ঞের বিভূতি দ্বারা আমাদিগের ললাটে তিলকাঙ্কিত করিয়া শান্তিবারি সিঞ্চন করিলেন—পুনরায় পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খ ও উৎসব ধ্বনি করিতে লাগিলেন তাহাতে অন্তঃপুরের বায়ুমণ্ডল যেন আন্দোলিত

হইল। অনন্তর তাঁহারা "জলধারা" বর্ষণে আমাকে লইয়া এক প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে জননীর স্নেহময়ী মুর্ত্তি চিত্তপটে মলিন হইতেছিল—এখন তাঁহাকে দর্শনমাত্র তাহা নবীভূত হইয়া আসিল। তিনি আমাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন মুখচুম্বন করিলেন তখন সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইল, আনন্দে মন উৎফুল্ল হইল। স্বর্গের সুখে আবার শরীর শিহরিল। মাতৃ-স্নেহের তুলনা নাই। আমি বিংশবর্ষীয়—হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহধারী—জননী কোমলাঙ্গী, নবনীত অপেক্ষাও তাঁহার দেহের কোমলতা, কুসুম অপেক্ষাও কমনীয়তা, সেই দেহে আমার ভার তিনি তৃণাদপি লঘুজ্ঞান করিলেন, আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আমাদের কুলদেবতা কল্যাণীর মন্দিরে লইয়া যাইলেন। দেবিমন্দির অন্তঃপুরেরই সংলগ্ন—অন্যান্য মহিলাগণ পথিমধ্যে মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে জননীর অগ্র-পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। আমি বারম্বার তাঁহার অঙ্ক হইতে অবরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মাতৃদেবী মস্তকে মৃত্তিকা স্পর্শ দ্বারা প্রণত হইলেন, আমাকেও প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলাম। তিনি আমাকে এক পীঠোপরি উপবেশন করাইলে গুরুজনেরা স্বর্ণ-রৌপ্য ধান্যদূর্ব্বাদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলেই কল্যাণীর নিকট আমার দীর্ঘজীবন ও কল্যাণকামনা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৃষ্ণা! এই সময় তোমাকে আমার মনে পড়িল। বাল্যাবধি আমরা দুইজনে একত্র থাকিয়া যাবতীয় উৎসব আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, আজি আমি

একাকী বলিয়া সেই মহান্ উৎসবেও যেন নিরুৎসাহ— সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে মনোমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবীমন্দির হইতে অন্তঃপুর মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া আহারাদি করিলাম। তাহার পর শয়ন করিয়া সুখের নিদ্রায় দিনাতিবাহন করিলাম। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন মাতৃদেবী আমাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না, সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন; আমার সর্ব্বাবয়বে পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইত না—বায়ুপ্রবাহে আমার মস্তকের কেশ একটু অব্যবস্থিত হইলে আমাকেস্তিকাশয্যাশয়নকালে তিনি কেমন স্বহস্তে তাহা সুব্যবস্থিত করিয়া দিতেন, গণ্ডস্থলে স্বেদবারি সঞ্চিত হইলে বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিতেন, এখনও সেইরূপ যত্নই করিতেন। সেই সুদীর্ঘকাল কিরূপে ক্ষেপণ করিতাম, কি করিতাম, সে সকল কথা শতবার শ্রবণেও যেন তাঁহার নূতন বোধ হইতেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে নিকটে বসাইয়া এক একটী করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসিতেছেন, এমন দিন নাই যেদিন তোমার ও তোমার পিতৃষসার কথায় কিয়ৎকালও না অতিবাহিত হয়। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ।

আজি কয়েক দিবস হইতে আমি পিতৃদেবের সহিত রাজদরবারে বসিতেছি, রাজকার্য্য শিক্ষা করিতেছি। গুরুদেবের নিকট শাস্ত্রে যে সকল রাজনীতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এখন তাহাদের ব্যবহার শিখিতেছি। অবসরকালে তোমাকে মনে পড়ে। কাজ করিতে করিতে মন যেন আমার অজ্ঞাতসারে

তাহা হইতে সরিয়া পুরন্দরপুরে চলিয়া যায়। পুরন্দরপুরের সেই ললিতা-বনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিত প্রাসাদে বিচরণ করিতে থাকে, সুধাকর করধৌত শুভ্র সৌধশিখরে নিদাঘ নিশীথ তোমার সহিত কথোপকথনে যাপন করিয়া পরদিন তোমার প্রজাগর-পাটল নেত্র নিরীক্ষণে যেরূপ ক্লেশানুভব করিত, এখনও তাহা বিস্মৃতির পথে বসাইতে পারে না। পরক্ষণেই আবার তোমার প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে অবনিশায়না ও আমার পাদবিক্ষেপ শব্দে উন্নিদ্রা দেখিয়া যেরূপ অপ্রস্তুত হইত, সেইরূপ হইতে থাকে। এক মুহুর্ত্ত একাকিনী থাকিতে তুমি ভাল বাসিতে না। এক্ষণে দিবারাত্র কিরূপে অতিবাহিত করিতেছ ভাবিয়া অধীর হইতেছি।

পিতৃদেব আমার চিত্তবিনোদার্থ কয়েকটী বয়স্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাকিয়া চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করেন—কখন সঙ্গীতের চর্চ্চা, কখন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, কখন বা নানা রহস্য লইয়া আমোদ আহ্লাদে, আমাকে ভুলাইতে চাহেন কিন্তু আমার মন তাহার কিছুই চাহে না—চাহে কেবল বিদায়কালে তোমার উচ্ছৃন নয়নযুগল দর্শন করিতে। মন যাহাতে বাল্যাবধি আসক্ত—তাহাই পাইলে সুখী হয়। বনের পখী বনে থাকিতেই ভাল বাসে, বনের ফল, উৎসের জল তাহাকে যেমন ভাল লাগে, লোকালয়ের স্বর্ণপিঞ্জর, শক্ত ও কর্পূরবাসিত জলে কি তাহার সে তৃপ্তি সম্ভাবিতে পারে—বনবৃক্ষের ঘনসন্নিবিষ্ট শ্যামল পত্র তলে বাতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে—শাখা হইতে শাখান্তরে নাচিয়া বেড়াইতে—মুক্তপক্ষে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতে তাহার

যে সুখ, সে সুখ কি সে প্রাদেশ পরিমিত পিঞ্জরে বসিয়া পাইতে পারে? নিশাবসানে উষার আলোকে যেমন মনের স্ফূর্ত্তিতে সকলে মিলিয়া মুক্তকণ্ঠে সঙ্গীতের তরঙ্গ তুলিয়া বনস্থলীকে উৎসবময় করে, পালকের অসাময়িক অনুরোধে কি সে বন্যগীত কখন কণ্ঠে আসে—কিন্তু না আসিলেও তাহাকে গাইতে হয়, কোনকালে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাতে সম্মতি দিতে হয়। এ বড় বিষম সমস্যার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহাই সংসারের সামাজিকতা। আজি এইখানেই পত্রখানি শেষ করিলাম। শীঘ্রই আরও অনেক জানাইব।

ইতি———তাং———সন———।

স্বাক্ষর—শ্রীআদিত্য প্রতাপ সিংহ।

২। একখানি পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কুমার আদিত্যপ্রতাপ সিংহ

ধবলদেব মহাশয় করকমলেষু—

চলিত পত্র কেদারনাথপর্ব্বত হইতে বিজয়গড় রাজধানী।

ভাই আদিত্যপ্রতাপ,—

গতবারে যে দিন তোমাকে পত্র লিখি তাহার পরদিনই আমরা কেদারনাথ গিরিগুহায় স্থানান্তরিত হইয়াছি। সেই দিন বেলা অপরাহ্ণ সময়েই গুরুদেবের আশ্রমে সংবাদ আসিল পাপিষ্ঠ সিরাজ আমাকে লইয়া যাইবার জন্য দুইশত পদাতিক ও একশত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে, তাহারা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই পুরন্দরপুর পঁহুছিবে, এবং নবাব গুরুদেবের উপর পরওয়ানা দিয়াছে—যদি বিনা আপত্তিতে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন ভালই—নতুবা তাহারা তাঁহার দেবালয়ের সম্মান ও আশ্রমের শান্তি নষ্ট করিবে, আমাকেও কুরঙ্গীর ন্যায় কেশরীপরাক্রমে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। জনরবে এই সংবাদ অবগত হইয়া গুরুদেব প্রশান্ত বারিধির ন্যায় শান্তভাব

ধারণ করিলেন—আর পিতৃদেবের পুরন্দরপুর কাছারীতে পাঁচশত অস্ত্রধারী সৈনিক সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা পাঠাইয়া দিলেন। সায়ংকালীন সূর্য্য অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই পৌর্ণমাসীর পূর্ণ সুধাকর অবনী অন্তরীক্ষ আলোকিত করিয়া প্রাচীমূলে উদিত হইলেন। সমস্ত জগৎ যেন রজত-দ্রব গায়ে মাখিয়া চল চল করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পাখী সমস্ত রাত্রির মত ডাকিয়া নীরব হইবার পূর্ব্বেই গুরুদেবের আশ্রমের চতুর্দ্দিকে প্রায় ছয়সাতশত সৈনিক সমবেত হইল। রাত্রিকালে আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সখিগণসহ আমি ব্যাধভীতা হরিণীর ন্যায় রাত্রিযাপন করিতে লাগিলাম। চক্ষু মুদ্রিত হয়, নিদ্রা আইসে না—আসে তো মন ঘুমাইতে পারে না—থাকিয়া থাকিয়া যেন অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পায়, অশ্ব নাই, পদধ্বনি নাই, মনভ্রম মাত্র। নিশাক্ষয়ে গুরুদেবের আজ্ঞা হইল আমাদিগকে কেদারনাথ যাত্রা করিতে হইবে। শিবিকা ও অশ্বারোহী সেনা সুসজ্জিত ও গমনোন্মুখ। আশ্রম-নিবাসিনী-উন্নিদ্র-রমণিগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুদেবের শ্রীপাদ-পদ্মে মস্তকাবনত করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইলেন। তিনি যথাবিহিত আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া বলিলেন ভগবানের কৃপায় তোমরা কেদারনাথ গুহায় নিরুপদ্রবে কাল-যাপন কর, আমি সত্বরেই তোমাদিগকে লইয়া—যেন তীর্থগামী মহারাজের সহিত মিলিত হইতে পারি। বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহার সলিল-শুরু-নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইল, যেন—সে দৃশ্য তাঁহার নয়নযুগল সহ্য করিতে কষ্টবোধ করিল। তিনি সকলকে অভয় দিয়া যাত্রা করিবার আজ্ঞা

দিলেন। আমরা সকলেই শিবিকারোহণ করিলাম; দেখিতে দেখিতে আশ্রমসন্নিহিত বনস্থলী অতিক্রম করিয়া প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। তখনও প্রভাত হয় নাই। রজনীভূষণ চন্দ্রমা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া প্রতীচিমূলে আশ্রয় লইতেছিলেন দেখিয়া বিহঙ্গমরবে বনস্থলী যেন কাঁদিয়া উঠিল। সুগন্ধসম্ভার-বাহী প্রাতঃসমীর শরীর জুড়াইতে জুড়াইতে আমাদের শিবিকার সঙ্গে যাইতে লাগিল। সে বাতাসে সকল গাছের পাতা নড়িল না। রাত্রির অন্ধকার পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সূর্য্যোদয় হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বদিকের আকাশে যেন অশোকের লালফুলে রচিত একখানি আসন পড়িয়া রহিয়াছে; বৃক্ষবল্লী-সমা-কুলগ্রামমধ্যে এখনও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য কেবল প্রাতঃস্নাতক ব্রাহ্মণ-ঠাকুর, কৃষক আর গৃহস্থগৃহিণী ভিন্ন অন্য কাহার চক্ষু উদ্ঘাটিতও হয় নাই। এখনও দুই একটা শৃগাল বাহিরে বেড়াইতেছিল, এখনও মাঠ হইতে গ্রামের গাছপালা ও- গৃহস্থ গৃহগুলি চিনিয়া লইতে পারা যায় না। এরূপ সময় দ্বিরদ-দশন-চ্ছেদ-গৌর কেদার নাথ দূর হইতে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখিবামাত্র মনে হইল যেন ক্ষিতিতলে রুদ্রদেবের বিরাট-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শিবিকার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া এক-দৃষ্টিতে কেবল তাহাই দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার শৃঙ্গ অধিত্যকা ও উপত্যকাদি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এখন আর দৃষ্টি অন্য কিছু দেখিতে, মন অন্য কোন বিষয় ভাবিতে ইচ্ছা করিল না। দিবা প্রায় দশদণ্ডের সময় আমরা ভীমকান্ত অচলের পাদদেশে উপনীত হইলাম।

গিরি-আরোহণে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইল। কেদারনাথের অনেকগুলি গুহা আছে। সকল অপেক্ষা যোগিনী গুহাই অতি রমণীয়। পর্ব্বতের শিখরদেশে অন্যান্য গুহাগুলিতে কয়েক জন তপস্বী বাস করেন। যোগিনী-গুহা সৌন্দর্য্যে অতুল— বড় বড় প্রাসাদও ইহার নিকট অপ্রতিভ। আমরা দিবাভাগে এই গুহা মধ্যে অবস্থিতি করি, পর্ব্বতের পাদদেশে ও পার্শ্বে রক্ষী পুরুষেরা সশস্ত্র সজ্জিত থাকে। সন্ধ্যা না হইলে প্রকৃতির প্রফুল্লতাময়ী-মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে পারি নাই। গুরুদেব দিবাভাগে গুহা হইতে বহির্গত হইবার আজ্ঞা দেন নাই। হিন্দুর কুলকন্যা হইয়া অবরোধে অনাসক্তি প্রশংসার নহে, কিন্তু এরূপ অবরোধে অজ্ঞাতবাস কখন কোন কুল-স্ত্রীর প্রিয় হইতে পারে কি না বলিতে পারি না।

সূর্য্যোদয়ের পর গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া সহচরী চারিটী, পিতৃস্বসা দেবী ও কয়েকটী পরিচারিকার সহিত গুহামধ্যে অবস্থিতি করি। গুহাটী এরূপ কৌশলে রচিত যে উহা বাহির হইতে অদৃশ্য হইলেও দিবাভাগে উহার মধ্যে সূর্য্যালোক ও বায়ুর অভাব নাই। গুহামধ্যস্থিত গৃহগুলি অপ্রশস্ত হইলেও কোন মতে বাসের অযোগ্য নহে।

পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমি নানাজাতীয় প্রৌঢ়-পুষ্প-পাদপে নিয়তই নেত্রোৎসব। কাশাংশুক শরৎ সমাগত—গিরিগাত্র শ্যামল শষ্পাবৃত—দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি হরিৎ বস্ত্রে ইহার অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। নানাজাতীয় শারদ-কুসুমে ইহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। দুই দিক্ দিয়া দুইটী প্রস্রবণ কেদারনাথের অঙ্গে হীরকহারের ন্যায় শোভা

পাইতেছে। গুহাদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পর্ব্বতের পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী, বড় বড় প্রান্তর, নানাজাতীয় তরুগুল্মের বর্ণবৈচিত্র দেখিলে আমাদের আশ্রমের সুন্দর চিত্রপটগুলির উপর শ্রদ্ধা থাকে না। তাহাদের উপর অধিকক্ষণ চক্ষু রাখিলে প্রীতির পরিমাণ পূর্ব্বাপর সমান থাকে না—এ যে অপূর্ব্ব চিত্র—ইহার আদি নাই, অন্ত নাই—যতবার দেখি দৃষ্টির ক্লান্তি জন্মে না, বারম্বার দেখিতে ইচ্ছা হয়—যতবার ইচ্ছা ততবারই দেখি, দৃষ্টির অতীত পথ-বিস্তৃত বলিয়া তৃপ্তি আর ফুরায় না। চিত্রকরের চিত্র দেখিলে মন সেই চিত্রেই আবিষ্ট হয়—উহা যাহার প্রতিকৃতি তাহাকেই কেবল চিত্তের সম্মুখে উপস্থিত করে—কিন্তু এই অপূর্ব্ব চিত্রের মোহনীয়তার কথা কি বলিব—এ চিত্র দেখিতে দেখিতে মন উন্মত্ত হয়, অভাবনীয় ভাবে বিভোর হয়, চিত্রকরের চিন্তা আপনা হইতে আনিয়া দেয়। পুরন্দরপুরের নিকটেও অরণ্য আছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেদার নাথ মনে যে বিরাট ভাবের আবির্ভাব করে, সে ভাবতো কোথাও দেখি নাই। দেবতাত্মা নগাধিরাজের বর্ণনা কালি-দাসের কুমারসম্ভবে পড়িয়াছি, কেদারনাথ দেখিয়া সেই হিমাদ্রির অতুল ঐশ্বর্য্য অনুভবে আনিতে পারিয়াছি। নিশাকালে কেদারনাথের অঙ্গেও অনেক দীপ্তিমান ওষধি দেখিতে পাই। গত কল্য নিশীথ সময়ে অকস্মাৎ গিরিশিখর মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, অদ্রি-গ্রহণ-গুরু অশনি-নাদে আমাদের চিত্ত চম-কিত হইল, গুহাদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলাম অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে, অদূরে জ্যোতিষ্মান ওষধিগুলিকে দেখিয়

প্রিয়তমা সখী বিজলিবালা বড়ই উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আমি যখন তাঁহাকে "ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধিশ্চ" শ্লোকটী স্মরণ করিয়া দিলাম, তখন তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন।

কেদারনাথের বন্ধুর গাত্রে তাল-শাল-তমাল-সহকারাদি বৃক্ষগুলি এরূপ থরেথর সাজান দেখিলে চক্ষু আর অন্য দৃশ্য দেখিতে চাহে না। এখানে হরিণ ও ময়ূরের কথা কি বলিব, জনস্থানমধ্যে হাটবাজারে যত না মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কেদারনাথে উহাদের সংখ্যা ততোধিক। দিনের বেলা যূথ-ভ্রষ্ট হরিণ-শিশুরা গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে বড়ই সন্ত্রস্ত করে। মৃগশিশু বলিয়া চিনিতে পারিলে—কোন কোনটাকে ধরিয়া রাখি—আবার পরক্ষণেই তাহার মাতার কাতরতা দেখিয়া থাকিতে পারি না, ছাড়িয়া দি। ময়ূরময়ূরীগণ প্রতি-দিন প্রাতঃসন্ধ্যায় গুহাদ্বারে উপস্থিত হয়, যতক্ষণ কিছু খাইতে না পায় ততক্ষণ অন্যত্র যায় না। বাণপ্রস্থীগণ তাহাদের এ অভ্যাস জন্মাইয়া দিয়াছেন।

শুক্লপক্ষের নিশাকালে যিনি না কেদারনাথের সুষমা সন্দর্শন করিয়াছেন, সৃষ্টির কোন সৌন্দর্য্যই তাঁহার দেখা হয় নাই। শ্বেত প্রস্তরে চন্দ্রিকার রাশি রজত-দ্রবের ন্যায় টল টল করিতে থাকে, শ্যামল বৃক্ষবল্লীগুলি যেন রজতস্নাত। নিশাচর পশুপক্ষিগণকেও রৌপ্যময় বলিয়া ভ্রম হয়। জ্যোৎস্না-ধবলা ক্রৌঞ্চ-নাদোপগীত-সময়ে কেদারনাথের শিরোদেশে উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যেন শান্তিদেবীকে মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাই। শান্তির মূর্ত্তি কখন চিত্রেও দেখি নাই, বর্ণনাতেও পড়ি নাই, কিন্তু এই কেদারনাথে অবস্থিতিকালে

মন যেন আপনিই সেই পবিত্রতাময়ী মূর্ত্তি আপনি অঙ্কিত করিয়া লয়—শুভ্র কেদার নাথে শুভ্র জ্যোৎস্নাই যেন শান্তির রূপ, শান্তি যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয়া নহে, সুতরাং নিয়মাতিরিক্ত হস্তের প্রয়োজনাভাব—দ্বিভুজা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এ মূর্ত্তিতে আরক্ততার লেশমাত্র সম্ভবে না, সুতরাং গণ্ডস্থলের রক্তিম রূপ কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, তবে প্রফুল্লতা তাঁহার প্রাণ—হাস্যলীলায় গণ্ডস্থল ঈষৎ কুঞ্চিত ও তাহার বর্ণ একটু গাঢ়তর। আভরণের অভাবই তাঁহার সৌন্দর্য্য-সম্ভার। শ্রোণী-তটাবলম্বী কেশপাশ শুভ্র কুসুমমাল্যে জড়িত, ভ্রুবিলাসানভিজ্ঞ কটাক্ষ, আনন-স্পর্শ-লোভী কুন্তল, পরিধানে শুক্লাম্বর, দুই হস্তে বরাভয়। ভাবুকমাত্রেই কেদারনাথের এই অপূর্ব্ব শান্তিপূর্ণ ভাব মনস-ফলকে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। যখনই একাকিনী গুহাদ্বারে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করি, তখন আর সংসারের কিছু মনে স্থান পায় না। কিন্তু মন এরূপ অশান্ত যে কর্ণে কোন শব্দ পাইলে আর স্থির থাকিতে পারে না, কিরূপেই পারিবে—স্ত্রীলোকে মনপ্রাণ অপেক্ষাও সতীত্বের অধিক সমাদর করে। মুখে আনিবার কথাই নয়—মনে আনিতেও ঘৃণা হয়, রাজপুতকন্যা যবনের বিলাসভোগ্যা হইবে, দুর্ম্মতির কি দুরাশা! একথাই বিরূপে বলিতে পারি—তাহার আশা ভিত্তিবিহীন নহে। খনির তিমিরাবৃত গর্ভে পদ্মরাগের উদ্ভব, আবার অকিঞ্চিৎকর কাচেরও সম্ভব দেখিতে পাই। পদ্মিনী কর্ম্মদেবী রাজপুতকুলের অলঙ্কার, আর যবনপ্রণয়-পিপাসিতা রাজপুতকন্যা দুরপনেয় কলঙ্ক। সিরাজ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব, তাহার মনে যাহা উদয় হয়, কাজেও তাহা পরিণত করিতে

সক্ষম, কিন্তু পাপের প্রতিফল সংসারে অপরিহার্য্য—শুনিয়াছি, অনেক সতীই তাহার হস্তে সতীত্ব রত্ন হারাইয়াছে। তাহার পতনকাল সম্মুখীন জানিবে, যদি কৃষ্ণার অমূল্য সতীত্বধন অপ-হরণের পূর্ব্বে তাহার অধঃপতন না ঘটে, তাহা হইলে কৃষ্ণার প্রাণপক্ষী যবনস্পর্শমাত্র এই ভঙ্গুর পিঞ্জর ভগ্ন করিবে, তাহা হইলে হয়ত ইহাই আমার শেষ পত্র হইল। তবে আমাদের তীর্থযাত্রার আর বড় বিলম্ব নাই। অদ্য কিম্বা কল্যই সম্ভব। যদি নিরুপদ্রবে তাহা সম্পন্ন হইতে পায়, তাহা হইলে যেখানে যখন থাকিব, তখন সেখান হইতে তোমাকে সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব, ফলতঃ তুমিও নিশ্চিন্ত থাকিবে না, আমার সংবাদ দেওয়া অপেক্ষা তোমার সংবাদ লইবার অনেকটা সুবিধা। পত্রখানি ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতেছে, শেষ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না, অথচ পত্রবাহক অপেক্ষা করিতেছে না—না করিলেই নয়। আমরা সকলে শারীরিক বেশ সুস্থ-সচ্ছন্দ আছি ইতি তাং————সাল————।

স্বাক্ষর—শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দেবী।

২১। একখানি হুকুমনামা।

পরম কল্যাণাস্পদ

শ্রীমান বিজয় বল্লভ সিংহ দেবদণ্ডধর

প্রতিআগে—

সংপ্রতি জনার্দ্দনগড় রাজ্যের অধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর রাজকুমারী শ্রীমতি কৃষ্ণভাবিনী দেবীসহ তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। উক্ত রাজবংশের সহিত বিজয়গড় রাজবংশ সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ। তুমি বিজয়গড় রাজ্যের সেনাপতির পুত্র, তোমার পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন—উপস্থিত কার্য্য তোমার দ্বারা সেইরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনাবোধে তোমাকে ৫০৲ টাকা বেতনে নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি আপন পছন্দ মত চারিজন সশস্ত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া উক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুগমন করিবে। তিনি সানুচর কখন কোথায়, কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করেন, কেমন থাকেন, সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবে। পথিমধ্যে তাঁহাদের কোন আপদ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিলে তৎক্ষণাৎ অত্র রাজ-

ধানীতে সংবাদ পাঠাইবে, এবং উপস্থিতমত যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। অতিরিক্ত কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন বিহিত বোধ হয় করিবে। শুনা গিয়াছে মুর্শিদাবাদের নূতন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর সতীত্বাপহরণ-প্রয়াসী হইয়াছে—সে পক্ষে সাবধান থাকিবে, ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে নিকটবর্ত্তী হিন্দুরাজামাত্রেরই সাহায্যার্থী হইবে, এবং এখানে লিখিয়া পাঠাইবে।

সংবাদ পাঠাইবার জন্য চারি চারি ক্রোশ অন্তর দুইজন করিয়া অশ্বারোহী রাখিবে, যত অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকিবে, অশ্বারোহীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি করিতে হইবে।

তুমি সানুচর তাঁহাদের যে অনুবর্ত্তী হইয়াছ একথা যতই অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। তোমাদের সহিত শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের যেন কোন সংস্রব নাই ইহাই প্রকাশ রাখিতে হইবে। এইকার্য্য যতই বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিবে ততই তোমার ভাবী সেনাপতিত্বে উপযুক্ততার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুচারুরূপে এই দৌত্যকার্য্য সমাধা করিলে উপযুক্ত পুরস্কার লাভে তোমার দাবী চলিবে। ইতি———তাং———সন

স্বাক্ষর—শ্রীআদিত্য প্রতাপ সিংহ।

২২। একখানি পত্র।

মহামহিমান্বিত

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহ

ধবলদেব বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

চলিত পত্র কিঙ্করপুর সরাই হইতে বিজয়গড় রাজধানী।

মহিমার্ণবেষু—

নিবেদন এই যে হুজুরের আদেশানুসারে আমরা চারিজন অশ্বারোহী, গত কল্য দিবা অপরাহ্ণ সময়ে কিঙ্করপুর সরাইয়ে আসিয়া শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের শিবির সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি সানুচর আজি দুই দিন এখানে বিশ্রাম করিতেছেন। অনুসন্ধানে শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর সুস্থসচ্ছন্দতার বিষয় অবগত হইয়া সুগোচর কারণ লিপিবদ্ধ করিলাম। আরও অবগত হইলাম যে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুরের

সহযাত্রী হইয়াছেন। শ্রীমতী রাজকুমারী প্রতিদিন সায়ংকালে শিবির মধ্যে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় কালক্ষেপ করেন। শুনিলাম রাজকুমারী স্নানাহার ও সন্ধ্যাবন্দনাদির পর অবকাশ-কালে শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়াই অভিনিবিষ্ট থাকেন, আর কিছু করেন না। তাঁহারা যে দিন যেখানে অবস্থিতি করিবেন আমরাও সে দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিব। কোন বিপদাপদের সূচনা শুনিলেই আপনার সুগোচর করিবার পক্ষে ত্রুটী করিব না। আমরা যে আপনার প্রেরিত, এবং রাজকুমারীর রক্ষণাবেক্ষণে ব্রতী হইয়া আসিয়াছি—একথা কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই—হইবেও না। তাহাতে যখন আপনার নিষেধ আছে—তখন কেনই বা দিব। মহারাজ রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুরের কোন অনুচর পরিচয় জিজ্ঞাসিলেও প্রকৃত বিষয় গোপন করি। সে পক্ষে যতদূর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন তাহার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হয় নাই—নিবেদন মিতি তাং——সন——

আজ্ঞাধীন ভৃত্য

স্বাক্ষর—শ্রী বিজয় বল্লভ সিংহ।

২৩। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবী

চিরায়ুষ্মতিষু—

চলিত পত্র বিজয়গড় রাজধানী হইতে—রাজশিবির

প্রাণাধিকা কৃষ্ণা!

কেদার নাথ পাহাড়ের যোগিনী গুহা হইতে যে পত্রখানি লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া সমস্ত অবগত হইলাম। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডার অনন্ত। মানবের চক্ষু সমস্ত জীবনেও তাহা দেখিয়া শেষ করিতে পারে না। সুবিশাল ধরিত্রী-পৃষ্ঠে বন-স্থলির সংখ্যা করা যায় না, ভূধরগণ গণনার মধ্যে আসিতে পারে না, বারিধি-বহুলা-বসুমতী বিশাল জল-রাশিতে বেষ্টিতা, কোথায় কত সাগর উপসাগরাদি আছে তাহাও নিশ্চয় করা অসম্ভব। এই সুবিস্তৃত বসুধাবক্ষে নদনদী, গিরিগহন গ্রাম-

পল্লী-নগরাদি যেখানে চক্ষু চাহিয়া দেখিবে সেইখানেই প্রকৃতি শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া মানবের চিত্তপ্রসাদনের জন্য প্রস্তুত দেখিতে পাইবে। দেশভ্রমণে প্রতিদিন প্রকৃতির নূতন নূতন সৌন্দর্য্যাবলোকন, নানাজাতীয় জীবজন্তু সন্দর্শন, বিভিন্ন মানব প্রকৃতির পরিচয়লাভ দ্বারা মনে যেরূপ অপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে তীর্থদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া শাস্ত্রকারেরা হিন্দুকে সকল বিষয়ে সংযত করিবার জন্য স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সর্ব্ববিধ নীতিকেই ধর্ম্মনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তীর্থদর্শনে ও দেশভ্রমণেও পুণ্যের কথা পাড়িয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা বুঝিয়াই তাঁহারা এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশভ্রমণে যতদূর চিত্তপ্রসাদ, আবার জ্ঞানলাভও ততদূর। আমার ইচ্ছা হয়, যদি রাজকার্য্যের গুরুভার প্রাপ্তির-পূর্ব্বে কখন সুবিধা পাই, তাহা হইলে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলি একবার পরিভ্রমণ করিব। দেশভ্রমণ-সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষাও সৌভাগ্যবতী।

মুর্শিদাবাদের দুরাচার নবাবের কুকীর্ত্তি-কাহিনী বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অধঃপতন কামনা করিতেছে। শুনা যাইতেছে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই তাহার প্রতিকূলতা অবলম্বন করিয়াছেন, কি উপায়ে তাহার উচ্ছেদ সাধন হয় তাহারই চিন্তা করিতেছেন। দুরাত্মা মার্জারভ্রমে পশুরাজপুচ্ছে পাদার্পণ করিয়াছে। আগ্নেয়াস্ত্র-পারদর্শী যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ইংরেজ জাতির বৈরতাসাধনে

প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যেই শতাধিক ইংরেজকে কারারুদ্ধ করিয়া একরাত্রিতে তাহাদের প্রায় সকলকেই সংহার করিয়াছে। অচিরেই যে তাহার নিধনসাধন হইবে সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ইংরেজ মুর্শিদাবাদের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন এ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সহিত নবাবের কোন সংস্রবই নাই, থাকিলে কি হইত বলা যায় না। তোমার পিতৃদেব এসময় তীর্থযাত্রা করায় রাজপুত-গৌরবের অনেকটা হানি হইয়াছে। বস্তুগত্যা তিনি নবাবের ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করেন নাই, সংসারে নানা প্রকৃতির লোক আছে, সকলের মন সমান নহে, এজন্য নানাজনে নানা কথা কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক, প্রতিদিন যাহাতে তোমার সংবাদ পাই তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছি। তোমরা যে দিন, যেভাবে যেথানে থাকিবে সেই সংবাদ বহন জন্য একদল অশ্বারোহী সৈনিক নিযুক্ত করিয়াছি। সেই সৈনিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বে আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ও বর্ত্তমান সেনাপতির পুত্র শ্রীমান্ বিজয়বল্লভ সিংহকে উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত বোধে নিযুক্ত করিয়াছি। যেদিন যেস্থানে তোমাদের শিবির সন্নিবেশিত হইবে চারি জন অশ্বারোহী সহিত সেদিন তিনি সেস্থানে উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহাকে দিয়া সকল সংবাদই পাঠাইতে পারিবে। তাহাতে দ্বিধা বোধ করিবে না। উপস্থিত এথানকার সমস্ত মঙ্গল। তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে ইতি——তাং——সন——

স্বাক্ষর—শ্রীআদিত্য প্রতাপ সিংহ।

২৪। একখানি পত্র।

মহামহিমান্বিত

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহ

বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু—

চলিত পত্র ভূধরপুর সরাই হইতে বিজয়গড় রাজধানী।

মহিমার্ণবেষু—

ভূধরপুর সরাইয়ে পঁহুছিয়া সমস্ত সংবাদ আপনার স্বগোচর করিয়াছি। মহারাজ বাহাদুর এখানকার শোভা-সমৃদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া দুইদিন এখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গত কল্য রাত্রি আনুমানিক চারিছয় দণ্ডের সময় সরাইয়ের একটী দোকানে আহারাদির আয়োজন হইতেছিল, দোকানের সম্মুখে আমি একটী বটবৃক্ষতলে সদর রাস্তার উপরি একখানি চারি-পায়ায় বসিয়া গত কল্য যে জনরব শুনিয়াছিলাম

তাহারই বিষয় ভাবিতেছিলাম। জ্যোৎস্না-দুকূলা যামিনী—সিত-রশ্মির শৈত্যসুধায় দিবাভাগকে গঞ্জনা দিতেছিল, সুগন্ধ মলয়মারুৎ নানা জাতীয় আরণ্য কুসুমের সৌরভভার লইয়া শরীর জুড়াইতেছিল—মনকে উন্মত্ত করিতেছিল। গিরিগাত্র-স্থিত সাঁওতালপল্লী হইতে কলহ-কন্দলামোদী দেবর্ষির বীণানুকারী সাঁওতাল বালকদিগের বংশীরব সমীরবাহনে দুলিতে দুলিতে শ্রুতিবিবর অমৃত প্রবাহে উদ্বেলিত করিতেছিল। ইহাতে মন যেন মরজগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া, আধিব্যাধি জন্মমরণাদির সীমা অতিক্রম করিয়া আনন্দময় ধামে বিহার করিতেছিল—ইহ সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই কুসুমাধিবাসিত সমীরণের স্পর্শসুখ, বায়ুবাহিত বংশীধ্বনির শ্রবণসুখ, চারু-চন্দ্রিকা-ভিরঞ্জিত রজনীর দৃশ্যসুখ সকলই বিস্মৃতিসলিলে নিমগ্ন হইয়া গেল। আমি পাষাণপুত্তলের ন্যায় উপবিষ্ট ছিলাম, অকস্মাৎ তূরীনিনাদে সুপ্তোত্থিতবৎ চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখি—রাজপথে উচ্ছৃঙ্খল জনতা চারিদিকেই বিপদের শব্দ—সসজ্জ রামশরণ দুবে, বাহির হইয়া বলিল—"বিপদ উপস্থিত।" নবাবের লোকজন মহারাজার শিবির আক্রমণ করিয়াছে, শুনিবামাত্র অসিচর্ম্মে যুদ্ধসজ্জা করিয়া, নিমেষ মধ্যে চারিজনেই অশ্বারোহণে শিবির-সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম মহারাজা অশ্বারোহণে শিবির রক্ষা করিতেছেন, শিবিরসম্মুখে একটা যবনের ছিন্ন মুণ্ড পতিত। জনার্দ্দনগড়-সেনার অধ্যক্ষ দিগ্বিজয় সিংহ সহস্রাধিক সৈন্যের সহিত আপনার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। গিরিগাত্রে তুরগ-পদ-প্রহার, অসিযুদ্ধের বিকট নিক্কণ

ও উভয় পক্ষের আস্ফালন-শব্দে শ্রুতিপীড়া জন্মাইতে লাগিল। আমরা মহারাজের পক্ষাবলম্বন করিলাম। চন্দ্র-করোদ্ভাসিত সর্পজিহ্ব যুদ্ধাস্ত্র সকলের ঘূর্ণন বিদ্যুৎপতাকার ন্যায় ক্ষণেক্ষণে অন্তঃরীক্ষ আলোকিত করিতে লাগিল। মহারাজের সৈন্য দুইশতের অধিক নহে। তাঁহার শিবির গিরিগাত্রে সংস্থাপিত ছিল। সৈন্যগণের অধিকাংশই তাহা বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছিল। আমরা চারিজন ও তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ জন সৈনিক সহস্রাধিক যবন সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রায় চারি দণ্ড পরে আনুমানিক দুই সহস্র সাঁওতাল তীরধনুক, বল্লম লইয়া আমাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইল—তাহাদিগকে শিবিরের চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া মহারাজের সৈন্যগণকে সহায় করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নিশা দ্বিতীয় যাম অতিক্রম করিল, যবনসৈন্য অর্দ্ধেকেরও অধিক নিহত হইল। আপনাদের সংখ্যাহ্রাস দেখিয়া তাহারা দ্বিগুণিত বলে সাঁওতাল-দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল—মহারাজ যেমন তাঁহার অশ্বকে সেইদিকে চালনা করিলেন—পার্শ্বদেশে যে একটী ভীমকান্তা রাজপুতরমণী অশ্ব-পৃষ্ঠে মহারাজের শরীর রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহার শিরস্ত্রাণ শিরচ্যুত হইল, পরক্ষণেই তিনি রণশায়িনী হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ অব্যবস্থিতের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। নিমেষমধ্যে কনক-নিকষ-স্নিগ্ধা সৌদামিনীর ন্যায় আর পাঁচটী রমণী অশ্বপৃষ্ঠে শিবির হইতে বাহির হইলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে বারম্বার নিষেধ করিলেন—বেশ শুনিতে পাওয়া গেল—তিনি বলিলেন "তোমা-দের রণাগ্রমুখী হইবার সময় এখনও হয় নাই—শিবিরে প্রবিষ্ট

হও।” তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না—ত্বরিৎ-গমনে একবার শৈলশিখরে, একবার পর্ব্বতগাত্রে আপনাপন অশ্বগুলিকে বায়ুগতিতে চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের পরিচ্ছদ ও ভাবভঙ্গিতে কুমারী কৃষ্ণভাবিনী বলিয়া মনে হইল। তাঁহার পরিচ্ছদ স্বর্ণচিত্রিত পেশোয়াজ—মস্তকের মুকুটটি যেন লাল-নীল-হরিৎ-পীতাদি বর্ণের তারকা-রাশিতে খচিত, মধ্যস্থলে স্যমন্তক অপেক্ষাও বৃহৎ ও উজ্জ্বলতর একখানি হীরক যেন জ্যোতিষ্মান্ জবাকুসুমের রূপ ধারণ করিয়া সুধাংশুর অংশুরাশিকে মলিন করিতে লাগিল। তাঁহার তুরঙ্গমটী যেন বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, এই দেখা গেল তিনি পর্ব্বত-গাত্রে শত্রুসৈন্যের মধ্যবর্ত্তিনী, পরক্ষণেই অমনি আপন সেনাপতির পার্শ্বে, আবার চক্ষের নিমেষমধ্যে পর্ব্বত-বেষ্টন করিয়া শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে। অশ্বের লঘুগতি প্রযুক্ত শত্রুসৈন্য তাহার পৃষ্ঠারোহিণী সৈনিক সীমন্তিনীর কিছুই করিতে পারিল না, কিন্তু তিনি পলকে প্রলয় উপস্থিত করিতে লাগিলেন, দুই দণ্ডকাল মধ্যে প্রায় তিন চারি শত শত্রুসৈন্য নিহত করিলেন। শত্রুপক্ষের একজন রাজপুত সেনাপতির পতনে মনে হইল যেন সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল—শত্রুগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। এই সময় মহারাজ রত্নধ্বজ একটু অনতর্ক ছিলেন, সময় বুঝিয়া যবন সেনাপতি তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইল, মহারাজার সাহায্যার্থ অন্য কেহ ছিল না—যবন সেনাপতির সহিত অসিযুদ্ধে মহারাজা রত্নধ্বজ নিহত হইলেন, তিনি ভূতলশায়ী হইতে না হইতেই সেই লঘুগতি অশ্বারোহিণী বীরবালা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া সেই যবন সেনাপতির মস্তক অসির আঘাতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

যবনসেনা তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না—যে কয়টী রাজপুতললনা এতক্ষণ সমরকৌশল প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহারা তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বন্দী করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। মহারাজ রত্নধ্বজের পক্ষে যে দুই তিন জন সেনাপতি সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন, ক্রমে আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না। সকলেই প্রায় রণক্ষেত্রে মহাশয়ন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া বীরবরণ্যা রাজপুত রমণীগণকে বিলক্ষণ সন্ত্রাসিত বোধ হইল। আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচজন, মহারাজ রত্নধ্বজের সৈন্য সংখ্যাও প্রায় একশত—শত্রুসৈন্য তখনও চারি পাঁচ শত। মনে হইল যেন বিহঙ্গিগুলি নিষ্ঠুর ব্যাধের জালায় মধ্যে ধৃত হইল। সকলেই শত্রুব্যূহ মধ্যে পতিত। এইসময় আমি রাজপুত সেনার অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিলাম—ব্যূহবন্ধনচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। সেই সুবিধা পাইয়া লঘুগতি-অশ্বারোহিণী আপন অশ্বকে যেন উড়াইয়া লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন, দুইটী রমণী শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইয়া ধরাশায়িনী হইলেন; একটী শত্রুগণের বন্দিনী হইলেন। যবন-সেনা মহাশব্দে তাঁহাকেই শ্রীমতি কৃষ্ণভাবিনী বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে আপনাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল, কিন্তু আমার বোধ হইল, যিনি অগ্রে পলায়ন করিয়াছিলেন তিনিই কৃষ্ণভাবিনী। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সেই শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম মহারাজ রত্নধ্বজ সিংহের বিপুল বীরত্বব্যঞ্জক শব গিরিগাত্রে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের ন্যায় পতিত—চারিটী রাজপুতললনা ছিন্নমূলা স্বর্ণ-লতিকার ন্যায় ভূমিশয্যাশায়িনী! শত্রুপক্ষের একটী রাজপুত সেনা-

পতির শব ধূলি-বিলুণ্ঠিত দেখিলাম—তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্যে কয়েক খানি পত্রিকা ও একখানি ইয়াদদস্ত বহী দেখিতে পাইয়া তাহা পত্রবাহক হস্তে পাঠাইতেছি। শুনিলাম ইনিই নাকি সুবর্ণ-গড়রাজ্যের সেনাপতি। আমরা মহারাজ রত্নধ্বজের ও রাজপুতরমণী কয়েকটীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধা করিবার এবং শ্রীমতী রাজকুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর অনুসন্ধান জন্য এস্থানে অবস্থিতি করিলাম। উপরি-উক্তা রাজকুমারীকে পাইলে বিহিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে লইয়া যাইব নতুবা আপনার প্রত্যুত্তর প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। আমার কটিদেশে শত্রুরা একটী বিষম অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। তাহাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার শক্তি হারাইয়াছি—কিমধিক—মিতি——তাং——সন——

আজ্ঞাধীন

স্বাক্ষর—শ্রীবিজয় বল্লভ সিংহ।

———

২৫। একখানি পত্র।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত আদিত্য প্রতাপ সিংহ ধবলদেল

বাহাদুর শ্রীপদেষু—

চলিত পত্র জনার্দ্দনগড় হইতে—বিজয়গড় রাজধানী।

ভাই আদিত্য—

যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে আমার অদৃষ্ট-গগন আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আবার যে আশার আলোক দেখিতে পাইব, আবার যে তোমাকে এরূপ সাদর সম্ভাষ করিতে পাইব, আবার যে দুঃখদগ্ধ মনের কথা খুলিয়া লিখিতে পারিব—হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার দিন পাইব, তাহা কল্পনার খেলাতেও খুজিয়া পাই নাই। প্রাণ থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে সকলই সম্ভব। দৈববলের নিকট সকল

বলই পরাভূত। দৈববলে ভূপতি পথের ভিখারী—আবার দৈববলে পথের ভিখারীও ভূপতি। যেখানে শরীরের বল, মনের বল, বুদ্ধির বল, আশার বল, উৎসাহের বল সকল বলই অবসন্ন সেখানে দৈববল পাইলে কিছুরই অভাব থাকে না। দৈব সেখানে ইন্দ্রজালবিস্তারে অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ করিয়া যাহা হইবার নয়, তাহা করিয়া দেয়। মানবীয় বুদ্ধির অতীত পথে দৈবের প্রাধান্য আছে—মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধিতে যাহার সংকুলান না হয়, দৈব তাহা কুলান করিতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উদ্যমে ও অনুষ্ঠানে যে ঘটনা-চক্র বিন্দুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার নহে, দৈব তাহাকে ঘুরাইতে পারে। আমার অবস্থা দৈবের এতাদৃশ অসাধারণ শক্তিশালিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে বলিয়াই আজি দৈবের হইয়া এতকথা লিখিতেছি। আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর দৈবের প্রভুতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

আজি দুই দিন আমরা সকলে ভূধরপুর সরাইয়ে উপস্থিত হই—স্থানটী বড়ই চিত্তপ্রসাদক দেখিয়া পিতৃদেব সেখানে শিবির সংস্থাপনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সরাইটী একটী পাহাড়ের নিম্নে—পাহাড়টী অধিক উচ্চ নহে; তাহার শিরোদেশে ও গাত্রে কতকগুলি অশোক, বকুল ও সহকার তরু উর্দ্ধাধ ভাবে এরূপ সুন্দররূপে অবস্থিত যে দেখিলেই স্থানটীকে প্রকৃতির প্রিয়তর বলিয়া বোধ হয়। পাহাড় ও সরাইয়ের মধ্য দিয়া সুপ্রশস্ত রাজপথে দিবারাত্র জনস্রোত চলিয়া থাকে। অদূরবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে একটী অপূর্ব্ব বনস্থলী। তাহাতে নানাজাতীয় শারদ কুসুম বিকশিত হইয়া নয়ন ও মনের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিতেছিল। কেকোৎকণ্ঠ ময়ূরময়ূরীগণ দলবদ্ধ হইয়া কখন ভূমিতলে,

কখন বৃক্ষমূলে, কখন বা শ্যামল বিটপীশিরে ক্রীড়া করিতে করিতে বনের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছিল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাজাতীয় বিহঙ্গরবে বনটী প্রতিধ্বনিত। তাহাতে তৃণভোজী পশু ভিন্ন শ্বাপদ জন্তুর সমাগম দেখিলাম না। স্থানটী যেন শান্তির নিকেতন। আমরা যখন তথায় উপস্থিত হইলাম তখন শরৎকালীন বালারুণ-কিরণজাল শ্যামল বিটপীশিরগুলিকে যেন স্বর্ণ-দ্রবে রঞ্জিত করিতেছিল। অম্ভোবিন্দুগ্রহণ চতুর চাতক আকাশমার্গে শ্রোত্রমনোহর শব্দ ছড়াইতেছিল। কয়েকদিন হইতে এস্থানে বিন্দুমাত্র বারিবর্ষণ হয় নাই, এজন্য দারুণ গ্রীষ্মানুভূতি হইতেছিল। আমরা কিয়ৎকাল পথিপার্শ্ব-বর্ত্তী বটবৃক্ষমূলে শ্রান্তিদূর করিয়া শিবিরে প্রবিষ্ট হইলাম। আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম—অম্ভোধর-সঙ্গ-শীতল-বায়ু-স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল—শিবিকাদ্বার উন্মুক্ত ও আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম স্নিগ্ধবেণী-সবর্ণ বারিবাহ সমস্ত গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে। অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে—আমার মনে হইল শিবিরের পশ্চাদ্ভাগে অদূরশ্রুত শব্দে দুইজন কথোপ-কথন করিতেছে, দ্বারস্থিত আজ্ঞাবাহককে বারম্বার চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—বৃষ্টির শব্দের সহিত সেই শব্দ মিশিয়া গেল, পূর্ব্ববৎ কথোপকথন শব্দও শ্রুতিপথে আসিল না। ক্রমে বৃষ্টি থামিল—বাস্ত-বৃষ্টি বারিদবৃন্দ বিশ্লিষ্ট হইয়া নভোমণ্ডলকে ছিন্ন নীলাম্বরের ন্যায় দেখাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে দিবাদ্যুতি দিবাকরকে সুপ্রকাশিত করিয়া বৃষ্টিকরধৌত শরতের শ্যামল-দুকূলা ধরিত্রীকে হাসাইতে আরম্ভ করিল। সে হাসির মধুরতা অজাতরদন শিশুর হাসিতে পাওয়া যায় না, সুচারু চন্দ্রবদনা

ষোড়শীর অঙ্গ-স্ফুরণেও খুঁজিয়া মিলে না। পৃথিবী কিন্নিরবা—এসময় স্বভাবতঃই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনেচ্ছা বলবতী হয়। পিতৃদেব আপন পটমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আহ্বান করিলে সহচরিগণকে লইয়া আমি বাহিরে বসিলাম, গুরুদেব আসিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; তাহাতেই দিবাবসান হইল—তমালমলিনা সন্ধ্যা কিয়ৎকালের জন্য আকাশ অবনী মলিন করিল—দেখিতে দেখিতে সুনীল শারদ-গগনের প্রাচীমূলে পূর্ণকল-শশধর সমুদিত হইলেন। সকলে সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য আপনাপন পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পিতৃদেবের পটমণ্ডপে আবার পুনর্ম্মিলিত হইলাম। গুরুদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্ম্মাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, আমরা অনন্য মনে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

যামিনীর প্রথম যাম অতীত—প্রকৃতি প্রশান্ত মূর্ত্তি—পার্ব্বত্য প্রদেশের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তূরীধ্বনি শ্রুতিস্পর্শ করিল। আমরা যে কয়েকটী রমণী ছিলাম সকলেই চকিত হরিণীর ন্যায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। আমাদের সেনাপতি বিপদ সমীপবর্ত্তী বুঝিয়া সৈন্যগণকে রণসজ্জার আদেশ দিতেছেন শুনিতে পাইয়া পিতৃদেব যুদ্ধবেশ ধারণ করিলেন। পরক্ষণেই সমরশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমরা সুস্থির হইতে পারিলাম না, সকলেই যুদ্ধসজ্জা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পুরন্দরপুরে তুমি যখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে, আমি তখন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিয়া-শিখিয়াছিলাম। তদতিরিক্ত যুদ্ধের কোন জ্ঞানই ছিল না। সাহসের মধ্যে

আমার বড়বা "বিদ্যুল্লতাকে" ছাড়িয়া আসি নাই, সঙ্গেই আনিয়াছিলাম। বিশ্বাস এই যে বিদ্যুল্লতার পৃষ্ঠারূঢ় থাকিতে কেহই আমার কেশের অপচয়ে সমর্থ হইবে না। যখন দেখিলাম শত্রুসৈন্য আমাদের অপেক্ষা চতুগুণ অধিক—তাঁহারা আমাদের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন আর থাকিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই মাতৃকল্পা পুর্ণেন্দুবদনা দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে পিতৃদেবের অনুগামিনী হইয়া তাঁহার শরীর রক্ষা করিতেছিলেন। যখন তাঁহার সমরশয্যা-শব্দ ... হইল, তখন পিতৃদেবের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত না করিয়া আমরা সকলে বহির্গত হইলাম—পূর্ব্ব হইতেই আমার বিদ্যুল্লতাকে আপন পটমণ্ডপের পার্শ্বদেশে সুসজ্জিত রাখিয়াছিলাম। প্রবাদ আছে রমণী অস্ত্রধারণ করিলে মহাশক্তি তাহার শরীরে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েন, একথার সার্থকতা আমি আপনি সে সময়ে প্রত্যক্ষ করিলাম। পটমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন প্লাবনবারির ন্যায় যবনসেনার সমাবেশ দেখিলাম তখনই প্রমাদ গণনা করিলাম। শত্রুপক্ষে যে কয়েকজন সেনাপতি যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের মধ্যে সুবর্ণগড়রাজ বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের ভাগিনেয় কুমার নরেন্দ্র নারায়ণকে দেখিয়া চিনিলাম। অপর সেনাপতিগণ সকলেই যবন। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র আমার সর্ব্ব শরীরে মহাশক্তির সঞ্চার হইল। সুশিক্ষিতা অশ্বিনী নক্ষত্রবেগে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনি আক্রান্ত হইবার অগ্রেই নিরাপদ স্থানে সরিয়া আসিতে লাগিল, পথিমধ্যে আমার অস্ত্রাঘাতে কুমার নরেন্দ্র নারায়ণের মুণ্ড মৃত্তিকা তলে নিক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া যবনসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। এই

সময় পিতৃদেবের সামান্য অসতর্কতা প্রযুক্ত দুরাত্মা যবনসেনা-পতির হস্তে তাঁহার নিধনসাধন হইল দেখিয়া আমার আর প্রাণে কিছু রহিল না—হস্তপদাদি অবশ হইয়া আসিল, বক্ষঃস্থল ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্বসংযমে অসমর্থপ্রায়—নিমেষমাত্রকাল এরূপ অব্যবস্থিত দেখিয়া শত্রুসৈন্য চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, তখন ভাবিলাম বুঝি বা শত্রুর উদ্দেশ্য সফল হইল। ভাবিলাম—আর নয়, স্বাবলম্বনে মন দিতে হইতেছে। তখন পিতৃশোক পরিত্যাগ করিলাম। এছার নারীজন্মে ধিক্—নারীধর্ম্মেও ধিক্! তাহারই জন্য শিলাসম নির্ম্মম হইতে হইল। শত্রুরা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত—পলায়নের কোন উপায় নাই—তোমার নায়েব সুবেদারের নাম মনে নাই—যথেষ্ট সাহায্য করিলেন—পলাইবার পন্থা পাইলাম। সঙ্গিনিগণের প্রায় সকলেই সমরশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন জানি না—কেহ আমার ন্যায় সুবিধা পাইয়াছেন কি না।

আমার বিদ্যুল্লতা যে আমাকে সেই দুর্গম গিরি নদী ও প্রান্তর সমাকুল পথে কোন্ দিক দিয়া কোথায় লইয়া চলিল আমি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম নাই। কোথাও লোকালয় নাই, মনুষ্যের সমাগম নাই—কেবলই তীর-তারা-উল্কার ন্যায় দ্রুতগমনে সে দৌড়িতে লাগিল। আমিও কোনস্থানে মনুষ্যের পদচিহ্ন না পাইয়া তাহারই উপর পথপ্রদর্শনের ভার দিয়া পৃষ্ঠদেশে বসিয়া রহিলাম। এক একবার নভোমণ্ডলে নিশানাথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অশ্বিনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল—নিশাও যেন আপন দীর্ঘতা ততই বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এক একবার মনে

করিতে লাগিলাম রণস্থলের দুই এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে কোন একস্থানে রাত্রিযাপন করিলেই হইত—অশ্বিনীর বশ্যতা স্বীকার সঙ্গত হয় নাই। পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ারই কি হইল। রাজপুতের যুদ্ধমৃত্যু তীর্থমৃত্যু অপেক্ষাও পুণ্যজনক সত্য—পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য-পালন হইল না। তখন আপন প্রত্যবায়চিন্তা উপস্থিত হইল। নারীজন্মের কোন কাজই আমার দ্বারা হইতে পারিল না ভাবিয়া বড়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। অনুতাপের তুল্য তাপ আর নাই। যাহাকে অনুতাপ করিতে হয় সেই তাহা জানে। শরীরে সহস্র বৃশ্চিকদংশনে যত না যাতনা হয়, এই কর্ত্তব্যবিমূঢ়তাপ্রযুক্ত আমার ততোধিক যন্ত্রণা হইতেছিল। যখন মনে হইল পিতৃদেব পবিত্রাচারী হিন্দু ছিলেন—ত্রিসন্ধ্যা-ব্যতীত তাঁহার জলগ্রহণ হইত না, দীনহীন ক্ষুধাতুরকে ভূরি-ভোজন না করাইয়া তাঁহার আহারে রুচি হইত না। তাঁহার রাজসম্পদ আপন্নার্ত্তি-প্রশমন-ফলা বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। তাঁহার ভৌতিক দেহ অগ্নি-সংস্কৃত না হইয়া শ্বাপদ পশুপক্ষীর ভক্ষ্য হইল। কন্যার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অনুতাপের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু জানিবে—ভগবান যাহা করেন, তাহা ভাল ব্যতীত মন্দের জন্য নহে, দৈব যাহা ঘটায় তাহাতে ভাল ভিন্ন মন্দ প্রায়ই হয় না।

নিশা অবসান হইল। চন্দ্রমা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া প্রতীচি-প্রান্তে আশ্রয় লইলেন। এমন সময় সরোবর হইতে বিস-কিশলয়-চ্ছেদ-পাথেয়বান-হংস-রব শ্রুতিপথবর্ত্তী হইল। প্রভাত-কালীন বনস্থলী বিহঙ্গমরবে জাগ্রত বোধ হইল। সরোবরের

সলিল-শিকরবাহী সমীরণ স্পর্শে স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদজন্য শরীর অনায়ত্ত হইল। তাহার উপর গত রাত্রির সমরশ্রম, পিতৃশোক ও অনিদ্রা-প্রযুক্ত অবসন্নতা আসিল। সময়-ধর্ম্মে নেত্রচ্ছদ দুইটী নিমীলিত হইল, চক্ষে ভার বোধ হইল। ক্রমে অশ্বিনীরও গতিশক্তি রহিত বলিয়া মনে হইল। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া অশ্বিনীর আস্তরণ উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সম্মুখবর্ত্তী এক স্নিগ্ধচ্ছায় তরুমূলে শয্যা প্রস্তুত করিলাম, অশ্বিনী যদৃচ্ছাক্রমে তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল। আপনি শয়ন করিলাম। ভাবিবার অবকাশ থাকিলে অনেক ভাবনাই ছিল, কিন্তু নিদ্রা তাহাতে নিরস্ত করিল। শয়নমাত্র বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলাম। সময়বিশেষে বহু উপাসনাতে যে সুষুপ্তি লাভ ঘটিয়া উঠিত না—আজি সে দাসিবৃত্তি অবলম্বন করিল। ক্রমে বেলা প্রায় দশদণ্ড অতীত হইল। শরতের মেঘমুক্ত দিবাকরের রশ্মিরাশি উত্তপ্ত হইয়া আসিল। উহা অংশে পার্শ্বে ও গণ্ডস্থলে স্বেদবিন্দু সঞ্চার করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রা মনের ও দেহের অবসাদ উপস্থিত করে—তাহার অবসানেও অনেকক্ষণ দেহ ও মন এতদুভয়েরই জড়তা থাকে। আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল, কিন্তু দেহের ও মনের স্ফূর্ত্তি পাইলাম না। মনে পিতৃশোক জাগিয়া উঠিল—যে পিতৃ-দেবের প্রশান্ত মূর্ত্তি কালি দেখিয়াছি—কালি যিনি ইহলোকে—আজি তিনি কোথায়—কালি যিনি সংসারমায়ায় মুগ্ধ, আজি তিনি সেই মায়া হইতে মুক্ত। কালি যিনি ঘোর সংসারাসক্ত, পার্থিব বৈভবে বিভোর—আজি তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—

নিষ্কাম, নির্লিপ্ত—ইহলোকের ভৌতিক দেহের সহিতও নিঃসম্বন্ধ। দেহের সহিত জীবের এই সম্বন্ধচ্ছেদ কেন ঘটে, কেই বা ঘটায়? ইহা স্বাভাবিক। জড়ের সহিত জীবের এসম্বন্ধ নিত্য নহে—কিছুদিনের জন্য মাত্র, আবার ভাঙ্গিয়া যায়। সম্বন্ধ ভাঙ্গিলে জড় ও জীব কোথায় যায়, কি হয়? জড় জড়ই থাকে—জীব? জীব আবার জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতায়। জীব পুনঃপুনঃ ইহাই করিতেছে। শ্মশান ও সূতিকাই তাহার নিয়তি—সূতিকা ও শ্মশানের ব্যবধানে সে কর্ম্মশীল। জগতে কিছুই নিষ্ক্রিয় নহে—জীবেরও কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি নাই। কর্ম্মাধীন জীব জন্মজন্মান্তরে ইহাই করিতেছে—ইহাই তাহাকে করিতে থাকিবে, যতদিন তাহার কর্ম্মের অবসান না হয়, ততদিন তাহার অন্য উপায় নাই। কর্ম্মশেষে পরমা গতি মুক্তিই তাহাকে শ্মশানে ও সূতিকা-শয়নে অব্যাহত রাখে। যতকাল তাহা না হইবে ততকাল জীবকে ইহলোকে শ্মশান-শয়নের কাজ শেষ করিয়া সূতিকাশয়নের অয়োজনে আবদ্ধ হইতে হয়—ব্রহ্মলোকে বা অন্য লোকে—জীবের কর্ম্মানুসারে তাহার ব্যবস্থা। ইহলোকলীলা ফুরাইলে জীবকে যে অবস্থাতেই হউক একরূপে বা অন্যরূপে বদ্ধ থাকিতেই হয়, অগত্যা তাহাকে ইহলোকের সকল সংস্রব সকল সম্বন্ধ ঘুচাইতে হয়। সম্বন্ধসংস্রবের পথও থাকে না, প্রবৃত্তিও জন্মে না। মৃত্যু বড় বিষম ঘটনা—শরীরীমাত্রেরই ইহার নিকট নিষ্কৃতি নাই। মৃত্যু যাঁহার নিয়মাধীন—শরীর ধরিলে তাঁহাকেও তাহার অধীন হইতে হয়। অতএব জীবমাত্রেই সূতিকা ও শ্মশান এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইতে বাধ্য। সূতিকায় উৎসব—শ্মশানে অবসাদ। আজি আমার বিষাদের দিন—

মাতৃহীন হইবার পর যে পিতা একমাত্র অবলম্বন ছিলেন তাঁহাকে হারাইলাম। হারান-জিনিষ খুঁজিলে মিলে, কিন্তু তিনি আর মিলিবেন না। তিনি যে পথে প্রস্থান করিয়াছেন সে পথে যাইলেও মিলিবার সম্ভাবনা কোথায়—অতএব বৃথা শোক! জ্ঞানিরা এই ভাবিয়াই শোকের বশীভূত নহেন, কিন্তু মোহমুগ্ধ মন তাহা বুঝিতে চাহে না।

ভাবিতে ভাবিতে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই—কি করিব, কোন দিকে যাইব—কতদূরে লোকালয় পাইব—অতঃপর এই চিন্তা উপস্থিত হইল। এরূপ সময় বিহঙ্গের চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে শব্দ তাহার ভীতিব্যঞ্জক বুঝিয়া চাহিয়া দেখি—একদল অশ্বারোহী সৈন্য গিরি-আরোহণ করিতেছে—বক্ষঃস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল—ভাবিলাম নিরাজসেনা এখানেও অনুসরণ করিল। এইবার অসহায় অবস্থায় প্রাণ হারাইলাম—ভাবিলাম প্রাণ যাউক নারীর অমূল্য ধন কি উপায়ে রক্ষা পায়! নিজ প্রাণ পরিত্যাগের অন্য পথ দেখিতে হইল। অশ্বিনীর আস্তরণে আত্মরক্ষার অস্ত্র ছিল, তাহা সংগ্রহ করিলাম—ভাবিলাম যাবজ্জীবন যে বিশ্বাস—ভগবান যাহা করেন, তাহা ভালর জন্যই করেন—তবে বোধ হয় মরিলে পিতৃদেবের সহিত মিলিতে পারিব, নতুবা আকস্মিক এ ঘটনা কেন—এ সুবিধা ছাড়িব না—আত্মরক্ষায় সমর্থ না হই—আত্মোৎসর্জ্জনে পিতৃশোকের সন্তর্পণ করিব। ইহাই স্থির করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম—সেনাপতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণা কর কি, ক্ষান্ত হও—আমি তোমার অগ্রজ প্রতিম দেবেন্দ্র—পরিচিত স্বর শ্রবণ করিয়াও মন তাহা বিশ্বাস

করিল না। এরূপ ভাবে অস্ত্রধারণ করিলাম যেন তাহা দুই দিকে পরিচালিত করিতে পারা যায়, তখন আমার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, সেনাপতি অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিবামাত্র যবনস্পর্শ মনে করিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলাম। তাহার পর কি হইল অনেকক্ষণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। তখন চৈতন্য সম্পাদন হইল তখন দেখিলাম অগ্রজ প্রতিম পিতৃস্বস্রেয় মহাশয়ের অঙ্কে শিরস্থাপন করিয়া রহিয়াছি। তিনি স্বহস্তে নলিনীদল দ্বারা বীজন করিতেছিলেন। পার্শ্বে প্রিয় সহচরী হরসুন্দরী উপবিষ্ট হইয়া আমার চৈতন্য সম্পাদনে ব্রতী রহিয়াছেন। তখন জীবনে আশ্বস্ত হইলাম। ইতিমধ্যে শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে পটমণ্ডপমধ্যে লইয়া নানা প্রকার শুশ্রূসা করিতে লাগিলেন। বৈকালে দাদার মুখে সমস্ত অবগত হইলাম। সাত আটদিন পূর্ব্বে তিনি দুর্ম্মতি সিরাজের সৈন্যপ্রেরণবার্ত্তা অবগত হইয়া সসৈন্য জনার্দ্দনগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবারাত্র সমভাবে পথপর্য্যটনে গত রাত্রির শেষার্দ্ধ ভাগে পার্ব্বতীপুর নামক স্থানে শত্রুসম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন। তদ্দ্বারা হরসুন্দরীর উদ্ধার সাধন হয়। তাহার বাচনিক পিতৃদেবের সমরশয়ন বার্ত্তা অবগত হইয়া শেষ রাত্রি হইতে আমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয় বল্লভ সিংহ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতে পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য তৎকর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন ও উভয়ে অদ্য আমার সহিত মিলিত হয়েন। আমাদিগকে পটমণ্ডপে রাখিয়া দাদামহাশয় স্নানতর্পণাদি সমাপন করিলেন। পর

দিবস আমরা সকলে পুনরায় ভূধরপুর গমন করিয়া দেখিলাম চণ্ডালগৃহে শালগ্রামশিলার ন্যায় একটী প্রতনু-সলিলা প্রবাহিনী তটে পিতৃদেবের ভৌতিকদেহের ভস্মরাশি স্তূপাকার রহিয়াছে। যত্নসহকারে তাহা সংগ্রহ করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে আমরা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আসিয়া গুরুদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাদিগের দুইদিন পূর্ব্বেই এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। একদিন আমরা সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুদেব! আপনি সকলই জানিতেন, তবে এরূপ ঘটিল কেন"—তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" এখানে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে রাজবিপ্লবে বিপুল প্রজা ক্ষয় হইত।" এইজন্য তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশেষতঃ কলিযুগে সৎকার্য্যের ইচ্ছামাত্র কার্য্যের ফল লাভ হয়।

ভাই আদিত্য—পত্রখানি ফুরাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। মনে হয় আরও কত কি লিখি, কিন্তু লিখিব কি, লিখিবার আছেই কি—সবই তো লিখিলাম—যাহা আছে, তাহা লিখিতে সঙ্কোচ করি—পাছে তুমি আমাকে বায়ুগ্রস্ত মনে কর—করিলেই বা, তুমি বই আর কেহ তো মনে করিবে না—এত দিনে যেন আমি সহায়শূন্য, আশ্রয়শূন্য,—ঠিক তাই কি নয়? বালিকার সহায় পিতা মাতা, যুবতীর সহায় স্বামী—যাঁহারা সম্পর্কে সহায়, তাঁহাদের কেহই আমার নাই—আছ কেবল এক তুমি। তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—সংসারে সকলে সম্পর্ককে বড় করিয়া মানে, সম্পর্ক নাই বলিয়া আমি কি তোমার পর? পিতা বলিলেই পরম আত্মীর, ভ্রাতা

বলিলেই অভিন্নহৃদয় বুঝিতে হয় বটে, কিন্তু দশরথ পিতা, যযাতিও পিতা, লক্ষ্মণ ভ্রাতা আবার বিভীষণও ভ্রাতা। যযাতি পিতা হইয়া পুত্রের শত্রু, বিভীষণ ভ্রাতা হইয়াও অগ্রজের বদ্ধবৈর। তবে আর সম্পর্কের প্রাধান্য সর্ব্বত্র অব্যাহত কোথায়? ব্যবহার দোষে আত্মীয় যেমন পর হয়, ব্যবহারগুণে পরেও পরমাত্মীয় হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি—সে সম্পর্কে তুমি আমার যার পর নাই আত্মীয়, কিন্তু শুনিয়াছি দাম্পত্য সম্বন্ধের গুরুত্ব নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সে সম্বন্ধ ধর্ম্মের দ্বারা পবিত্র, সমাজের দ্বারা সুদৃঢ়। তাহাতে না জানি কি একটা অলৌকিকতা আছে। বিজ্ঞানের সকল উক্তিই কি সার্থক—দুইটী বস্তু একই সময়ে এক স্থান অধিকার করিতে পারে না, কথাটা কি ঠিক? শাস্ত্রের কথা ভাবিয়া আর লেখনী চলিল না, অগত্যা এইখানেই ইতি———তাং———সন।

স্বাক্ষর—শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দেবী।

২৬। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী

চিরায়ুস্মতিষু—

চলিত পত্র বিজয়গড় রাজধানী হইতে জনার্দ্দনগড় রাজধানী।

কৃষ্ণা! তোমার পত্রে দেবপ্রতিম মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের স্বর্গলাভের সংবাদে নিরতিশয় দুঃখ হইল। সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। মনুষ্য-জীবন নলিনী-দল-গত-জলবৎ কখন আছে, কখন নাই—কিছু জানিবার উপায় নাই। জীবধর্ম্মের বশীভূত হইয়া সকলকেই সেই পথের পথিক হইতে হইবে, কাহার অব্যাহতি নাই, তথাপি মায়ামুগ্ধ মানব ভ্রমেও একবার মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে না, ভবিষ্যৎ ভাবনা করে না। জন্মিলে মরিতে হয়—অতএব গতাসুর জন্য শোকতাপ বিফল, যিনি গিয়াছেন, তিনি আমাদের আর্ত্তনাদে বধির, অনুনয়বিনয়ে

কর্ণপাতও করিবেন না, তাঁহার অনুগমনেও সাক্ষাৎকার মিলিবে কি না কে বলিতে পারে। যিনি যাইবার তিনি চলিয়া যান আত্মীয় স্বজনের শোকতাপই সার। সত্য বটে মায়ামুগ্ধ-মন সান্ত্বনা মানে না, কিন্তু তাহাই কয়দিনের জন্য। সময়ে শোকের প্রশমন হয়। পুত্রশোকার্ত্ত পিতা সংসারের সুষমা-সার প্রাণাধিক -পুত্রের শোক বিস্মৃত হয়েন, জননীও তাহা ভুলিয়া জীবন ধারণ করেন, পত্নী পতিপ্রাণা হইলেও তাঁহার বিয়োগে আপন প্রাণ ধরিয়া থাকেন, সহগামিনীর সংখ্যা শতেকে এক অপেক্ষাও অল্প। অনন্যসহায় পুত্রও গতাসু পিতৃশোক চিরদিন মনে রাখে না। শ্মশানান্তে সকলেরই মনে শোকের ছায়া গাঢ় হয়, শত্রু হইলেও তাহার সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়, সংসারের অসারতা, জীবনের নশ্বরতা, পার্থিব বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতাজ্ঞান উপস্থিত হইয়া মনকে উদাস করে, কিছুই ভাল লাগে না, একমাত্র সদ্বস্তুর চিন্তা হৃদয় অধিকার করে, মন তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "বৈরাগ্য মেবাভয়ং" মুখে উচ্চারণ করে, আর ঠিক যেন ত্রিতাপদগ্ধ সংসার হইতে অবসর লইয়া অরণ্যযাত্রার আয়োজনে প্রস্তুত হয়। এই সময় শত্রুর সহিত সখ্যতা ভাব জাগিয়া উঠে, পরস্ত্রীকাতরতা, হিংসা দ্বেষ সকলই ছাড়িয়া যায়—ঋষিতুল্য জিতেন্দ্রিয়তা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকৃত দুষ্ক্রিয়ার জন্য অনুতাপ আইসে, ভগবানের চিন্তায় মন নিশ্চল হয়। মানব মনের প্রকৃত অবস্থাই এই—মানব এই ভাবেই সংসারে চলিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তাই তিনি মধ্যে মধ্যে মনুষ্যকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা দেন—কিন্তু মোহান্ধ মানব কতক্ষণ সেভাবে আপনার মনকে

সংযত রাখিতে পারে। ভৃত্য আসিয়া সেই সময় যদি সংবাদ দেয় ধেনু-বিযুক্তা বৎস গলরজ্জু ছিন্ন করিয়া গাবীর দুগ্ধপান করিতেছে, কিম্বা প্রতিবাসীর গৃহপালিত পশু আসিয়া কোন দ্রব্য অপচয় করিতেছে—তবে যে মন শান্তির পাখা বাঁধিয়া সংসার হইতে স্বর্গের দিকে উড্ডীন হইতেছিল, তৎক্ষণাৎ সেই পাখা ছিঁড়িয়া সংসারে ফিরিয়া আইসে, আবার সেই সংসার-শৃঙ্খল পায়ে বাঁধিয়া সকলই ভুলিয়া যায়—তখনই মন ভাবিয়া বসে—যে যাইবার সে গিয়াছে, যতদিন সংসারে থাকিতে হইবে, সংসারের সকলই করিতে হইবে, বৃথা শোকমোহাদির বশে বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে সংসারে থাকা চলে না। মন এই প্রবোধ বাক্যকে বেদবাক্যবৎ মানিয়া লয়। তখন সেই শোকার্ত্তের শোক অনেকটা প্রশমিত হয়। দুইদিন দশদিন শোক আসিয়া মনের দ্বারে সভীতি পাদ বিক্ষেপ করে বটে কিন্তু সংসারাসক্তির প্রাধান্যের নিকট পরাভূত হইয়া চলিয়া যায়। তাহার পর গতাসু পিতার পুত্রকন্যা, গতাসু স্বামীর সহধর্ম্মিণী, গতাসু অগ্রজের অনুজ, সকলেই ইহ সংসারের পুরা সংসারী হইয়া হাসেন, খেলেন, উৎসবে উন্মত্ত হয়েন, গতাসুর জন্য কোন চিন্তাই করেন না, শত্রুদমনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েন, পরশ্রী কাতরতা আইসে, পূর্ব্বের ভাব সকলই জুটে। শ্মশানের সংসারবৈরাগ্য কোথায় চলিয়া যায়। যাঁহারা সংসারতত্ত্বে প্রবীণ, তাঁহারা গতাসুর জন্য শোকতাপ করেন না। যদিও আমি অতি অল্প দিন সংসারের সংস্রবে আসিয়াছি তথাপি দেখিয়া যাহা শিখিয়াছি, তাহা তোমার অপেক্ষা অনেক অধিক। মাতৃবিয়োগকালে তুমি বালিকা ছিলে—মাতৃশোক তোমাকে

স্পর্শও করিতে পারে নাই। স্বজনবিয়োগ-শোক তোমার পক্ষে নুতন, সুতরাং যদি সংযত হইতে চেষ্টা না কর, অনেক দিন কষ্ট পাইবে। অতএব সাবধান হও—যখন জানিতে পার গতাসুর জন্য শোক বিফল, তখন আর তাহাকে প্রশ্রয় দিও না, প্রশ্রয় পাইলেই প্রবল হইয়া তোমাকে আপন দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে। আমার কথা রাখ, ধৈর্য্যধারণ কর। আশা করি আমার কথা রক্ষা করিবে। গতাসুর জন্য আক্ষেপ অরণ্যে রোদনের তুল্য—বোধ হয়, তুমি আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিতৃশোক পরিত্যাগ করিবে। রাজপুতের যুদ্ধমৃত্যু তীর্থমৃত্যু অপেক্ষাও পুণ্যজনক তাহা তুমিই লিখিয়াছ। তোমার পিতৃদেব স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যুদ্ধমৃত্যু রাজপুতজন্মে শ্লাঘনীয়। তাঁহার সদ্গতি হইয়াছে।

তোমার অবস্থা যেরূপেই চিন্তা করি, শোকতাপ তোমার পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। তোমার উপর একটী বিপুল বিস্তৃত রাজ্যের সুখদুঃখ, মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই নির্ভর করিতেছে। প্রবাদ বাক্য—"রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, কর্ত্তার দোষে গৃহস্থ নষ্ট।" যে রাজ্যভার আমরা পিতাপুত্রে বহনক্ষম নহি, তোমার রাজ্য তাহার চতুর্গুণ। তুমি বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তোমার উপর যে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসনভার পতিত হইয়াছে, তাহার জন্য তোমাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে। লোকে এক একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, তোমার উপর সেইমত লক্ষ লক্ষ পরিবারের সুখদুঃখ চিন্তার ভার পড়িয়াছে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি প্রযুক্ত অজন্মা হইলে তোমাকে

প্রজারক্ষার উপায় করিতে হইবে। প্রাকৃত লোকে রাজাকে কতই সুখী মনে করে—রাজার ঐশ্বর্য্যসুখ সকলেই পাইবার কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কত যে উদ্বেগ, কত যে আয়াস সহ্য করিতে হয় তাহা ধর্ম্মজ্ঞানী রাজাই জানেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—কথাটী শুনিতে বড়ই মধুর, কিন্তু তাহা রক্ষা করা কতদূর গুরুতর তাহা যাঁহাকে করিতে হয়, তিনি ব্যতীত আর কে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে। যে রাজার রাজ্যে শান্তি বিরাজ করে, যাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের কোন অভাব অভিযোগ না থাকে, তিনি বড়ই সৌভাগ্যশালী। তদ্ব্যতীত সংসার বড়ই শঙ্কটের স্থান। এখানে হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা বিকট বেশে বেড়াইতেছে। ইহাদের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে চেষ্টা করিবে। তুমি যেরূপ বুদ্ধিমতী ও বিদুষী, তোমাকে না বুঝাইয়া বলিলেও বুঝিতে পারিতেছ—তোমার উপর কি গুরুভার পড়িয়াছে। যে যাহা বলিবে, না বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা বিশ্বাস করিবে না। কারণ তোমার অনুগ্রহে নিগ্রহে অনেকের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। অপ্রিয় সত্যবাদীকে নিন্দক বলিয়া ঘৃণা করিবে না। বিপদে যে বন্ধুর পরীক্ষা হইয়াছে তাঁহাকে প্রাণের তুল্য জ্ঞান করিবে। বন্ধুর পরীক্ষা সম্পদে নহে—বিপদে। সম্পদে অনেক বন্ধু মিলায়, বিপদে অনেককে পাওয়া যায় না প্রিয় বাক্যে সকলকে সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু চাটুকারিতা পরিত্যাগ করিবে। মনের মত লোক না পাইলে মনের কথা খুলিয়া বলিবে না। দুঃখের দুঃখী ব্যতীত দুঃখের কথা কাহাকেও জানিতে দিবে না। হঠাৎ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না, কিন্তু প্রবৃত্ত হইলে তাহা ছাড়িবে না।

সকলের মত লইবে, আপনার মত পরকে জানাইবে না। সকলকেই বিশ্বাস দেখাইবে, কিন্তু বিশ্বাসের উপযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন বিশ্বাস করিবে না। কথাটা আপাততঃ অযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার পরিচয় পাইবে। স্বার্থের দিকে ষোল আনা দৃষ্টি রাখিবে। স্বার্থশূন্যতা সংসারীর পক্ষে অসম্ভব, তবে কথা এই যে স্বার্থের জন্য ন্যায়ের অমর্য্যাদা করিবে না। ন্যায়ানুগত স্বার্থরক্ষায় অযত্নবতী হইলে রাজ্য রক্ষা হইবে না। তোমাকে সর্ব্বদাই সাংসারিক লোকের সংশ্রবে থাকিতে হইবে, প্রাকৃত লোকে স্বার্থের জন্য সকলই করিতে পারে। তাহাদের নিকট ঈশ্বরও পক্ষপাত দোষে দূষিত। আত্মদোষে অন্ধ হইয়া দুরদৃষ্ট জন্য তাহারা ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাঁহার সকল কাজই অভ্রান্ত পক্ষপাত শূন্য কিন্তু তাহাদের নিকট তাঁহারও নিষ্কৃতি নাই। অতএব তুমি যে, সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে একথা আশার পথে আইসে না। তবে যতদূর সম্ভব লোকপ্রিয় হইতে চেষ্টা করিবে। গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয় এখানে লিখিয়া পাঠাইবে। পিতৃদেব প্রবীণ, তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে পরিণামে পরিতাপ করিবার কারণ থাকিবে না। উপস্থিত এখানকার সমস্ত মঙ্গল, তুমি সর্ব্বদা রাজ্যের শুভাশুভ সংবাদ লিখিবে। কিমধিক মিতি তাঃ——

সন——

স্বাক্ষর—শ্রীআদিত্য প্রতাপ সিংহ।

২৭। একখানি পত্র।

পরম কল্যাণভাজন

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ

বাবাজীবন নিরাপৎস্থু।

চলিত পত্র স্থবর্ণগড় রাজধানী হইতে—নবাব-সেনা শিবির।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমিদং

বাবাজীবন! তোমার অসাধারণ-বুদ্ধিবত্তা, ভুজ-বীর্য্য, প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য, আশ্চর্য্য পরিণামদর্শিতা ও অনুপম চতুরতার কথা এ অঞ্চলে সকলেরই পরিজ্ঞাত আছে। তুমি স্ববীর্য্য-গুপ্ত-পুরুষ, দুষ্টের ভয়, শিষ্টের আশ্রয়—তুমি না থাকিলে আমার অদৃষ্টে রাজত্বলাভ ঘটিয়া উঠিত না। যে সমস্ত দুষ্ট লোকের দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্রজাল আছে, তাহাতে আমার মত লোক তিলার্দ্ধ কালও রাজতক্তে তিষ্টিতে পারিত না। তুমি আমার বাহুবল বলিয়াই কেহ কিছুই করিতে পারিতেছে না, বাসুকীর পৃথিবী ধারণের ন্যায় তুমি রাজ্যভার বহন করিতেছ, কিন্তু তোমার

উপযুক্ত পুরস্কার আমার দ্বারা ঘটিয়া উঠিতেছে না। রাজ্যটী ক্ষুদ্র, রাজস্বও অতি অল্প, প্রকৃতিপুঞ্জ দরিদ্র, সুতরাং সামান্য যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে রাজ্যের ব্যয়ই সংকুলান হয় না। তবে দৈব যেরূপ সহায় হইয়াছেন, নবাব সাহেব যে অনুগ্রহ করিয়া সৈন্য সাহায্য করিয়াছেন সে কেবল তোমারি গুণে। আমার মত লোকেরচেষ্টায় তাহা হইত না। রত্নধ্বজ তীর্থযাত্রা করিয়াছে। পথিমধ্যে নবাব বাহাদুরের সৈন্য সাহায্যে তুমি তাহার সংহারসাধন করিয়া, কৃষ্ণাকে লইয়া তাঁহার অঙ্কে অর্পণ করিতে পারিলেই সকল যত্ন সার্থক হয়। বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার প্রাণহানিতে মহাপাপ, তবে তাহাকে সুশিক্ষা দিতে ছাড়িবে না। তুমি যেরূপ কার্য্যকুশল, আশীর্ব্বাদ করি অচিরে কৃতকার্য্য হইবে। রত্নধ্বজ বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত হইয়াছে, তোমার বলবীর্য্যের নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না, তাহার উপর নবাব সাহেবের অপ্রমেয় বলশালী সেনাপতি দুই তিন জন আছেন। সিংহের নিকট শৃগালের পরাক্রম! জনার্দ্দনগড় রাজ্যের লোভেই বৃদ্ধ রত্নধ্বজকে কুসুমকোমলা কন্যাসমর্পণ। যখন তাহারই প্রত্যবায় ঘটিল তখন আর কন্যার অদৃষ্ট-চিন্তা বিফল। রূপলাল অল্পেই সন্তুষ্ট, মাসহরা আর কিছু বাড়াইলেই সম্মত হইবে। সে যে লোকের সন্তান তাহাতে তাহার কৃষিবৃত্তি বই গত্যন্তর ছিল না। তাহার পত্নী তিলোত্তমাকেও সম্মত করিয়াছি। রূপলাল বড়ই স্ত্রৈণ, তিলোত্তমা যাহা করিবে তাহাই হইবে। জনার্দ্দনগড় হস্তগত হইলে তাহার মাসহরা আর এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করিয়া তোমাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। পনরটী পরগণা সুবর্ণগড় রাজ্যের ভিতর প্রবিষ্ট

হইলেই উহা বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইবে। আর কুড়িটী পরগণা লইয়া তুমি একটী নূতন রাজ্য পত্তন করিবে। তাহাতে কাহার কোন সংস্রব থাকিবে না। আমাদের বাচনিক যে বন্দোবস্ত হইয়াছে কোনমতে তাহার অন্যথা হইবে না। এই পত্রখানিকে আমাদের বাচনিক বন্দোবস্তের নিদর্শন স্বরূপ জ্ঞান করিবে। তোমাকে দুইটী রাজ্যই শাসন করিতে হইবে। আমার পুত্রগণের মধ্যে সকলেই অপ্রাপ্তব্যবহার, অতএব আমার অবর্ত্তমানে সকল ভারই তোমার উপর। তোমার হস্তে উভয় রাজ্যেরই সর্ব্বতোমুখী শক্তি থাকিবে। তুমি যাহা ভাল বুঝিবে উভয় রাজ্য সম্বন্ধে তাহাই করিবে।

রত্নধ্বজের ভাগিনেয় দেবেন্দ্র বিজয় তোমার নিকট কিছুই নহে। তোমার ন্যায় তাহার বাক্‌চাতুর্য্য নাই---শারীরিক বলে ও বুদ্ধি-বিবেচনায় সকল অংশে সে তোমার অপেক্ষা হীন। কি রাজদরবারে, কি প্রকৃতিপুঞ্জের সমক্ষে কাহার নিকট যাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পায় না, সেরূপ তনুবাগ্বিভব পুরুষের দ্বারা কি হইতে পারে? জনার্দ্দনগড় স্বাধীনরাজ্য, কিন্তু নবাব স্বাধীন রাখিয়াছেন তাই আছে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব সাহেবেরা অনুগ্রহ করিয়া উহার লোভ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই এপর্য্যন্ত তদবস্থই রহিয়াছে, নতুবা এত দিন কোনকালে উহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইত। রত্নধ্বজের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রভূত বলবিক্রম ছিল, সৈন্যসামন্তও অনেক ছিল, বিশেষতঃ বিজয়গড় দুর্গ এক প্রকার দুর্ভেদ্য বলিলেই হয়। প্রকৃতির কৃপায় উহার গঠনপ্রণালী এরূপ যে ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্র বোধ হয় উহা ভেদ করিতে সমর্থ নহে। চতুর্দ্দিকে

অদ্রিমালা-বেষ্টিত উপত্যকা-ভূমির উপর দুর্গ ও রাজধানী। যদি রত্নধ্বজ তীর্থযাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে সামান্য একজন সৈনিকের হস্তে দুর্গভার থাকিলেও সে আপন সেনার সাহায্যে দুর্গরক্ষায় সমর্থ হইত। রত্নধ্বজ বৃদ্ধ হইয়া বুদ্ধিশুদ্ধি হারাইয়াছেন, বিশেষতঃ ঘোর অদৃষ্টবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের যুক্তিতেই আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইয়াছেন। ভালই হইয়াছে—আমাদের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা ঘটিয়াছে। সকলই তাঁহার ইচ্ছা—মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইয়া তুমি যেদিন যেস্থানে যাহা করিবে তাহার সংবাদ পাঠাইবার চেষ্টা করিবে। অধিক আর কি লিখিব, তুমি জ্ঞানবান, সকলই বুঝিতে পার। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল। ইতি——তাং——

স্বাক্ষর—শ্রীবীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ।

২৮। একখানি একরারনামা।

শ্রীযুক্ত রাজা বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহুবলেন্দ্র সাং সুবর্ণগড়
তৎপক্ষে দেওয়ান শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্র
নারায়ণ সিংহ সুচরিতেষু—

তুমিযুশ্রী ক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ তোমার প্রভু শ্রীযুক্ত রাজা

বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহুবলেন্দ্রের পক্ষে এই প্রস্তাব করিলে যে জনার্দ্দনগড় স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর তাঁহার পরম লাবণ্যবতী কন্যা শ্রীমতী কুমারী কুঞ্জভাবিনী দেবীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। তুমি ঊর্দ্ধসংখ্যা এক সহস্র সেনার সাহায্য পাইলে উপরি-উক্তা রাজকুমারী শ্রীমতী কুঞ্জভাবিনী দেবীকে আনিয়া দিতে পারিবে। উক্তা রাজকুমারীর রূপলাবণ্য সম্বন্ধে তুমি যেরূপ বর্ণনা করিলে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল, যদি কোন অংশে তাহার ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে তোমাকে শূলে দেওয়া হইবে। আর যদি নবাব সাহেবের নজরে তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে নবাব সরকার হইতে তোমাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার এবং সৈন্য সাহায্য দ্বারা জনার্দ্দনগড় রাজ্যের অধিকার দেওয়া যাইবে, সে পক্ষে অন্যথা হইবে না।

শ্রীমতী কুমারী কুঞ্জভাবিনী দেবী দেখিতে মধ্যমাকৃত, তাঁহার বর্ণ চম্পক-গৌর, শরীর নাতি ক্ষীণ, নাতি স্থূল। ভিন্নাঞ্জনসন্নিভ কেশপাশ শ্রোণিতটাবলম্বী, ক্ষুদ্র ললাট, মধুকরশ্রেণী-দীর্ঘ-কটাক্ষ, সমুন্নত নাসারন্ধ্রদ্বয় ক্ষুদ্র, গণ্ডস্থল রক্তিমরাগরঞ্জিত, শ্রুতিযুগল ক্ষুদ্র, ওষ্ঠাধর পক্কবিম্বসন্নিভ, কম্বুগ্রীবা, মৃণালগঞ্জিত বাহুযুগাগ্রে, চম্পক-কলিকা-গুচ্ছের ন্যায়অঙ্গুলি দশটী, বক্ষস্থল কুচকলসভারার্ত্ত, কটিদেশ কেশরী-ক্ষীণ, নিতম্ব বিপুলতর, পাদদ্বয় করিকর-সুবলিত, নখর চন্দ্রমাচূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবার নহে।

স্বাক্ষর—মীর জাফর আলি।

২৯। ইয়াদ দস্তের নকল।

তাং———সন———শনিবার। শুক্লা অষ্টমী—

আজি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব শ্রীযুক্ত সিরাজ উদ্দৌলা বাহাদুর বরাবর এক একরারনামা স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। তাঁহার তরফ সেনাপতি শ্রীযুক্ত মীর জাফর আলি এক একরারনামা লেখাইয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। জনার্দ্দনগড়ের রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর রূপের বর্ণনা উভয় একরারেই লেখা হইল। ইতি—

তাং———সন———রবিবার। শুক্লা নবমী—

আজি শ্রীযুক্তমহারাজ বীরেন্দ্র নারায়ণ বাহুবলেন্দ্র বাহাদুরকে তাঁহার পত্রোত্তরে লেখা গেল দরিদ্র ও কৃষক রূপলালের পক্ষে বিশ হাজার টাকাই প্রচুর। ভগবানের কৃপায় জনার্দ্দনগড় রাজ্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে তিনি তাহার চতুর্থাংশমাত্র পাইবেন। কারণ উহার জন্য আমাকে জীবনের দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। ইতি———তাং———সন———

মোকর্দ্দমা নং—

মহামান্য শ্রীযুক্ত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সদর
দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি
মহাশয় মহিমার্ণবেষু—

বাদী শ্রীযুক্ত ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র সাং জনার্দ্দনগড়।	প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী সাং জনার্দ্দনগড়।

উপরি-উক্ত মোকর্দ্দমার আর্জ্জির মর্ম্মাবগত হইয়া প্রতিবাদিনী আপন তরফ এই জবাব লিপিবদ্ধ করিতেছেন—

১। বাদী শ্রীযুক্ত ময়ূরধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র যে জনার্দ্দনগড় রাজ্যের স্বর্গীয় অধিপতি মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের ঔরষপুত্র ও তদীয় একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অলীক।

২। বাদীর আর্জির লিখিত ২।৩ দফার উক্তি প্রতিবাদিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

৩। বাদীর ৪ দফায় উক্তির শেষাংশ যাহাতে বাদীর কথিত পিতা মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের ঔরষ কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর পরলোক প্রাপ্তির উক্তি করিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। তিনিই উপস্থিত প্রতিবাদিনী হয়েন।

৪। স্বর্গীয় মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুরের ঔরসে ও শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর গর্ভে বাদীর কথিত জন্ম বিবরণ অমূলক। বাদীর পিতার নাম রূপ লাল সিংহ, মাতার নাম তিলোত্তমা দেবী। তাঁহাদিগের বাসস্থান সুবর্ণগড় রাজ্যের অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে হয়।

৫। স্বর্গীয় মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের দ্বারা বাদীর জাত কর্ম্মাদি সম্পাদিত হইবারে উক্তি প্রকৃত নহে, তিনি তীর্থযাত্রাকালে যে বন্দোবস্তনামা লিখিত করিয়া যান, তদনুসারেই এপর্য্যন্ত জনার্দ্দনগড় রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; তাহাতে বাদীর জন্ম বিবরণ যে সম্পূর্ণ অলীক তাহা উপরি-উক্ত স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর লিখিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব বাদীর শৈশবাবস্থাপ্রযুক্ত শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর অলি আছি নিযুক্ত হইবার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৬। মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের বন্দোবস্ত মত তদীয় ভাগিনেয় ২নং প্রতিবাদী জনার্দ্দনগড় রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। বাদী ও তাঁহার

কথিত জননী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবী উপরি-উক্ত স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের স্বর্গপ্রাপ্তির পর কখন জনার্দ্দনগড়ে অবস্থিতি করেন নাই। তাঁহার সহিত জনার্দ্দনগড় রাজ্যের রাজকার্য্যের কোন সম্বন্ধ সংস্রব নাই। উপরি-উক্ত স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের বন্দোবস্ত মত তাঁহাকে বার্ষিক যে টাকা দিবার কথা ধার্য্য আছে তাহাই সুবর্ণগড় রাজধানীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সালতামামীর হিসাব নিকাশাদিতে তাঁহার সহী স্বাক্ষরাদি লইবার উক্তি প্রকৃত নহে।

৭। বাদীর কথিত পিতা মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুর সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রা করিলে বাদীর কথিত মাতামহ শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর পিতা ৺বীরেন্দ্র সিংহ বাহুবলেন্দ্র বাহাদুরের ষড়যন্ত্রে বঙ্গদেশের তৎকালিক নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য সাহায্যে পথিমধ্যে ভূধরপুর সরাইয়ে নিহত হয়েন। স্বর্গীয় মহারজা রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুরের বন্দোবস্ত মতই ২নং প্রতিবাদী জনার্দ্দনগড় রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর ইচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করিত না।

৮। প্রতিবাদিনী জন্মাবধিই শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী নামে পরিচিতা—কস্মিন্‌কালে তাঁহার নামান্তর ঘটে নাই। তাঁহার পিতা মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পর হইতেই জনার্দ্দনগড় রাজ্যের স্বত্বাধিকারিণী হইয়া অবিবাদে উক্ত রাজ্য ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে আর কাহার দাবী দাওয়া ছিল না, এক্ষণেও নাই। [illegible] করেন নাই।

৯। প্রতিবাদিনী অজ্ঞাতকুলশীলা নহেন, তিনি স্বর্গীয় ৺মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের ঔরস কন্যা। রাজ্যের সর্ব্বত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত। বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পিতা উপরি-উক্ত স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মহারাণী অনঙ্গমোহিনী দেবী স্বামী-ভবনে আসিবার অল্পদিন মধ্যে দুইবার প্রতিবাদিনীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হয় বলিয়া তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ৺রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুর তাঁহাকে আপন অভীষ্ট-দেব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের পুরন্দরপুরের আশ্রমে পাঠাইয়া দেন। সুতরাং তিনি দীর্ঘকাল উক্ত পূজ্য-পাদ সরস্বতী মহাশয়ের প্রতিপালনাধীন ছিলেন। তথায় প্রতিবাদিনীর অবস্থিতিকালে বিজয়গড় রাজ্যের অধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সূর্য্যপ্রতাপ সিংহ ধবলদেব বাহাদুর গ্রহদোষপ্রযুক্ত দীর্ঘকাল পুত্রমুখ নিরীক্ষণে রিষ্টাশঙ্কা জানিয়া আপন পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহ ধবলদেব বাহাদুরকে আপন গুরু পূর্ব্বোক্ত পূজ্যপাদ সরস্বতী মহাশয়ের আশ্রমে প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল একত্র বাস, একত্র শিক্ষালাভ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিবাদিনীর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সখ্যতা জন্মে। প্রতিবাদিনী এবং উপরি-উক্ত কুমার বাহাদুর উভয়ের অবস্থা সর্ব্বাংশে উপযুক্ত দেখিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় উভয়কে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা করেন; কিন্তু জ্যোতিষী গণনা দ্বারা জানিতে পারেন তৎকালে উভয়ের শুভ-দর্শনে প্রাণনাশের সম্ভাবনা। উভয়ের পিতৃদেব মহাশয়গণকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে উভয়ে নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ

করেন। বিবাহ যে সর্ব্বতোভাবে সুখের হইবে, তাহা তাঁহারা উভয়েই স্বীকার করেন। সুতরাং পুরন্দরপুরের আশ্রমে প্রতি-বাদিনীর সহিত উপরি-উক্ত রাজকুমার শ্রীযুক্ত কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয় কিন্তু শুভদর্শন ও উভয়ে পতিপত্নীজ্ঞান অজ্ঞাত থাকে।

প্রতিবাদিনীর গর্ভধারিণী ৺মহারাণী সাবিত্রী দেবী পরম পুণ্যবতী ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। তাঁহার পতিপ্রাণতার পরিচয় স্বরূপ স্বর্গীয় ৺মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুর তাঁহার নামানুসারে সাবিত্রীপুর নামক গ্রাম পত্তন, সাবিত্রী-মন্দির স্থাপন, সাবিত্রী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবী ও তাঁহার আত্মীয়গণের তাহা অসহ্য হয়। তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ব হইতে প্রতিবাদিনীর ভাবী রাজ্যপ্রাপ্তির শঙ্কা করেন। তাহার প্রতিবিধান জন্যই মহারাজা রত্নধ্বজের তীর্থ-যাত্রা ও কন্যা কৃষ্ণভাবিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার সূচনা জানিয়া প্রতিবাদিনীর পৈতৃক রাজ্যে স্বত্ব লোপ এবং শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবীর স্বত্বসৃজন উদ্দেশ্যে তাঁহার গর্ভধারণের কথা প্রচার করা হয়। রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র গুপ্ত বৈদ্যতিলক মহাশয় পরীক্ষা দ্বারা বৃথা-গর্ভ প্রমাণ করিলে তাঁহাকে সুবর্ণগড় রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হয়। চন্দ্রবংশীয় সম্বত্বা কোন রাজপুত কন্যা যদি তাঁহার গর্ভস্থ শিশু উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহাকে শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে সম্মত হয়েন তাহার অনুসন্ধান করা হয়। বহুকষ্টে দরিদ্রা তিলোত্তমা তাহাতে সম্মত হইলে, তাঁহাকে সুবর্ণগড় রাজধানীর রাজান্তঃপুরে আন-

য়ন করা হয়. কিন্তু যে সময় স্বর্গীয় মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুর তীর্থযাত্রা করেন তখনও তাঁহার প্রসবকাল উপস্থিত হয় নাই, স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে যদি পুত্রমুখ দর্শনেচ্ছু হয়েন, এজন্যই বৎসরেক কাল জ্যোতির্ব্বিদাভরণের নিষেধাজ্ঞার কথা লিখিয়া পাঠান হয়। তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তীর্থযাত্রা করিলে তাঁহার সংহারসাধন ও যবনকর্তৃক প্রতিবাদিনীর সতীত্বনাশের উদ্দেশ্যে স্ত্রীরত্নলোলুপ নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নিকট প্রতিবাদিনীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য নবাবের নিকট সৈন্যবল গ্রহণ করা হয় এবং আপন ভাগিনেয় ও মন্ত্রী ৺নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহকে নবাব সৈন্যের সহিত তীর্থপথে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্বর্গীয় মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বাহাদুর একথা ঘূণাক্ষরেও জানিতেন না। যে দিন তিনি ভূধরপুর সরাইয়ে অবস্থিতি করেন, সেইদিন রাত্রিকালে নবাব সৈন্যের সহিত ৺নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহারাজার শিবির আক্রমণ করেন। উভয়ে তুমুল সংগ্রাম হয়। তাহাতে মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুর ও নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ উভয়ে নিহত হয়েন। প্রতিবাদিনী পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করেন, তাঁহার চারিটী সহচরীর মধ্যে তিনটী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন, শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী শত্রুহস্তে বন্দিনী হয়েন. পথিমধ্যে জনার্দ্দনগড় রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্র বিজয় সিংহের সহিত যবনসৈন্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে যবনেরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করে, এবং হরসুন্দরীর উদ্ধারসাধন হয়। বাদী এই সুযোগ পাইয়া প্রতিবাদিনীর যবন কর্ত্তৃক অপহৃতা

হইবার ও যবন সহবাসে যে পাতিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কারণ শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্র বিজয় হরসুন্দরীর উদ্ধারসাধনের পর তাহার বাচনিক প্রতিবাদিনীর পলায়নবার্ত্তা অবগত হইয়া ভূধরপুরের দিকে অগ্রসর হইবার কালে পথিমধ্যে বিজয়গড় রাজ্যের নায়েব-স্থবাদার শ্রীযুক্ত বিজয় বল্লভ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনিও তৎকালে প্রতিবাদিনীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া নানাস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে এক পর্ব্বত পৃষ্ঠে তাঁহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

১০। প্রতিবাদিনী আপন উক্তির সত্যতা সাব্যস্ত করিবার জন্য কতকগুলি দলিল ও চিঠিপত্র এবং কয়েকখান টুকরা কাগজ নথির সামিল করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন যে সেই সকল কাগজ-পত্র দৃষ্টে ও প্রতিবাদিনীর অন্যান্য প্রমাণ গ্রহণান্তে বাদীর নালিশ ডিসমিশ করিবার পক্ষে এবং প্রতিবাদিনীকে এই মোকর্দ্দমার যাবতীয় খরচ দেওয়াইবার পক্ষে বিহিত আজ্ঞা হয়।

১১। উপসংহারে প্রতিবাদিনী আর একটী প্রার্থনা করেন— সুযোগ্য বিচারপতি তাহা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলে তৎপক্ষে বিহিত আজ্ঞা প্রদান করেন। জনার্দ্দনগড় রাজ্য এযাবৎ স্বাধীন হইলেও প্রতিবাদিনী আপনাকে প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীনস্বরূপ স্বীকার করিতেছেন। এরূপস্থলে তাঁহার মোকর্দ্দমার বিচার মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের দ্বারা হওয়া উচিত, বিশেষতঃ উপস্থিত মোকর্দ্দমার স্থানিক তদন্ত নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে প্রতিবাদিনীর উক্তি আপামর সাধারণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার সুবিধা হইবে। মহামান্য সদরদেওয়ানি দ্বারা এপর্য্যন্ত কোন

মোকর্দ্দমাতেই তদ্রূপ অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। ইতি———তাং———সন———

এই বর্ণনাপত্রে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইল তাহা প্রতিবাদিনীর জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য ইতি———তাং——— সন———

স্বাক্ষর—শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দেবী।

হুকুম হইল ;—

প্রতিবাদিনীর জবাবের লিখিত ১১ প্রকরণের আপত্তি সঙ্গত বিধায় মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুরে উপযুক্ত আদেশের জন্য পাঠান যায়। যদি মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার উপযুক্ত বোধ করিয়া ইহা প্রেরণ করেন তাহা হইলে অত্র আদালতে বিচার হইতে পারিবে ইতি——— সন———তাং———

স্বাক্ষর—বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি।

ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব

বাহাদুরের হুজুরে পেশ হওয়ায় হুকুম হইল যে, স্থানিক পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেব সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর আপত্তি সম্বন্ধে বিশেষরূপ তদন্ত করিয়া অবিলম্বে রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন।

নথীর সমস্ত কাগজপত্র রোবগারীর সহিত উক্ত পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয় ইতি——
তাং———সন———

স্বাক্ষর—প্রধান সেক্রেটরী।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের রিপোর্ট।

আমি বাদী শ্রীযুক্ত ময়ূরধ্বজ সিংহ, প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর মোকর্দ্দমার পূরা নথী ও তাহার উপর মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুরের হুকুম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্নুবর্ণগড় নগরে উপস্থিত হইয়া বাদী ময়ূরধ্বজ সিংহ ও তাঁহার কথিত গর্ভধারিণী শ্রীমতী মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবী, উক্ত মহারাণীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজা ললিতা নারায়ণ সিংহ বাহুবলেন্দ্র, উক্ত রাজষ্টেটের দেওয়ান শ্রীযুক্ত রাধারমণ ভঞ্জ,শ্রীতারানাথ জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, রাজ্যের

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীদিন নাথ সার্ব্বভৌম, শ্রীনিরঞ্জন রায়, ও রাজবাড়ীর ভাণ্ডারী হলধর আদকের জবানবন্দী গ্রহণ করিলাম। এই সকল লোকের এজেহার পরস্পর এরূপ অসামঞ্জস্য যে কোনমতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

২। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ বলেন তিনি ময়ূরধ্বজের জন্মকালে স্থতিকাগারে উপস্থিত থাকিয়া জন্মলগ্নাদি অবধারিত করেন। বাদীর দরখাস্তে লিখিত আছে মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ নবাভিজাত কুমারের জাতকর্ম্ম সমাপন করিয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে ময়ূরধ্বজের জন্মের পর তিনি একবারও স্মবর্ণগড়ে আইসেন নাই।

৩। মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী বলেন তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিবৎসর তিনি জনার্দ্দনগড় ষ্টেটের বার্ষিক হিসাবনিকাশ সমস্তই পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার হুকুমে রাজকার্য্য চলিয়া থাকে। জনার্দ্দনগড় রাজ্যের হিসাবপত্রের কাগজ দেওয়ান রাধা রমণ ভঞ্জ পরীক্ষা করিয়া দিলে তবে তিনি মঞ্জুর করেন, অথচ জনার্দ্দনগড় রাজ্যের কোন কাগজপত্র তাঁহার কাছে নাই। দেওয়ান রাধা রমণ বলেন কাগজপত্র দেখিয়া জনার্দ্দনগড় পাঠাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু কখন তাহার রসিদ লওয়া হয় না। পক্ষান্তরে জনার্দ্দনগড়ের দেওয়ান মাসে মাসেমহারাণীকে যে মাসহরার টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তাহার জন্য রাধা রমণকে রসিদ দিতে হয়। প্রতিবাদিনী প্রতিমাসের রসিদ তর্জিদমত প্রায় দুইশত খানা দাখিল করিয়াছেন।

৪। রাজবাড়ীর ভাণ্ডারী হলধর আদক অতি সরল, বুদ্ধিশুদ্ধিহীন—তাহার এজেহারের প্রত্যেক অংশে নির্বুদ্ধিতার

পরিচয় থাকিলেও অসত্যের ছায়ামাত্রও নাই বলিয়া এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি, এজেহারটী পড়িলেই ময়ূরধ্বজের জন্ম সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহের আভাস পাওয়া যায়। বিনা সংবাদে হঠাৎ নগরের সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত কয়েকজন লোককে আনাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম যে তাহারা রাজভয়ে ময়ূরধ্বজকে ক্রীত সন্তান বলিয়া প্রকাশ করিতে না পারিলেও এই বলে—"রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা আমরা ভাল বলিতে পারি না।" ফলতঃ ময়ূরধ্বজের আকার প্রকার আচার ব্যবহারেও বড় সন্দেহ হয়।

সাক্ষী হলধর আদক।

প্র। তোমার নাম কি?

উ। আমি একটা মানুষ—আমার আবার নাম?

প্র। তোমাকে কি বলে সকলে ডাকে?

উ। তার ঠিক নাই।

প্র। সকলেরই নাম আছে—তোমার নাই?

উ। না—আমার অনেক বার নাম ফের হয়েছে—

ছেলে বেলায় খোঁকা বলে ডাক্‌তো, পেটে একটা গোঁড় (মাংসপিণ্ড) ছিল বলে বড়বেলা পর্য্যন্ত "গোঁড়া গোঁড়া" বল্‌তো, তার পর রাজবাড়ীতে যে দিন হতে ভাঁড়ারীর কাজ কচ্চি সেইদিন হ'তে ভাঁড়ারী বলে সকলে ডাকে।

প্র। টুমি লেখায় পড়ায় আপনার কোন্‌ নাম ব্যবহার কর ?

উ। সেটা কখন কত্তে হয় না।

প্র। টোমার কি নামে সমন জারি হইয়াছিল ?

উ। হুজুরের কাগজেই লেখা আছে।

সাহেব। হলচর আডক।

উ। আজ্ঞে—তবে তাই।

প্র। টোমার বাপের নাম কি ?

উ। হুজুর ঐ রকম করে একটা লিখে নিন—সমন-জারির কাগজে নাই ?

সাহেব। পাড্ডা আডমি।

উ। আজ্ঞা তবে তাই হবে।

সেরেস্তাদার। তুমি এত বড় বেকুফ—আপনার বাপের নাম জান না ?

উ। জানবার কোন দরকার হয় না। নাম ধরে ডাকবার লোক নয়, অন্যে ডাক্‌লেও শুনে শিখতাম, কিন্তু আমি যখন মার পেটে তখন তিনি মারা যান।

সেরে। কখন বাপের শ্রাদ্ধ কর না?

উ। করি—

সেরে। কি নামে পিণ্ড ডাও?

সাক্ষী। যথানামে।

সাহেব। টবে—টোমার পিটার নাম যটানাম আডক।

সেরা। হুজুর তা কখন হ'তে পারে না।

(বাদীর উকিলকে) আপনি জানিয়া বলুন—

উকি। হরেকৃষ্ণ আদক।

সাহেব। (সাক্ষীর প্রতি) টোমার পিটার নাম হইল হরে-কৃষন্ আডক।

উ। যে আজ্ঞা।

প্র। টোমার বয়স কট?

উ। দেখুন না—হাজির আছি।

সাহেব। এ সাক্ষী কেন আনিয়াছ?

উকি। হুজুর! বড় সত্যবাদী লোক—সব কথা ঠিক বল্‌বে।

সাহেব। টোমার জনম্‌কালে বা পরে এমন কোন গটনা হয় না, যাহা স্মরণ করিয়া টুমি আপন বয়স ষ্টির করিটে পার?

উ। আজ্ঞে হাঁ—তা পারি—যে বছর আমাদের গাঁয়ের রায় বাবুদের ইটপাজায় আগুণ দেয় সে বছর আমি তামাক খেতে শিখেছি।

সাহেব। আন্দাজ ৫৫ বৎসর। তুমি কি জাটি?

উ। ঐ রকম একটা আন্দাজ করে নিন্ না।

সাহেব। এ সাক্ষী চলিবে না।

উকি। হুজুর—কৈবর্ত্ত লিখুন।

প্রতি—উকি। ঘটনা সম্বন্ধে আপনার উত্তর লিখিতে দিব না।

সাহে। আচ্ছা—কৈবর্ত্ত।

সাক্ষী। যখন যেখানে থাকি।

প্র। নিজের ঘর ডোর নাই ?

উ। আজ্ঞে না।

প্র। তুমি বাদীকে চিন ?

সাক্ষী। বাদি !

সেরে। যে নালিশ করেছে।

সাক্ষী। কে নালিশ করেছে।

সেরে। যে তোমার সম্মুখে—ঐ লোকটী (বাদীকে দেখাইয়া)।

সাক্ষী। চিনি না।

উকি। বেশ করে দেখ দেখি।

সাক্ষী। বেশ করেই দেখ্ছি—মুখটা যেন চিনা, চিনা—কিন্তু অমন পাগড়ীর ভিতর অমন পোষাকের উপর, অমন মুণ্ড কখন বসিতে দেখি নাই।

উকি। কার মত মুখ বল্ দেখি।

সাক্ষী। পাগড়ী পোষাক খুল্লে বোধ হয় বা ময়ূরধ্বজ হয়।

উকি। রাজবাড়ীর কারো সঙ্গে উহাঁর কোন সম্বন্ধ আছে ?

সাক্ষী। বিবাহের সম্বন্ধ ?

উকি। তা নয়, রাণী অনঙ্গমোহিনীকে কি বলে ডাকেন !

সাক্ষী। আমার কাছে কখন ডাকেন না।

সাহে। (বিরক্তির সহিত) গর্ভচারিণী মা কিনা জান?

সাক্ষী। গ্রাম সম্পর্কে হুই হতে পারে।

সাহে। গ্রাম সম্পর্ক কাহাকে বল?

সাক্ষী। যেখানে কোন সম্পর্ক নাই সেখানেই গ্রাম সম্পর্ক।

সাহে। তবে কি তুমি বলিতে চাও উহার কোন সম্পর্ক নাই?

সাক্ষী। তাই কেমন করিয়া বলি—সূতিকাগারে ছিলাম না—ভূমিষ্ঠ হওয়াও চক্ষে দেখি নাই। তবে ময়ূরধ্বজ মহারাণী অনঙ্গমোহিনীকে মা বলিয়া ডাকেন তাও শুনি, শুনি বলেই দেখার কথা কি করে বলি, যখন হাতে তামাতুলসীর সঙ্গে গঙ্গাজল আছে।

সাহে। ময়ূরঢ়জের অন্নপ্রাশন ডেকিয়াচ?

সাক্ষী। অন্নপ্রাশন দেখি নাই, অন্নপ্রাশনের ধুমধাম দেখেছি।

সাহে। টাহার কটো ডিন পরে ময়ূরঢ়জকে ডেকিয়াছ?

সাক্ষী। দুই এক মাস পরে—রাজার ছেলে, রাজবুদ্ধি, রাজশক্তি! আট মাসের বেলা—ধরে রাখে সাধ্য কার—ছুটাছুটি—দৌড়াদড়ি করিত।

সাহে। যকন প্রটম ডেকো টকন ডাঁট ডেকিয়াচিলে?

সাক্ষী। ভাঁড়ারে এসে কলাই চিবাইতেন, ধরিতে গেলে ছুটিয়া পলাইতেন।

হলধর বিশ্বাস।

এই নগরেই প্রতিবাদিনীর মাতুলাশ্রম। তাঁহার মাতুলেরা সকলেই শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। প্রতিবাদিনী যে চিরকুট দাখিল করিয়াছেন তাহা তাঁহারই রাজান্তঃপুরের দাসিগণের দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, বলিয়া জানা গেল। তাঁহাদের নিকট ময়ূরধ্বজের জন্মভূমির নাম ময়নাপোতা বলিয়া জানিলাম। সেখানে অনুসন্ধান করায় রূপলাল সিংহ নামে এক ব্যক্তিকে পাইলাম, তাহার স্ত্রীর নাম তিলোত্তমাও বটে। গ্রামের প্রাচীন ও প্রাচীনাগণের নিকট গোপনানু-সন্ধানে প্রকাশ পাইল পূর্ব্বে রূপলালের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, একটী পুত্র বিক্রয় করিয়া সে ধনবান হইয়াছে। কিন্তু সেই পুত্রই যে ময়ূরধ্বজ সে কথা কেহ বলিতে পারে না। রূপলালের আরও দুইটী পুত্র আছে—তাহাদের আকার প্রকার অনেকটা ময়ূরধ্বজের অনুরূপ। ময়ূরধ্বজের মুখ তাহার মাতা তিলোত্তমার মত, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার পিতা রূপ লালেরই মত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ময়ূরধ্বজ যে রত্নধ্বজের পুত্র নহে তাহা আরও একটু ভালরূপে বুঝিতে পারা যায়।

স্থবর্ণগড়ে তদন্ত শেষ করিয়া জনার্দ্দনগড়ে আসিলাম, এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে প্রতিবাদিনীর আত্মবিবরণ প্রকৃত বলিয়াই বিশ্বাস হইল, শুধু রাজধানীতে নহে—মফস্বলের অনেক গ্রামের অনেকেই এই কথা বলিল। অধিকন্তু ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, মহারাণী কৃষ্ণ-ভাবিনী ও তাঁহার স্বামী কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহ, ও বিজয় বল্লভ সিংহ প্রভৃতি যে যে ব্যক্তির পত্র প্রতিবাদিনী দাখিল

করিয়াছেন সকলেরই নিকট রীতিমত তদন্তে তাঁহারা সকলেই আপনাপন লিখিত পত্র সোনাক্ত করিয়া পত্র-লিখিত বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। সর্ব্বশেষে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাবদরবারের মীরমুন্সী মীর খায়রাতালীর এজেহার গ্রহণে, নরেন্দ্র নারায়ণের সহিত নবাব বাহাদুরের যে একরার পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বলিয়াই প্রকাশ পাইল, উক্ত মীর খায়রাতালী প্রতিবাদিনীর দাখিল করা নবাবদত্ত একরার পত্রে যে মীর জাফর আলির স্বাক্ষর আছে তাহাও সোনাক্ত করিলেন।

বাদীর পক্ষে—প্রতিবাদিনীর দাখিলী দলিলদস্তাবেজ ও চিঠিপত্রগুলি প্রতিপন্ন করিবার জন্য যতই চেষ্টা করা হউক মীর জাফর আলির স্বাক্ষরিত একমাত্র একরারনামাই সপ্রমাণ করিতেছে যে মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহ, রাজা বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহুবলেন্দ্র ও নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহের ষড়যন্ত্রে তীর্থপথে নিহত হয়েন এবং তৎকালে কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবী জীবিতা এবং যুবতী ছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিবার একমাত্র কারণ—জনার্দ্দনগড় রাজ্যের শাস্ত্রসঙ্গত ভাবী উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী কুমারী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ধর্ম্মনাশ দ্বারা বিবিধ উপায়ে পিতৃরাজ্যে তাঁহার স্বত্বলোপ—প্রথম ধর্ম্মনাশের সহিত জাতিনাশ এবং দ্বিতীয়—জনার্দ্দনগড় প্রাপ্তির জন্য বাঙ্গালার নবাবকে একরারে আবদ্ধ করা। ময়ূরধ্বজ প্রকৃত পক্ষে মহারাজা রত্নধ্বজের ঔরষপুত্র হইলে, রাজা বীরেন্দ্র সিংহের এরূপ অসদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া আপন সেনাপতি ও মন্ত্রী নরেন্দ্র নারায়ণকে উক্ত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করিবার

সর্ত্তে আবদ্ধ হইবার কোন কারণ ছিল না। পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবেচনা করিলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে ময়ূরধ্বজ মহারাজা রত্নধ্বজের ঔরষপুত্র নহেন, কৃষ্ণভাবিনীই তাঁহার ঔরষকন্যা এবং জনার্দ্দনগড় রাজ্যের শাস্ত্রসঙ্গত উত্তরাধিকারিণী। অতএব আমার অভিপ্রায়—তিনি মহারাজা রত্নধ্বজ সিংহের মৃত্যুরপর হইতে এযাবৎকাল যেরূপ জনার্দ্দন-গড় রাজ্যের স্বত্বাধিকার ভোগ দখল করিতেছেন, সেইরূপ করিতে থাকেন এবং প্রবঞ্চক ময়ূরধ্বজ প্রতারণা করিয়া রাজ্যাপহরণের অপরাধে উপযুক্ত দণ্ডলাভ করে, তাহা হইলে ন্যায়দর্শী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করা হয় ইতি———তাং———সন

স্বাক্ষর— * * *

পলিটিক্যাল এজেণ্ট।

মোকর্দ্দমা নং—

বাদী—শ্রীময়ূরধ্বজ সিংহ। প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী।

এই মোকর্দ্দমার সমস্ত নথি ও স্থানীয় পলিটিক্যাল এজেন্ট শ্রীলশ্রীযুক্ত * * * সাহেব বাহাদুরের রিপোর্টে মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের হুজুরে পেশ হইবার পর

হুকুম হইল ;

যে বাদীর আবেদন অগ্রাহ্য করা গেল। প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী পূর্ব্ববৎ জনার্দ্দনগড় রাজ্য ভোগদখল করিতে থাকিবেন, তাহাতে কাহার কোন আপত্তি চলিবে না। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন—তাঁহার আপদবিপদে গবর্ণমেন্ট যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটী করিবেন না, তিনিও তাঁহাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন। অতঃপর উভয় পক্ষের সখ্যতাপত্র লিখিত হইবে ইতি———তাং———সন

স্বাক্ষর।—ইংরাজী সহী—

একখানি না-দাবী পত্র।

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতি মহারাণী অনঙ্গ মোহিনী দেবী

বিমাতা ঠাকুরাণী মহাশয়া শ্রীপদেষু—

লিখিতং শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী জওজে শ্রীযুক্ত কুমার আদিত্য প্রতাপ সিংহ ধবলদেব বাহাদুর, জাতি ক্ষত্রিয় সাং জনার্দ্দনগড় কস্য না-দাবী পত্রমিদং—আপনি আমার পিতা স্বর্গীয় মহারাজা ৺রত্নধ্বজ সিংহ বীরনরেন্দ্র বাহাদুরের পরিণীতা এবং শাস্ত্রসঙ্গত সহধর্ম্মিণী। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় তীর্থযাত্রাকালে যে বন্দোবস্তনামা লিখিত করিয়া গিয়া তীর্থপথে যুদ্ধক্ষেত্রে তনুত্যাগ করেন, তাঁহার লিখিত উক্ত বন্দোবস্তনামার সর্ত্ত অনুসারে আমি তাঁহার জনার্দ্দনগড় রাজ্যের এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়া জনার্দ্দনগড় রাজ্য এবং তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তি অবিবাদে ভোগ দখল করিতেছিলাম এবং আপনি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগ করিতে-ছিলেন।

২। অল্পদিন হইল, আপনি ময়ূরধ্বজ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে আপন গর্ভজ পুত্র প্রকাশ করিয়া আমাকে পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রবল প্রতাপান্বিত কোম্পানী বাহাদুরের আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করাইয়া ছিলেন এবং তদ্দ্বারা উপরি-উক্ত ময়ূরধ্বজ সিংহকে আমার যাবতীয় পিতৃসম্পত্তি দেওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দেববিজের আশীর্ব্বাদে

এবং ভগবৎ কৃপায় কোম্পানী বাহাদুরের বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রধান সদর দেওয়ানী আদালত কর্তৃক আমিই আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয়ের ঔরস কন্যা ও শাস্ত্রসঙ্গত উত্তরাধিকারিণী সাব্যস্ত হইয়াছি এবং উক্ত ময়ূরধ্বজ যে তাঁহার ঔরষ পুত্র নহেন তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

৩। কিন্তু আপনি রাজ্যলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আপনার স্বর্গীয় স্বামী মহাশয়ের কৃত বন্দোবস্ত ও তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনি আমার বৈরতাসাধনের চেষ্টা করিলেও আমি আপনাকে আমার পিতার ধর্ম্মপত্নী ও আমার বিমাতা বলিয়া একদিনের জন্য ভক্তিশ্রদ্ধায় ত্রুটি করি নাই। আপনার বাঞ্ছিত বিষয় কেবলমাত্র আমারই দ্বারা যখন পরিপূরিত হইতে পারিবে, তখন তাহাতে আমার উপেক্ষা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, সকলই ইহলোকের সামগ্রী, পরলোকের জন্য কিছুই নহে। ইহলোকান্তে আমার সহিত এসংসারের সমস্ত সামগ্রীর সম্বন্ধ লুপ্ত হইবে।

৪। অতএব আমি আমার পিতৃরাজ্য জনার্দ্দনগড়ে আমার সমস্ত স্বত্ব, যাহা এখন আছে ও ভাবীকালে হইতে পারিবে সে সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম। আজিকার তারিখ হইতে জনার্দ্দনগড় রাজ্য আপনার হইল, কেবল আপনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয়ের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় পাছে ব্যর্থ করেন, এজন্য আপনাকে উক্ত রাজ্যের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব দিতে পারিলাম না। উক্তরাজ্য আপনি দানবিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, যতকাল জীবিত থাকিবেন, আমার পিতৃ-

দেব মহাশয়ের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহাশয়গণের কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিতে পারিবেন না। তদতিরিক্ত আমিও জনার্দ্দনগড় রাজ্যের উন্নতিকল্পে যে নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ করিয়া তাহাদের জন্য যেরূপ ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি তাহার কোন পরিবর্ত্তনাদি করিতে পারিবেন না। এখন যেরূপ চলিতেছে সেইরূপ চলিতে থাকিবে।

ক। রত্নধ্বজ চতুষ্পাঠী—ইহাতে দ্বিজাতীয়গণের বেদবেদান্ত, ন্যায়, শাস্ত্র্য, স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য যে ছয়টী অধ্যাপক আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট দশটী করিয়া ছাত্রের আহারীয় ব্যয় পাঁচটী করিয়া টাকা দেওয়া হইয়া থাকে, চতুস্পাঠীর গৃহসংস্কার জন্য বার্ষিক একশত মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের নিকট মাসিক ৩ টাকা বেতনে একটী করিয়া ভৃত্য আছে।

খ। আদিত্য প্রতাপ ঔষধালয়।—ইহাতে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনে একজন সুচিকিৎসক, ঔষধ বিতরণ জন্য ১৬ টাকা বেতনে একজন লোক, ঔষধ প্রস্তুত জন্য চারিজন ও চিকিৎসালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য দুইজন সর্ব্বসমেত ছয়জন ভৃত্য মাসিক ৬ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে, চিকিৎসালয়ের ঔষধের জন্য বৎসর ২৫০০৲ টাকা এবং অসঙ্গতিপন্ন রোগীদিগের পথ্যাদির জন্য বার্ষিক ১২০০৲ টাকা এবং পথ্য প্রস্তুতের জন্য দুইজন ব্রাহ্মণের বেতন মাসিক ৮ টাকা হিসাবে ১৬৲ টাকা ও দুইজন ভৃত্যকে ৬ হিসাবে ১২৲ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। চিকিৎসালয়ের সংস্কার জন্য বার্ষিক ৫০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

গ। ব্রহ্মানন্দ অনাথ মন্দির— ইহাতে অন্ধখঞ্জ ও অন্যান্য প্রকার অকর্ম্মণ্য ও অসহায় পাঁচটী ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ জন্য ১৫০৲ টাকা, একটী পাচক ব্রাহ্মণের বেতন মাসিক ৮ টাকা এবং দুইটী ভৃত্যের মাসিক ৬ টাকা হিসাবে ১২ টাকা এবং অনাথ মন্দির সংস্কার জন্য একশত টাকা ধার্য্য আছে।

ঘ। অনঙ্গমোহিনী দাতব্য সংস্থান—যোত্রহীন পঁচিশটী, প্রয়োজন বোধ হইলে আরও পাঁচটী ভদ্র মহিলার ভরণপোষণ জন্য প্রত্যেকের মাসিক বৃত্তি পাঁচ টাকা হিসাবে ১৫০৲ টাকা দান করিবার ব্যবস্থা আছে।

ঙ। রাজ্যমধ্যে কোন বৎসর অজন্মা হইলে অন্নহীন প্রজা অনাহারে মারা না যায় এজন্য প্রতি বৎসর ৩০ হাজার টাকা খয়রাত খাতায় থাকে। অন্নকষ্টের বৎসর তদ্দ্বারা প্রজারক্ষা করা হয়।

চ। বৎসরান্তে পৌষমাসে সহস্র গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীকে এক এক খান কম্বল ও এক একটী লোটার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা দিতে হয়। অন্যান্য সময়ে ঐরূপ সাধুসন্ন্যাসী অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিগণের জন্য "সাবিত্রী ধর্ম্মশালার" ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

এতদর্থে সুস্থদেহে সচ্ছন্দমনে এই দাবীপত্র লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলাম ইতি———তাং———সন——

স্বাক্ষর—শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দেবী।

সম্পূর্ণ।